দুর্গম হয় পন্থা

নাট্যাচার্য্য—

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

লিখিত পরিচায়িক-সম্বলিত

শ্রীঅশোক সেন প্রণীত

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক :

অযাত্রাপথে যাত্রী যাহারা চলে (নাটক

ভুখাহুঁ (উপন্যাস)

রবীন্দ্রনাথ (সমালোচনাগ্রন্থ—যন্ত্রস্থ)

প্রকাশক : এন্, মুখার্জি
সেঞ্চুরী পাব্লিশার্স
২, কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

মূল্য আড়াই টাকা

মুদ্রাকর : পি. বি. টাট
এইচ, এস্, প্রেস
৯, শ্রীকান্ত চৌধুরী লেন
বরাহনগর : ২৪ পরগণা

মণিয়া'দিকে—

অশোক

পরিচায়িকা

শ্রীমান্ অশোক তাঁর তিনখানি ছোট নাটিকার একটি ভূমিকা লিখে দিতে আমাকে অনুরোধ করেছেন। আমার অবকাশ অল্প, স্বাস্থ্যও প্রতিকূল। সেই জন্য প্রথমটা কিছু লিখতে সম্মত হই নি। আরও একটা কারণ ছিল। শেষ নাটকটিতে সাধারণ নাট্যমঞ্চের একটা ছবি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। তার মধ্যে আংশিক বাস্তবতা থাকলেও চিত্র সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু এই রকম দু'একটা কারণ সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত এ ভূমিকাটুকু লেখা আমি প্রয়োজন বিবেচনা করলাম।

রঙ্গমঞ্চের অধিকারী ও অধ্যক্ষ হিসাবে বহু যশপ্রার্থী নাট্যকারের সংস্রবে আমায় আসতে হয়। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চাশখানা নাটকের পাণ্ডুলিপি আমাকে পড়তে হয় ও লেখক-দের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। এর থেকে আমি দেখেছি যে সাধারণতঃ লোকের নাট্য লিখবার প্রেরণা আসে অভাব থেকে। দেশের পরাধীনতা ও শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃত্রিম ভাষায় কতকগুলো বড় বড় বক্তৃতা, উৎকট ঐতিহাসিক বা সামাজিক পরিস্থিতির কাল্পনিক চিত্র সস্তা ভাবপ্রবণতা—এই সমস্ত নিয়ে খুব একটা গরম কিছু লিখে আসর জমাতে পারলে রঙ্গমঞ্চ থেকেও কিছু প্রাপ্তি হয়, বইও বিক্রী হবার সুযোগ খুব বেশী ঘটে। আমাদের দেশে—যতই অপদার্থ হোক্ না কেন– যে কোন নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে দর্শককে টেনে আনে, তাই amateur অভিনেতাদের কাছে আদরের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং unemployment সমস্যা দূর করবার একটা সহজ উপায় নাটক লেখা, এই অনেকের মনের ধারণা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্ত্তমান এই তিনখানি নাটিকা এরকম ধরণের মোটেই নয়। লেখক একদিনের জন্যও এই গুলিকে আমাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করাবার চেষ্টা পান নি। তাঁর এই নাট্যপ্রচেষ্টার সম্বন্ধে এই কথা খুব জোর করে বলা যায় যে এর প্রেরণা তিনি নিজের মধ্যে পেয়েছেন। আজকাল বাংলা দেশে অনেক ছেলে এমন আছে যারা সাহিত্য, দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে ভালবাসে, বৈজ্ঞানিকের মতবাদ সম্বন্ধে অচেতন নয় অথচ জীবনটাকে নিছক dilettante হিসাবে নেয় না। আমাদের সমাজে আজকালকার দিনেও এমন কতকগুলি যুবক আছেন যাঁরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মধ্যে একটু সুষ্ঠু সামঞ্জস্যের জন্য ব্যাকুল, যাদের পক্ষে শুধু প্রাণধারণের, শুধু দিনযাপনের গ্লানি যথার্থই গ্লানিকর। এদের নিয়েই শ্রীমান্ আলোচনা করেছেন এবং সে আলোচনা তাঁর নিজের বুদ্ধি ও প্রাণ দিয়ে করেছেন। ধার করা নীতি বা কথা বা তত্ত্ব জোর করে ঢুকিয়ে নাটকের বিষয়বস্তু আড়ষ্ট করে তোলেন নি। এজন্য তিনি প্রশংসনীয়।

শ্রীমান্ অশোক আজকালকার যুগের পশ্চিম দেশের নাটকের সঙ্গে সুপরিচিত। বহুদিন থেকে একটু আধটু রঙ্গমঞ্চের সংস্রবে থাকার দরুণ মঞ্চ সম্বন্ধেও তাঁর নাড়ীজ্ঞান আছে। সুতরাং তাঁর লেখাতে যেমন বর্ত্তমান বড় নাট্যকারদের ধরণের কিছু কিছু ছাপ পড়েছে দৃশ্য ও ঘটনা সংস্থাপন ও তাদের গতি সম্বন্ধে যথেষ্ট কৃতিত্বও তিনি দেখাতে পেরেছেন। তাঁর হাত এখনও অবশ্য খুব পাকে নি, চরিত্রগুলি হয়তো সব জায়গায় নিজেদের খুব জোরে প্রকাশ করতে পারে নি, তথাপি এ কথা আমি অকুণ্ঠিতচিত্তে বলতে পারি তাঁর লেখার মধ্যে একটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কলিকাতা
১১ই এপ্রিল, ১৯৩১ } শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

সূচী

দুর্গম হয় পন্থা

হিমাদ্রি—উচ্চশিক্ষিত চিন্তাশীল যুবক। এই নাটকের নায়ক।

কুমার—ঐ বন্ধু—বাস্তববাদী যুবক।

প্রদ্যোৎ—হিমাদ্রির ভগ্নীপতি।

মলয়া—হিমাদ্রির দিদি।

যূথিকা—হিমাদ্রির স্ত্রী।

দ্রষ্টব্য :—এই নাটকে কবিগুরুর কয়েকটি কবিতা দেওয়া হইয়াছে যেগুলি সময়ের দিক হইতে বিচার করিলে anachronism দোষযুক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা সর্ব্বকালের আদিম এবং চিরন্তন ভাবধারাগুলি প্রকাশ করিবার এতো সহজ সহায়ক বলিয়া anachronism-এর ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। এই নাট্যগ্রন্থের সুন্দর প্রচ্ছদ পটটি আঁকিয়াছেন আমার ভাইঝি শ্রীমতী হৈমন্তী সেন।

দুর্গম হয় পন্থা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[হিমাদ্রিকুমারের পড়িবার ঘর—রাসবিহারী এ্যাভিনিউয়ের উপর তাহাদের প্রকাণ্ড দোতালা বাড়ী। তাহার পিতা জয়ন্তকুমার মজুমদার কলিকাতার একজন নামকরা ব্যারিষ্টার। অল্পবয়সেই হিমাদ্রির মাতা হিমাদ্রি ও তাহার দিদি মলয়াকে রাখিয়া মারা যান। পিতা জয়ন্তকুমারই একাধারে পিতামাতারূপে পুত্রকন্যাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। লেখাপড়ায় ভ্রাতা ভগ্নী দুইজনেই কৃতী হইয়াছে। বছর দুই পূর্বে একটী আই, সি, এস, ছেলের সহিত মলয়ার বিবাহ হইয়াছে। হিমাদ্রির চেহারা দোহারা, মাঝামাঝি লম্বা, আগুনের মত উজ্জ্বল বর্ণ, বেশ লম্বা নাক—চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা স্বপ্নালু ভাব। তাহার পিতা বলেন, হিমাদ্রির মাতার মতই dreamy eyes. ঘরটির দক্ষিণ দিক দিয়া ট্রামরাস্তা চলিয়া গিয়াছে—সেদিকের জানালাগুলি দিয়া রাস্তার দৃশ্য বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। ঘরখানির চারিদিকে বুক শেলফে নানারকম বই ভর্তি। একপাশে একটী ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিল—টেবিলের কাছে একটী চেয়ারে বসিয়া হিমাদ্রি—হাতে রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থ। মধ্যে মধ্যে সে মনে মনে দুই একটী জায়গা পড়িতেছে, অস্ফুটভাবে দুই চারিটী কথা বলিতেছে এবং গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িতেছে। এই সময়ে তাহাকে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তির মত দেখাইতেছে। কয়েকমাস পূর্বেই সে বি, এ, পাশ করিয়াছে—স্থির হইয়াছে কিছুদিন বাদেই উচ্চশিক্ষার জন্য সে বিলাত যাত্রা করিবে।

হিমাদ্রি অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবে। সন্ধ্যার আবছা আলোতে ও তাহার এই আত্মমগ্নভাবের মধ্যে কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য আছে। হাত বাড়াইয়া হিমাদ্রি টেবিল ল্যাম্পটীকে কাছে আনিল এবং সুইচ টীপিয়া আলো জ্বালাইয়া দিল। উজ্জ্বল, পরিষ্কার বৈদ্যুতিক ঘর জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল। এ যেন কোন্ মায়াময় স্বপ্নলোক হইতে একেবারে বাস্তব মাটীর পৃথিবীতে দৃশ্য পরিবর্তন হইল—বই খুলিয়া হিমাদ্রি অর্ধস্ফুটভাবে পড়িতে থাকিবে—]

হিমাদ্রি। 'অতীতের সঞ্চয়-পুঞ্জিত দেহখানা, ছিল যাহা
আসন্নের বক্ষ হতে ভবিষ্যের দিকে মাথা তুলি'
বিন্ধ্যগিরি ব্যবধান সম, আজ দেখিলাম
প্রভাতের অবসন্ন মেঘ তাহা, স্রস্ত হয়ে পড়ে
দিগন্ত বিচ্যুত। বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।'

কি গভীর বিশ্বাস! কি অদ্ভুত নির্ভরতা। 'বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম'—কিসের বন্ধন, কেন বন্ধন, কার বন্ধন? জীবনরহস্যের কি সহজ সমাধান—কিংবা হয়ত কবির কথাই ঠিক—জীবনের সমস্ত গ্লানি, ক্লান্তি, একঘেয়েমি সবই হয়ত অর্থশূন্য, সাময়িক—একটা বৃহৎ আদর্শজীবনের পথের কাঁটা বা বাধা—কে জানে? কিন্তু তারই বা নিশ্চয়তা কি? কিসের জন্য এত বিশ্বাস, এতটা নির্ভরতা? কোথায় এর ভিত্তি? এই যে বিশ্বাস, এ যদি ভুল হয়, তবে? এই ভুল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে অন্ধের মত অগ্রসর হওয়া—সারাজীবন ধরে একটা ভুল করে যাওয়া—তারপর 'অলোক আলোকতীর্থ' যদি নাই লাভ করা যায়? কিন্তু একটা কিছু তো আছে? এই পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা—এই পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, মানুষ—এই নরনারী, সৃষ্টিরহস্য, এসবের পিছনে একটা কিছু শক্তি কি নেই? কি ভাবে তবে সব চলেছে? যদি কেউ চালাচ্ছে, তবে সে কে? ভগবান! ভগবান কে? নারী, কি পুরুষ? একজন, না দুজন? না, মানবপরিবারের মত ভগবান-পরিবারও আছে?—Is there only one God or a family of Gods with a Great God at the head of it all—কে পথ

দেখাবে, কে আলো আনবে? মৃত্যুকালে গ্যেটে চীৎকার করে উঠেছিলেন—Light! Light! more light! কিসের আলোর জন্য মহাকবির এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা? কে বলে দেবে, কে বলে দেবে আমায়? (সামনের দেওয়ালে মায়ের ছবির দিকে দৃষ্টি পড়িল) এই আমার মায়ের ছবি! (ছবিটির মুখে একটা যেন অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে) মা, তোমার কথা কিছুই মনে পড়ে না—শুনেছি আমাদের শৈশবেই তুমি আমাদের ছেড়ে গেছ—(হঠাৎ যেন নিজের কাছে নিজের ভুল ধরা পড়িয়া গেল—তাহারও মুখে একটা হাসির ভাব ফুটিয়া উঠিবে) আমি এতক্ষণ তোমার সামনে বসে যে সব রহস্যের কোন কুলকিনারা পাচ্ছি না, তা' সবই হয়ত—হয়ত' কেন—তা' সবই তোমার কাছে নিশ্চয় জলের মত স্বচ্ছ। কিন্তু আমার তাতে লাভ কি? বিলাত যাব—পাশ করে আস্‌ব, হয়ত' কিছু করবো, না করলেও ক্ষতি নেই। ধনী ব্যারিষ্টারের একমাত্র সন্তান! অর্থ উপার্জন তার জীবনের চরম লক্ষ্য নয়—তবে?—ঐখানেই ত' মুস্কিল—

[নীচে মোটরের ইলেক্‌ট্রিক হর্ণের শব্দে চমকাইয়া উঠিয়া সে যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল] দিদি এল বোধ হয়...(কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর) কেন আমার থেকে থেকে এমন হয়! এ সব অবাস্তব চিন্তায় দেহ মনে একটা যেন বিহ্বলতা এনে দেয়। কাজ করবার শক্তি, উৎসাহ সব যেন হারিয়ে ফেলি। না, এ দৌর্বল্য আমায় ঝেড়ে ফেল্‌তে হবে। তা' না হলে জগতে কোন কাজই কর্‌তে পারব না। এই আলস্যকে আমি জয় কর্‌বই। চরম পরিণতি? একটা কিছু হবেই—তা' দেখবার ভার অন্যের উপর—হোন্ তিনি ঈশ্বর, না হয় শয়তান। আমাকে শুধু কাজ করে যেতে হবে।

[দরজা ঠেলিয়া মলয়ার প্রবেশ। মলয়া হিমাদ্রি অপেক্ষা বছর দুইয়ের বড়। গায়ের রং হিমাদ্রিরই অনুরূপ। মেয়েদের মধ্যে তাহাকে বেশ লম্বাই বলা চলে—লম্বাটে গোছের মুখ। চোখে মুখে বেশ দৃঢ়তার ছাপ—কিন্তু এই সকল ছাপাইয়া তাহার সর্বাঙ্গে একটা স্নেহকোমল ভাব যেন ফুটিয়া রহিয়াছে।]

হিমাদ্রি। এই যে দিদি, এস, বস...

[মলয়া আসিয়া তাহার পাশে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিবে।]

হিমাদ্রি। জামাইবাবু এলেন না ?

মলয়া। না, উনি আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেলেন—কোথায় পার্টি আছে—ফেরবার পথে আমায় তুলে নিয়ে যাবেন, তখন তোর সঙ্গে দেখা করবেন।

হিমাদ্রি। তুমি গেলে না যে বড় ?

মলয়া। না রে, রোজ রোজ আর এই পার্টির হাঙ্গামা পোহাতে পারি না। ওঁকে বলে দিলাম যেন শরীর খারাপ বলে কাটিয়ে দেন।

হিমাদ্রি। বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

মলয়া। বাবার ঘরের কাছ দিয়েইত' এলাম—দেখলাম খুব তর্ক চলেছে অজয়কাকার সঙ্গে—আর ঘরে ঢুকলাম না। তুই আজকাল যে আমার ওখানে যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিস্। কোন পার্টি-টার্টিতেও যাস্ না শুনলাম—হঠাৎ এরকম কুনো হয়ে উঠলি, ব্যাপার কি ?

হিমাদ্রি। সত্যিই কোথাও যাই না বড় আজকাল। কেন যাই না শুনবে ?

মলয়া। কেন বলত ?

হিমাদ্রি। আমাদের এই পার্টিওয়ালা সমাজের তরুণ তরুণীর মিলন সভাগুলো—সত্যি বলছি দিদি—মেয়েদের অন্তঃসারশূন্য কথার অবিরাম বর্ষণ, আর ছেলেগুলোর কাঁচা বিলাতী শিক্ষা প্রভাবিত

চালচলন—এসব দেখতে দেখতে প্রাণ আজকাল হাঁপিয়ে ওঠে। এদের দেখে শুনে মনে হয়, সমস্ত গাম্ভীর্য, সমস্ত কাজ কর্‌বার শক্তি, সমস্ত গভীরতা হারিয়ে বসে এরা যেন পাশ্চাত্ত্যের যা কিছু হাব ভাব, চাল-চলন গিলে খেতে চায়।

মলয়া। তুই কি বল্‌তে চাস আমাদের national consciousness এখনও আসে নি ?

হিমাদ্রি। তুমি কি বল্‌তে চাও সত্যিই এসেছে ? পার্টির কথা থেকেই কথা উঠল—আচ্ছা, ভেবে দেখ, এই সব পার্টিতে কি হয়—এদের কথা শুনলে মনে হয় যেন নিজেদের মাতৃভাষা এরা সব ভুলে গেছে—বলি কটা ইংরাজ থাকে, তারপর জানইত' ইংরাজী বলার ধরণ—রাশি রাশি ব্যাকরণ ভুল, বিশ্রী উচ্চারণ—এমন কি এদের সামনে শুদ্ধ উচ্চারণ করাও বিপদ। একেত' অজ্ঞ, তায় আবার নিজেদের অজ্ঞতা সম্বন্ধেও conscious নয়—এমন একটা বিজ্ঞতার হাসি দেবে যে ঠিক বলেও মনে হবে নিজেরই ভুল হচ্ছে। জানিস না যখন তখন দরকার কিরে বাবা বিদেশী ভাষা বল্‌বার।

মলয়া। (হাসিয়া উঠিয়া) ঐ তোর এক কথা—ওরা ইংরাজী জানে না, না ?

হিমাদ্রি। তুমি একটু মন দিয়ে শুনলেই বুঝবে—সে যাক্। তারপর এই বিলাতী পোষাক—অফিসে যেতে হবে স্যুট পরে—কেন কি দরকার ? জাতীয়তাবোধই যদি সত্যিকার আমাদের জেগে থাকে কেন আমরা এই বিদেশী পোষাক পর্‌তে বাধ্য হব ? যে যাই বলুক, আমাদের দেশে স্যুট পরে থাকলে ভাল লাগে, এ আমি কিছুতেই মানতে রাজী নই—অথচ এই সামান্য ব্যপারেও আমরা আমাদের স্বাধীন বৃত্তি প্রকাশ করতে সাহস পাই না।

মলয়া। দেখা যাক্ বিলেত ঘুরে এসে তুমি কি হও।

হিমাদ্রি। বেশ, দেখে নিও। আমি ত' আর পাঁচজনের মত চাকুরীর পাশপোর্ট অর্থাৎ বিলাতী ডিগ্রীর এবং সস্তা বিলাতী আদবকায়দা শিক্ষা কর্‌বার জন্য যাচ্ছি না—আমি যাচ্ছি প্রাচ্যের প্রতিনিধিরূপে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং কর্মশক্তির বিকাশ দেখতে। দেখতে হবে ওদের কাছে সত্যিকার শিক্ষণীয় কিছু আছে কিনা এবং থাকলে পরে আমাদের জীবনে তার কতটুকু সার্থকতা। এই হচ্ছে আমার বিলাত যাওয়ার উদ্দেশ্য।

মলয়া। তোর তাহলে রওনা হতে আর কতদিন ?

হিমাদ্রি। অক্টোবরে সেসন আরম্ভ—অর্থাৎ এখনও মাস ছয় এখানে আছি।

মলয়া। তুই কি কি বিষয় পড়বি ঠিক কর্‌লি শেষ পর্যন্ত ?

হিমাদ্রি। অক্সফোর্ডে ইংরাজীতে ডিগ্রী নেব, সঙ্গে বার-টাও করে নেব ভাবছি—পরে দেখে শুনে আর যা হয় দেখা যাবে।

মলয়া। (ইতস্ততঃ করিয়া) উনি বল্‌ছিলেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাটা একবার দিয়ে দেখলে হয় না ?

হিমাদ্রি। সরকারী চাকরী আমি কর্‌ব না দিদি—ও আমার পোষাবে না। অন্যে উপদেশ দিতে এলে আসে যায় না, কিন্তু তুমি যে অনুরোধ কর তা না রাখতে পারলে সত্যিই মনে ব্যথা পাই—তুমি একথা বলো না—

মলয়া। না, না, আমি কেন তোকে তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ ধরণের অনুরোধ কর্‌ব। আমি চাই তুই ভাল হবি, নাম করবি, জগতে দশের মধ্যে একজন হয়ে উঠবি। যা তোর ভাল লাগবে না তা তোকে জোর করে করতে বল্‌ব কেন ?

হিমাদ্রি। এইজন্যই তোমার সঙ্গে আমার এত মেলে দিদি। তুমি কখনও নিজেকে অন্যের উপর impose করতে চাও না।

মলয়া। নিজেকে অন্যের উপর impose করতে যাওয়াটা একটা মস্ত ভুল। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব চিন্তাধারা, স্বাধীন মতামত বা ব্যক্তিত্ব আছে।

হিমাদ্রি। প্রত্যেকেরই অবশ্য নেই।

মলয়া। যাদের তা নেই তাদের অবশ্য আমি সেই প্রত্যেকের মধ্যে আনি না। পৃথক্ সত্তার যাদের অভাব তাদের কি ঠিক পুরো মানুষ বলা চলে?

হিমাদ্রি। এ বিষয়ে আমিও তোমার সঙ্গে একমত।

মলয়া। হ্যাঁ, কিন্তু যারা পুরো মানুষ—

হিমাদ্রি। (হাসির সহিত) অর্থাৎ যেমন আমি—

মলয়া। (হাসির সহিত) হ্যাঁ, যেমন তুই—তাদেব মতামতকে অগ্রাহ্য করে নিজের মতামত তাদের উপর চাপাতে গেলে শুধু যে তাদের ব্যক্তিত্বের প্রতিই অশ্রদ্ধা করা হয় তা' নয়—এর থেকেই দেখবি যত অসন্তোষের সৃষ্টি—নিজের মতের সঙ্গে মিল না হলেই অন্যের মতকে আমরা খর্ব করতে চাই—তারই ফলে পরস্পরকে ভুল বুঝি—আর তার থেকেই যত গোলমালের সৃষ্টি।

[কিছুক্ষণ উভয়েই যেন চিন্তামগ্ন হইয়া চুপ করিয়া থাকিবে।]

মলয়া। (একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) তুই যাবার আগে কদিন আমার কাছে থাকবি না?

হিমাদ্রি। নিশ্চয় থাকব। কিন্তু তোমার বাড়ীতে হয় ভারী মুস্কিল—

মলয়া। আমার বাড়ীতে আবার মুস্কিল কিসের রে? বাড়ীতে ত' থাকবার মধ্যে আমরা দু'জন—শ্বশুর, শাশুড়ীও বেঁচে নেই—এক

ননদ সেও ত' তার শ্বশুর বাড়ী আছে—অন্য লোক থাকলে না হয় তোর অশ্বস্তি লাগত।

হিমাদ্রি। বাড়ীতে লোক থাকলে তবু রক্ষে ছিল—তাঁদের সঙ্গে সকাল সন্ধ্যায় বার দুয়েক দেখা হলেই আর কোন হাঙ্গামা ছিল না। কিন্তু তোমার বাড়ীতে অতিথি, অভ্যাগতের যে আসব সকাল-সন্ধ্যায় —জামাইবাবু লোকজন খুব ভালবাসেন, না দিদি?

মলয়া। (হাসিয়া উঠিয়া) তা যা বলেছিস্! যতটা সময় কোর্টে থাকেন তখন বাহিরে—তারপর থেকে বাড়ীতে আসার পর থেকে লোকজনের আসর—আর কত রকমের লোকজন যে আসেন তার ঠিক নেই। আর পারেনও ভাল—ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকের দল, ল'ইয়ার ফ্রেণ্ডস্ থেকে আরম্ভ করে, বাপের আমলের জমিদারীর সরকারের ছেলেরা—তারা সব কেউ কল্‌কাতায় মার্চেণ্ট অফিসে চাকরী করে, কেউ স্কুলমাষ্টার—তারপর গ্রামের পরিচিত, অর্ধ পরিচিত অপরিচিত যে যখন আসছেন, সকলের সঙ্গেই সমানভাবে মিশতে পারেন।

হিমাদ্রি। উনি সবার সঙ্গেই বেশ সহজভাবে মিশতে পারেন, না দিদি?

মলয়া। তা পারেন—মানুষটা ভাল কি না, সব রকম অবস্থাতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন।

হিমাদ্রি। তুমি জামাইবাবুকে খুব ভালবাস, না দিদি?

মলয়া। (হাসিয়া উঠিয়া) দিনকে দিন তুই বোকা হয়ে যাচ্ছিস্ হিমাদ্রি।

হিমাদ্রি। আচ্ছা, এক কাজ কর না, তুমিই আমাদের এখানে এসে কদিন আমার সঙ্গে থাক না?

মলয়া। সে কি করে হয় ভাই—একলা মানুষ, তায় আপন ভোলা—আমি না থাকলে ভারী বিপদে পড়বেন।

হিমাদ্রি। এই দেখ, চিরটা কাল তুমি থাকলে আমাদের সঙ্গে—বছর দুই-ই না হয় জামাইবাবুর সংস্পর্শে এসেছ—তার আগেও তো ভদ্রলোক একলা ছিলেন। বরং আমার আর বাবার সবই দেখতে তুমি। বিয়ের কথায়ও আগে কাঁদতে বসতে—অবশ্য সেটা বাইরে দেখাতে কিনা কে জানে—যে আমাকে দেখবে কে, বাবাকে দেখবে কে—

মলয়া। কি করি ভাই বল—তোদের তবু চলে যাচ্ছে—খাওয়া-দাওয়া, বাড়ীর সব বন্দোবস্ত হরিকাকা থাকতে ত' তোদের আর ভাবতে হয় না—

হিমাদ্রি। তোমার বাড়ীতে বুঝি চাকরবাকর নেই?

মলয়া। হরিকাকা, আর সাধারণ চাকর ঠাকুর—

হিমাদ্রি। আচ্ছা, হরিকাকা আমাদের পরিবারে অনেকদিন ধরে আছে, না?

মলয়া। বাবার কাছে শুনেছি ঠাকুরমা হরিকাকাকে পাঁচ বছর বয়সে দেশ থেকে নিয়ে আসেন।

হিমাদ্রি। তুমি তা'হলে আসবে না?

মলয়া। বারে, আমি বুঝি তাই বলেছি!

হিমাদ্রি। আচ্ছা, যদি এক কাজ করা যায়—তুমি আর জামাইবাবু যদি একসঙ্গে এসে থাক?

মলয়া। (হাসিয়া উঠিয়া) তোর আর ফাজলামি করতে হবে না, সে যা হয় আমি ঠিক করবো'খন।

হিমাদ্রি। আচ্ছা দিদি, আমার সেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগের বছর যে টাইফয়েড হয়েছিল, মনে পড়ে?

মলয়া। বাব্বা! মনে পড়বে না? যে ভোগান ভুগিয়েছিলে। বাড়ীশুদ্ধ সবাই ভয়ে অস্থির—

হিমাদ্রি। হরিকাকাও বলে তোমাকে নিয়েই নাকি তাদের সব চেয়ে মুস্কিল হয়েছিল, কেঁদে কেটে তুমি সবাইকে অস্থির করে তুলেছিলে…

মলয়া। আর বাবা? তোর অবস্থা একটু খারাপ হলেই ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কান্নাকাটি আরম্ভ করতেন। শেষে ডাক্তার কাকার বকাবকিতে তবে একটু চুপ করতেন। সত্যিই ভাই, আমাদের বাবার মত বাবা পাওয়াও ভাগ্যের কথা, কি বল্?

হিমাদ্রি। আমাদের যে মা নেই সে অভাব বাবা আমাদের কখনও বুঝতে দেন নি। নিজের কাজ নিয়ে সর্বক্ষণ এত ব্যস্ত, অথচ আমাদের দিকে সব সময়ে দৃষ্টি রেখেছেন। আর তোমার কথাও আমার বেশ পরিষ্কার মনে আছে। যখন তন্দ্রার ভাব কেটে একটু জ্ঞান হত, দেখতাম তুমি ঠায় মাথার কাছে বসে আছ—

মলয়া। আর করেছে হরিকাকা—বাড়ীর সব খাবার-দাবার দেখা-শোনা করা, তোর ফলের রস, ছানার জল তৈরী করা, ওষুধ আনা থেকে আরম্ভ করে বাড়ীর যাবতীয় কাজ সমস্তের ভার নিয়েছিল হরিকাকা।

হিমাদ্রি। মনে আছে দিদি, প্রথম যখন স্কুলে ভর্তি হই, বাড়ী থেকে গাড়ী গিয়ে, প্রথমে আমাকে তুলে নিত, তারপর তোমাকে তুলতে তোমার স্কুলে যেতাম—তোমার বন্ধুরা আমাকে আদর করত —বাবার কাছে একদিন নালিশ করেছিলাম—দিদিকে আগে তুলে তারপর আমার কাছে যায় না কেন এই বলে'। মনে আছে তোমার?

মলয়া। মনে নেই আবার? বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন

বল ত? তুমি ডেঁপো ছেলের মত উত্তর দিলে, মেয়েদের স্কুলে যেতে আমার ভাল লাগে না। শুনে ত' বাবা হেসেই বাঁচেন না।

হিমাদ্রি। স্কুলে থেকে ফিরে খেয়েদেয়ে বেড়াতে বেবোতাম দুজনে বাবার সঙ্গে—

মলয়া। তোর কুকুরের বাচ্চা আমার শাড়ী নোংরা করেছিল বলে বেত মেরেছিলাম, তাই জন্যে তুই আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলি মনে আছে?

হিমাদ্রি। মনে থাকবে না?—তুমি বাবার কাছে গিয়ে নালিশ করেছিলে। বাবা শুনে আমাকে বকলেন। সেই তাঁর কছে প্রথম বকুনী খেলাম। আমি রাগ করে না খেয়ে গিয়ে ছাদে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ বাদে তুমি এসে আমাকে কত সাধ্যসাধনা কর্‌লে—আর কখনও নালিশ কর্‌ব না—আমারই দোষ হয়েছে—

মলয়া। এই সব বলাতে তবে তুই শান্ত হ্‌লি। তুই যে ভয়ানক একগুঁয়ে ছিলি ছেলেবেলায়।

হিমাদ্রি। (পুরাতন দিনের স্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া যাওয়ায়—অন্যমনস্কভাবে) সেই আমাদের সোনালী ছেলেবেলায় আবার ফিরে যাওয়া যায় না দিদি?

মলয়া। তা কি আর হয়—আর হলেও ছেলেবেলার স্মৃতি হিসাবে যে সব জিনিষ ভাল লাগে এখন আর সে সব ঠিক তেমন লাগবে না।

হিমাদ্রি। তুমি যেন বিয়ের পরই কি রকম সংসারী, কি রকম বুড়ো বুড়ো গোছের হয়ে গেছ দিদি।

মলয়া। তোরও ত' আর বিশেষ দেরী নেই। আর ত' মাসখানেক বাদে বিয়ে—এর পরই দেখ্‌বি অন্য জীবন। ছেলেমানুষী ভাব আপনা থেকেই চলে যাবে।

হিমাদ্রি। (বিয়ের কথায় কিছুক্ষণের জন্য যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িবে—একটু পরে) কি জানি !

মলয়া। হ্যাঁ, ভাল কথা, যূথিকা কাল আমার ওখানে এসেছিল—বল্‌ছিল তুই অনেকদিন ওদের বাড়ীতে যাস্‌নি—

হিমাদ্রি। (অন্যমনস্কভাবে) কই যাইত'—(আবার সচকিত হইয়া) না—গত দু' সপ্তাহে একবারও যাইনি।

মলয়া। বিয়েটা যত এগিয়ে আস্‌ছে তুই যেন তত উদাসীন হয়ে পড়্‌ছিস্‌—ব্যাপার কি বলত' ?

হিমাদ্রি। উদাসীন হয়ে পড়্‌ছি—কই না ত' ?

মলয়া। না ত' কি রে। আমি তোর এ ভাবটা স্পষ্ট লক্ষ্য কর্‌ছি কিছু দিন থেকে। তোকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব কর্‌ব করেও কিছু বলা হয়ে ওঠেনি—

হিমাদ্রি। (তাহার মুখে চোখে, আবার স্বপ্নালুভাব আসিয়া পড়িবে—ধীরে ধীরে) আমার যেন কি রকম একটা ভয় আস্‌ছে মনে। বিয়ে করা—কত বড় একটা serious step নিতে যাচ্ছি জীবনে—কে জানে এর ফল কি হবে ভবিষ্যতে। হয়ত যূথিকার সমস্ত জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে।

মলয়া। এরকম অবসাদ আসে কেন তোর মনে ? যে কোন মেয়েরই তোর মত স্বামী পাওয়া সৌভাগ্য—এ বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস্।

হিমাদ্রি। (মলয়ার শেষের কথাগুলি আর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবে না।) অবসাদ ! তাই বটে ! মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জান দিদি ? ভাবি এই মানুষের জীবন সম্বন্ধে। জন্মক্ষণ থেকে অর্থাৎ শিশু যেই মাত্র ভূমিষ্ঠ হল, তাকে কাঁদতে হবে। যে শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কাঁদবে না, আঘাত করেও তাকে কাঁদাতে

হবেই। এই ত' হল সুরু। তারপর যতদিন অবধি নিজের ভালমন্দ বোঝবার বয়স এবং বুদ্ধি না হল, সর্বক্ষণ আত্মীয়স্বজন সন্ত্রস্ত কখন তার কি বিপদ এসে পড়ে। তবু এই অবস্থাটা ভাল—কারণ এ সময়ের যত গণ্ডগোল অন্যের উপর দিয়েই যায়। যেদিন থেকে হল তার বুদ্ধির উন্মেষ—কবির ভাষায় বলতে গেলে, 'পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা। পথে পথে আবর্জনা গুপ্তসর্প গূঢ় ফণা।'—সেদিন থেকেই প্রতি পদে তার বাধা, প্রতি পদে তার নূতন বিপদ। কেউ কেউ তার চলার পথেই নিয়তির নির্মম আঘাতে ভেঙ্গে গুড়িয়ে পড়ল—কেন তাদের এমন হল কেউ বিচার করে দেখলেও না—হয় ঘৃণাপূর্ণ অবজ্ঞাভরে পরিহাস করে গেল বা বড় জোর হৃদয়হীন সহানুভূতিভরে একবার ফিরে তাকালে—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আর যারা চলার পথে এগিয়ে গেল দুর্দম বেগে, তাদেরই বা কি হল? সত্যিকারের কি পেলে তারা এই সার্থকজীবনের সাধনায়—আমার ত' মনে হয় After all this life is not worth living—It's all sound and fury and really signifies nothing.

মলয়া। (হাস্যসহকারে) জীবন সম্বন্ধে তোর এই অপূর্ব দর্শন এবং মতবাদ মেনে নিতে গেলে এখনই ত পটাসিয়াম সায়ানাইড কিনে পাঠাতে হয় রে।

হিমাদ্রি। (ঈষৎ বিরক্তিসহকারে) এই তোমার মহৎ দোষ দিদি। সিরিয়াস ব্যাপারের আলোচনাও তুমি সব সময় উড়িয়ে দিতে চাও হাল্কাভাবে পাশ কাটিয়ে দিয়ে।

মলয়া। কি করব বল—এ সব ব্যাপার যে ভাল বুঝি না।

হিমাদ্রি। বোঝ যথেষ্টই চেষ্টা করলে—কিন্তু সমাধান সহজ নয় বলেই বুঝতে চাও না, বা বুঝতে ভয় পাও।

মলয়া। (আত্মমগ্নভাবে) কিন্তু সমাধান কি আছে ?

হিমাদ্রি। (চেয়ার হইতে উঠিয়া অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ পদচারণা করিল, তাহার পর মলয়ার কাছে আসিয়া) আছে—নিশ্চয় আছে। তবে তুমি বল্‌বে, এতদিনেও সে সমাধান পাওয়া গেল না কেন ? তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, আমি প্রতিক্ষণে অনুভব করি, উপলব্ধি করি—there must be a key—এতকাল পাওয়া যায়নি বলেই সে দুর্লভ, এমন হতে পারে না।

মলয়া। তাই বা বুঝলি কি করে ?

হিমাদ্রি। অত্যন্ত সহজ কথা ! প্রতিক্ষণে দেখছি সারা বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে নিয়মের ধারা। বাঁধা সুরের একচুল এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। Don't you ever feel a rhythm—I mean a regular rise and fall—in all the forces of Nature ? তাই যদি হয়, অর্থাৎ অংশের মধ্যে যাকে পাওয়া যায়, সমস্তের মধ্যেও তাকে পেতে হবেই—I must have the key.

(অবসন্ন হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল এবং জানুর উপর দুই হস্ত রাখিয়া করতলে মুখ ঢাকিল---এতক্ষণ কথা বলা শ্রমের তাহাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইবে)।

মলয়া। তোর কথাই বলি—এত বড় বড় মনীষীরা কেন কিছু কূল কিনারা পেলেন না—তাঁরাও ত' কেউ কম চেষ্টা করেন নি।

হিমাদ্রি। কেউ কেউ যে সফল হননি তাও বল্‌তে পার না।

মলয়া। সফল হয়েছেন ?

হিমাদ্রি। নিশ্চয় হয়েছেন ! যেমন আর্যঋষিরা, যেমন ধর রবীন্দ্রনাথ।

মলয়া। তবে তাঁরা সে জ্ঞান প্রচার করে গেলেন না কেন অন্যের মধ্যে ?

হিমাদ্রি। (উত্তেজিত ভাবে) তার কারণ সে জ্ঞান অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অত্যন্ত abstract—This realisation is not as simple as Mathematics. তাকে অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু দুইয়ে দুইয়ে চারের মত সহজে বোঝাতে পারা যায় না। পড়নি কবি বলেছেন—

"চকিত আলোকে কখন সহসা দেখা দেয় সুন্দর,
দেয় না তবুও ধরা,
মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর
দেখায় বসুন্ধরা।
আলোক ধামের আভাস সেথায় আছে
মর্তের বুকে অমৃত পাত্রে ঢাকা,
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে,
অরূপের রূপ পল্লবে পড়ে আঁকা॥"
তারি আহ্বানে সাড়া দেয় প্রাণ, জাগে বিস্মিত সুর,
নিজ অর্থ না জানে।
ধূলিময় বাধাবন্ধ এড়ায়ে চলে যাই বহুদূর
আপনারি গানে গানে।
দেখেছি দেখেছি, এই কথা বলিবারে
সুর বেধে যায়, কথা না জোগায় মুখে,
ধন্য যে আমি সে কথা জানাই কারে
পরশাতীতের হরষ জাগে যে বুকে॥"

মলয়া। কিসের থেকে বললি রে ?

হিমাদ্রি। সেঁজুতির দ্বিতীয় কবিতা—

(নীচে গাড়ীর হর্ণ বাজিয়া উঠিল)

মলয়া। (উঠিয়া দাঁড়াইল) তোর জামাইবাবু এলেন—

হিমাদ্রি। চল নীচে যাওয়া যাক্—

(তাহারা দরজার দিকে যাইতে থাকিবে, সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেজের আলো নিভিয়া আসিবে।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[যূথিকাদের বাড়ীতে যূথিকার পড়িবার ঘর। ঘরের পশ্চিম দিকে একফালি বারান্দার মত ঘর এবং বারান্দার মাঝের দরজা খোলা—পশ্চিমের আকাশের অনেকটা এদিক হইতে দেখা যায়। সময়—রাত্রি। মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছে, সমস্ত আকাশ জুড়িয়া কাল জমাট মেঘ বিরাজ করিতেছে, চারিদিকে একটা থমথমে ভাব—বেশ বুঝা যায় ঝড় উঠিবার পূর্বাবস্থা—ঘরের আলো জ্বালান না থাকাতে দৃশ্য উঠিলে চারিদিকেই অন্ধকার দেখা যাইবে। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর চোখে ইহা সহিয়া গেলে দেখা যাইবে ঘর এবং বারান্দার দরজার কাছে হিমাদ্রি দাঁড়াইয়া আছে—তাহার দৃষ্টি আকাশের দিকে।]

হিমাদ্রি। (কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর মৃদু কিন্তু স্পষ্টভাবে বলিতে থাকিবে)

গৈব কুঁ রূপ দে মৌন কু ভাষ দে
বাণী দে বাণী দে দে দে প্রকাশ দে ॥

(অন্যদিকের দরজা দিয়া যুথিকার প্রবেশ)

যুথিকা। এ কি! বেয়ারা আলো জেলে দিয়ে যায় নি?

(বলিতে বলিতে আলো জ্বালিয়া দিবে—তীব্র বৈদ্যুতিক আলোকে সারা ঘর যেন ঝলমল করিয়া উঠিবে।)

হিমাদ্রি। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) না, এসেছিল—আমি বারণ করে দিলাম আলো জাল্‌তে। তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

যূথিকা। মালতীর বাড়ীতে গিয়েছিলাম—আজ ওর জন্মদিনে সব কলেজ ফ্রেণ্ডদের বলেছিল। তুমি আস্‌বে জানলে—অনেকক্ষণ বসে আছ ? একবার ফোন করে দিতে পার্‌তে বিকালে—

হিমাদ্রি। ফোন কর্‌লে তুমি কখনই জানাতে না যে তোমার আগের এনগেজমেণ্ট আছে—বন্ধু মনঃক্ষুণ্ণ হতেন।

যূথিকা। কিন্তু তুমি এতক্ষণ একলা বসে রয়েছ—

হিমাদ্রি। তাতে কি! তুমি জান একলা থাকতে আমার খারাপ লাগে না।

যূথিকা। (একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া) তা জানি।

(অন্যমনস্কতার জন্য হিমাদ্রি এই দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিতে পাইবে না)

হিমাদ্রি। আলোটা নিবিয়েই দাও যূথিকা—এইখানে এসে একবার বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে দেখ—ভারী ভাল লাগছে এই থম্‌থমে ভাবটা—ঠিক যেন আমার মনের প্রতীক্।

(আলো নিভাইয়া দিয়া যূথিকা হিমাদ্রির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ও তাহার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া আকাশের দিকে চাহিল।)

হিমাদ্রি। তোমার বাবা বলছিলেন তুমি এখনই এসে পড়বে—সেই সময়টা তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করি এই বোধ হয় তাঁর ইচ্ছা ছিল।

যূথিকা। (হিমাদ্রির একটা হাত দুই হাতের মধ্যে লইয়া) তা তাঁর কাছে একটু বসলে না কেন ? তুমি জানো না তিনি তোমাকে কত ভালবাসেন।

হিমাদ্রি। তা জানি। একলা থাকলে নিশ্চয় বসতাম। ওঁর সঙ্গে গল্প করতে আমারও সত্যিই ভাল লাগে। কিন্তু আরও লোক

ছিল—তুমিও জান most of those gentlmen are···are...so sophisticated. তোমার বাবা হয়ত কিছু মনে করে থাকবেন—তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলো—ঐ আবহাওয়া আমার সহ্য হয় না, দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে—

যূথিকা। বাবা তোমাকে ভুল বুঝবেন না। কিন্তু তুমি—তোমাকে নিয়ে আমি কি করি বলত—you are so delicate... so sensitive...

হিমাদ্রি। (অন্যমনস্কভাবে) সত্যিই আমাকে নিয়ে কি করবে বলত ?

যূথিকা। বাইরের আকাশের সঙ্গে মনের তুলনা দিয়ে কি বলছিলে—কোথায় তোমার সঙ্গে এর মিল—

হিমাদ্রি। মিল আছে যূথিকা—ভয়ানক মিল আছে।

যূথিকা। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

হিমাদ্রি। বাইরের দিকে দেখ—ঝড়ের পূর্বের অবস্থা—সারা আকাশ যেন ফেটে পড়তে চাইছে—নিজের রূপ প্রকাশ করতে পারছে না বলেই তার এই অস্থিরতা, এই ভয়াবহ কালোরূপ।

যূথিকা। আর তোমার—

হিমাদ্রি। আমিও চাইছি নিজেকে প্রকাশ করতে—(অত্যন্ত কাতরভাবে) কিন্তু যূথিকা, কই কিছুতেই তা পারছি না—আমার সমস্ত অন্তর হয়ে উঠেছে আকাশের মতই গুমোট, ভারী, থমথমে—যূথিকা, যূথিকা, বলতে পার আমি কি চাই—আমি নিজেই বুঝতে পারছি না আমি কি চাই—তুমি, তুমি আমাকে এই আলোর পথে নিয়ে চল যূথিকা—এ বিরাট অন্ধকার আমি সহ্য করতে পারছি না।

যূথিকা। জানি না সে শক্তি আমার আছে কি না—তবু যেদিন থেকে তোমাকে বরণ করে নিয়েছি সেই দিন থেকেই এই আমার

একমাত্র ব্রত, এই আমার তপস্যা। তোমার চলার পথে তোমাকে সাহায্য করতে পারবো এমন শক্তি আমার আছে এতবড় অহঙ্কার আমি করি না—কিন্তু সে পথে বাধা হব না নিজের উপর এই বিশ্বাস আছে বলেই এতবড় দায়িত্ব নিতে সাহস পেয়েছি।

হিমাদ্রি। কিন্তু আমার এই ক্ষ্যাপার মত জীবনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমারও সমস্ত জীবনটাই হয়ত' শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে যূথিকা!

যূথিকা। তা যদি হয় তবে বুঝব সে আমারই নিজের দোষে—সেই ব্যর্থতার গ্লানির জন্য নিজেকেই মনে মনে দায়ী করব। নিজের ত্রুটির জন্য নিজের শক্তিহীনতাকে ধিক্কার দেব, তাই বলে ভুল পথে এসেছি বলে অনুতাপ করব না।

হিমাদ্রি। কিন্তু এখনও সময় আছে যূথিকা—এখনও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পার—জীবনে সুখী হতে পার—

যূথিকা। তা হয় না। জীবনে সুখটাকেই এত বড় করে দেখব! আমাকে তোমার কতটা প্রয়োজন তা' তুমি নিজেও বুঝতে পারবে না। দুর্গম বন্ধুর যাত্রাপথে সময়ে সময়ে যখন তুমি হয়ে পড়বে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত তখন আমাকেই হবে তোমার সব থেকে বেশী দরকার। আমি না থাকলে কে তখন তোমাকে দেবে উৎসাহ, কে দূর করবে তোমার সে ক্লান্তি। এ সুখের পথ নয় জানি—কিন্তু এই আমার পথ—এ ছাড়া আমার অন্য গতি নেই। সুখ আমি চাই না—বরং এই আশীর্বাদ আমাকে কর যেন আমাকে তোমার কখনও ভারস্বরূপ না মনে হয়।

হিমাদ্রি। (ধীরে ধীরে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে) তবে তাই হোক্—তাই হোক—জীবনকে জানতে চাই, সত্যের

প্রকৃত রূপ দেখতে চাই—পথে যেতে যেতে কণ্টকের আঘাতে আঘাতে যখন ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়বো তখন তুমি তোমার মধুর পরশ দিয়ে আমার সকল ব্যথা, সকল বেদনা দূর করে দেবে। আমার প্রাণে আন্‌বে নূতন শক্তি—আমাকে উৎসাহিত কর্‌বে নব নব যাত্রাপথে অগ্রসর হতে।

[কিছুক্ষণ হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। এইবার বেশ জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাইয়া সারা ঘর আলোকময় হইয়া যাইবে। দেখা যাইবে যূথিকার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে।]

হিমাদ্রি। একি যূথিকা, তোমার চোখে জল !

যূথিকা। (ভাবাবেগপূর্ণ স্বরে) আজকের এই সময়টা আমার জীবনের একটা পরম ক্ষণ। এ আনন্দের অনুভূতি...এ ঠিক ভাষায় বোঝান যায় না…শুধু এইটুকু উপলব্ধি কর্‌ছি যে এ আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে মেশান রয়েছে তীব্র একটা ব্যথা। আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে একটা স্বর্গীয় সুষমা যেন গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে।

হিমাদ্রি। কিসের জন্য তোমার এ ব্যথা যূথিকা—

যূথিকা। তাত' আমি তোমায় ঠিক বুঝিয়ে বলতে পার্‌ব না। কিন্তু সে কথা যাক্‌। আমার যেন মনে হচ্ছে এ আমার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার—তোমাকেও বল্‌বার আবশ্যকতা নেই।

[যে বিদ্যুৎটা একটু আগে চমকাইয়াছিল তাহার ভীষণ শব্দে এইবার সকলকে চমকাইয়া দিবে। যূথিকা একটু ভয় পাইয়া হিমাদ্রির আরও কাছে ঘেঁসিয়া বসিবে।]

হিমাদ্রি। (একটু হাসিয়া) তুমি বুঝি বাজের শব্দে ভয় পাও ?

যূথিকা। না, ভয় পাই না—তবে কেমন বিশ্রী লাগে।

হিমাদ্রি। কিন্তু আমার কি মনে হয় জান যূথিকা ?

যূথিকা। কি ?

হিমাদ্রি। আমার মনে হয় কি অদ্ভুত ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করে এই বিদ্যুৎ আমাদের—আমরা তার বাহ্য চোখ ঝলসান দিকটাই দেখি, বিস্মিত হই, অবাক্ হই বা ভয় পাই—কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

যূথিকা। কেন, তুমি তার মধ্যে আর কি দেখতে পাও?

হিমাদ্রি। আমি! আমি দেখতে পাই তার মধ্যে সমস্ত জগৎ রহস্যের সমস্যার সমাধান।

যূথিকা। আরও পরিষ্কার করে বল।

হিমাদ্রি। গতি, তেজ আর আলো—এই তিনের সমাবেশে যে অদ্ভুত শক্তি হয় তাইত বিদ্যুৎ। কিন্তু কে করে দিলে এ সমাবেশ তার কথা ত কখনও ভাবি না।

যূথিকা। তুমি কি বল্‌তে চাও বৈজ্ঞানিক অর্থ ছাড়াও এর অন্য একটা দিক্ আছে?

হিমাদ্রি। বৈজ্ঞানিক শুধু বলে দিচ্ছে কেন হচ্ছে—এই এই জিনিষ ছিল—তার সঙ্গে এই এই জিনিষ যোগ দিলে বা আলাদা করে দিলে, তার ফল হয় এই এই ভাবে। কিন্তু কেন at all কোন জিনিষ ছিল—কেন যোগ দিলে এই হয় বা কেন বাদ দিলে অন্য আকার দেখা যায় তার কথা কে বলে দেবে? এইখানে বিজ্ঞানের চরম পরাজয়—materialism এর শেষ কথা।

যূথিকা। তুমি কি মনে কর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছাড়াও আর একটা বিরাট শক্তির ইঙ্গিত এর মধ্যে নিহিত আছে?

হিমাদ্রি। মনে করি না—এ আমার ধ্রুব বিশ্বাস। বিরাট শক্তিই বল বা ঈশ্বরই বল there must be a guiding power.

যূথিকা। কিন্তু এযে তোমার একটা বিরাট ভুল নয় তাই বা কি করে বুঝলে। যদি তোমার এই assumption ভুল হয়—

হিমাদ্রি। মাঝে মাঝে সে কথাও মনে হয়। But after all we must have some assumptions. ভুল হয়, হোক ভুল—কিন্তু একটা base ত চাই! There must be a starting point. ভুল পথে চলতে চলতে একদিন সোজাপথে গিয়ে পড়তেও পারি—তখন ভুল শুধরে যাবে। কিন্তু পথ জানি না বলে যদি বসে থাকি তার ফলে এক পাও এগোন হবে না। বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতা এসে একদিন আমাদের বুঝিয়ে দিলে বিজ্ঞানই সব, ঈশ্বর মিথ্যা······কারণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধির অগম্য। স্থুলভ Intellectual Gymnastic-এ আমরা ভুলে গেলাম। আমাদের জীবনের ভিত্তি গেল আলগা হয়ে। ফলে দেখ কি বীভৎস রূপ ধারণ করেছে বর্তমান সভ্যতা। শক্তি আমরা খানিকটা অর্জন করেছি অপ্রত্যাশিতভাবে-—কিন্তু জীবনের শান্তির দিকটা, সভ্যতার দিকটা অনেকখানিই হারিয়ে ফেলেছি সেই সঙ্গে সঙ্গে। যতটা পরিমাণে স্বর্গীয়তার দিকটা পরিহার করছি, পৃথিবীটা ততটা পরিমাণেই বেশীভাবে নারকীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত বিরাট্ শক্তির থেকে, শয়তানের বাহ্যিক পাশবিক ক্ষমতাই আমাদের আকর্ষণ করছে অধিকভাবে। এই ত বর্তমান সভ্যতা, বর্তমান বাস্তবতা, বর্তমান মানবজাতির ইতিহাস।

[ঘরের অল্পদূরে পদশব্দ শোনা যাইবে—একটু পরে কফির ট্রে লইয়া বেয়ারার প্রবেশ—সরঞ্জাম টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া সে আলো জ্বালাইবে। যূথিকা উঠিয়া কফি কাপে ঢালিতে থাকিবে। বৃষ্টি সমান বেগেই পড়িতে থাকিবে।]

হিমাদ্রি। (বাহিরের দিকে চাহিয়া) বৃষ্টি থামবার ত লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। গাড়ী না নিয়ে বেরিয়ে কি মুস্কিলেই পড়লাম।

যূথিকা। কেন আমাদের গাড়ী তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে—

হিমাদ্রি। হ্যাঁ, তোমাদের গাড়ীতেই যেতে হবে।

[যূথিকা কফি ঢালিয়া এক কাপ হিমাদ্রির কাছে টিপয়ে রাখিবে ও এক কাপ নিজে লইয়া বসিবে। ঘরের কাছে পদধ্বনি ও কণ্ঠস্বর শুনা যাইবে।]

হিমাদ্রি। বাবার গলা না?

যূথিকা। তাইত মনে হচ্ছে।

[হিমাদ্রির বাবা জয়ন্তবাবু ও যূথিকার বাবা কল্যাণবাবুর প্রবেশ—দুইজনেই মধ্যবয়সী এবং বাল্যবন্ধু। দুজনেই আইনব্যবসায়ী। দুইটী চেয়ারে দুজনে উপবেশন করিলেন।]

জয়ন্ত। (হিমাদ্রির প্রতি) কল্যাণের সঙ্গে একটা কেসের সংক্রান্তে পরামর্শ করতে এসেছিলাম। শুনলাম তুমিও এসেছ। তোমার গাড়ীত' দেখলাম না।

হিমাদ্রি। যখন বেরোই তখন বৃষ্টি হবে মনে করিনি—

যূথিকা। আপনাকে এক কাপ কফি দিই কাকাবাবু?

জয়ন্ত। তা দিতে পার মা।

যূথিকা। বাবা বোধ হয় একটু আগেই খেয়েছ?

কল্যাণ। তা আর এক কাপ দিতে পার।

[বেয়ারার প্রস্থান ও দুটী কাপ লইয়া প্রবেশ। যূথিকা কফি ঢালিয়া দিবে এবং বেয়ারা কাপ আগাইয়া দিবে। বেয়ারার প্রস্থান।]

কল্যাণ। হিমাদ্রির ত যাবার দিন এগিয়ে এল।

জয়ন্ত। হ্যাঁ, দেখতে দেখতে দিন এগিয়ে আসছে। শুভ কাজটা হয়ে গেলেই আর মাস খানেক পরে যাবে। (হিমাদ্রির প্রতি) তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?

হিমাদ্রি। হ্যাঁ—

জয়ন্ত। (যূথিকার প্রতি) একটা গান শোনাও ত মা।

[যূথিকা উঠিয়া অর্গ্যানের কাছে গিয়া বসিবে এবং কিছুক্ষণ বাজাইবার পর গান সুরু করিবে—]

"বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন গগন অন্ধকার
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝঙ্কার।"

তৃতীয় দৃশ্য

[মাস খানেক পর—হিমাদ্রি ও যূথিকার কয়েক দিন হইল বিবাহ হইয়াছে। হিমাদ্রির ঘর—সময় সন্ধ্যা—একটা টেবিলের দুইপাশে দুইটী চেয়ারে হিমাদ্রি ও যূথিকা পাশাপাশি বসিয়া রহিয়াছে। টেবিলের উপর একটী টেবিল ল্যাম্প---হিমাদ্রি টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি লিখিতেছে---তাহার ডান দিকে টেবিলের উপর কিছু সাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজের শিট্ এবং বাঁ দিকে পেপার ওয়েট চাপা আর কতগুলি লেখা শিট রহিয়াছে। যূথিকার হাতে জোডের **God and Evil** বইটী। সে একমনে বইখানি পড়িতেছে। হিমাদ্রি কলম রাখিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিল তারপর আবার লিখিতে আরম্ভ করিল---দু'এক লাইন লিখিল—একবার পড়িল----মনঃপূত হইল না, কাটিয়া দিল—আবার লিখিল—আবার কাটিল—শেষে বিরক্ত হইয়া রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া বসিল। যূথিকা বই হইতে মুখ তুলিয়া ওর দিকে চাহিল—দু'জনেই দু'জনের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল—]

যূথিকা। কি, লেখা বন্ধ করে দিলে যে?

হিমাদ্রি। যে কথাটা বলতে চাইছি তাতে কিছুতেই ভাষা দিয়ে উঠতে পারছি না!

যূথিকা। এটা তো তোমার সেই বন্ধুর কাগজের জন্য প্রবন্ধটা, না?

হিমাদ্রি। হ্যাঁ, যাবার দিন এগিয়ে আসছে বলে ও বড় তাড়া লাগিয়েছে।

যূথিকা। তোমার চিন্তায় বাধা দেব না—আমি ততক্ষণ বইটা পড়ি—

হিমাদ্রি। (অন্যমনস্ক ভাবে) তা পড়। [যূথিকার দিকে চাহিয়া থাকিবে।] (মনে মনে) এই আমার স্ত্রী! মুখে চোখে কি একটা নিশ্চিন্ত ভাব—আমার সঙ্গে কথা বল্লে কি একটা পরম নির্ভরতার সঙ্গে—যেন আমি ওর কতকালের পরিচিত! কত আপনার! দৃষ্টিভঙ্গী, কথাবার্তায় Sense of possession এর কি অসহনীয় উগ্র বিকাশ! Sense of possession! Possession of what? Me?

[ঘৃণায় তাহার দৃষ্টি কঠিন হইয়া উঠিবে—ক্রূরভাবে সে যূথিকার দিকে চাহিবে—কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর যূথিকার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে তাহার মনের এই বিরোধের ভাবটা কাটিয়া যাইবে এবং তাহার মুখ চোখ কোমল হইয়া আসিবে।]

কি দীপ্ত মুখশ্রী, কি স্বপ্নালু চোখ—দেহ মনে আবেশ এনে দেয়। আমার সহধর্মিণী। এখন থেকে আমার সমস্ত কাজ, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত সুখদুঃখের সঙ্গিনী। আমার স্ত্রী! আমার ভবিষ্যৎ সন্তানের জননী! সন্তান? What a nasty idea! সন্তানের জন্মদান—How vulgar is this whole process of creation, গাছের creative process অনেক ভাল এর তুলনায়। জননের ক্ষেত্রে কবে আমাদের glass-tube-babies এর স্বপ্ন সফল হয়ে উঠবে! Science ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তারই বা পরিধি কত অল্প? The insolvable deeper problems of life—এগুলির কোন উত্তর দেওয়া দূরে থাক্, উপেক্ষা ভরে এড়িয়ে গেছে এসব বিষয় সম্বন্ধে।

(তাহার মুখে একটা ঘৃণার হাসি ফুটিয়া উঠিবে।) কতটুকু শক্তি এই বিজ্ঞানের। না, না,—এই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় বিজ্ঞানকে আমাদের জীবনের সর্বদিকের একমাত্র পথনির্দেশক করলে চলবে না— We must have a better substitute to steer us safely through all shoals and shallows to our goal. [সে আবার যূথিকার দিকে চাহিয়া থাকিবে।]

যূথিকা। (হিমাদ্রির দৃষ্টি তাহার প্রতি উপলব্ধি করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিবে) কই তুমি লিখছ না ত ?

হিমাদ্রি। (এই প্রশ্নে আবার তাহার মুখে বিরক্তির ভাব আসিবে। মনে মনে—'আমার প্রতি কাজের কৈফিয়ৎ চাই !' চেষ্টা করিয়া এই ভাবটা দূর করিয়া দিবে।) I am not feeling like it. (যূথিকার সৌন্দর্যে আবার তাহার আগেকার কোমলতার ভাব ফিরিয়া আসিবে।) বাবার সঙ্গে কোথায় ঘুরে এলে বিকালে ?

যূথিকা। তুমি তো বন্ধুর বাড়ী চায়ের নেমন্তন্নে গেলে। বাবা আমাকে নিয়ে বেরোলেন দিদির বাড়ী। ওদের কাউকে বাড়ীতে পেলাম না। তারপর কিছুটা এদিকে ওদিকে ঘুরে মার্কেটে গেলাম —বাবাই ত এই বইটা কিনে দিলেন—বাবা তোমার বন্ধুকে বকতে লাগলেন—কি অদ্ভুত নেমন্তন্ন ! বন্ধুকে বলা হ'ল অথচ তার স্ত্রীকে বাদ দিয়ে। আমি যত হাসি, তিনি তত আরও রেগে যান।

হিমাদ্রি। Phoneএ হঠাৎ নেমন্তন্ন করল—তাড়াতাড়িতে ব্যাপারটা তোমাদের বুঝিয়ে বলতে পারি নি। শুনলে নিশ্চয় বাবাও রাগ করতে পারতেন না, তোমারও অদ্ভুত মনে হ'ত না ?

যূথিকা। তুমি কি সত্যিই ভাবলে নাকি যে আমি এতে কিছু মনে করেছি ?

হিমাদ্রি। মনে করে থাকলেও সেটা তোমার অপরাধ নয় যূথিকা—বরং এক্ষেত্রে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

যূথিকা। তুমি বিশ্বাস কর আমি সত্যিই কিছু মনে করিনি!

হিমাদ্রি—(ভিতরে ভিতরে আনন্দিত হইয়া) তোমার বাইরেটার মত ভিতরটাও যে কত সুন্দর সে আমি জানি যূথিকা। কিন্তু যে কথা বলছিলাম—কুমারের বাড়ীর চায়ের নেমন্তন্নের কথা! ওকে ত' তুমি আমাদের বৌভাতের রাত্রে দেখেছিলে।

যূথিকা। ঐ যে লম্বা কালো মত যিনি গান করলেন?

হিমাদ্রি। হ্যাঁ, দিদি যাকে গান করতে বল্লে—ও আমার বাল্য সহপাঠী। ভারি গরীব ওরা—দিদি ওকে ছেলেবেলায় অনেক দেখেছে—কাজে কর্মে এত ব্যস্ত থাকতে হয়—কারও বাড়ীতে বড় একটা আসতে পারে না।

যূথিকা। তোমার খুব বন্ধু বুঝি?

হিমাদ্রি। হ্যাঁ, ওর বাবা ছিলেন স্কুলমাষ্টার—বছর দু'য়েক রিটায়ার করেছেন। তা' ছাড়া চার পাঁচটি ভাইবোন। ওই বড় ভাই—ওকেই সংসার চালাতে হয় একরকম। দিনে এক জায়গায় চাকরী করে, রাত্রে পড়ে, এবার বি, কম, পাশ করেছে।

যূথিকা। বিয়ে করেন নি?

হিমাদ্রি। সেই নিয়েই ত' কথা। অল্প বয়সেই একটি সাধারণ গৃহস্থের মেয়ে দেখে ওর বাবা বিয়ে দিয়েছেন ওর। লেখাপড়া প্রায় জানেই না—তা'ছাড়া ওরা গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশ—আমরা গেলে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে এ ওদের পরিবারে কখনও কল্পনাও করতে পারে না, সে ক্ষেত্রে তোমাকে বলতে ওর

সংকোচ হয়েছে—তা' ছাড়া ওর ধারণা তোমার সঙ্গে আলাপ করবার মত যোগ্যতা বা শিক্ষা ওর স্ত্রীর নেই—

যূথিকা। কি যে বল !

হিমাদ্রি। আমি বলি না—এই ওর ধারণা। সেটাই ওঁর ভেঙ্গে দিতে হবে তোমার সঙ্গে ওর ভালভাবে আলাপ করিয়ে দিয়ে।

যূথিকা। আচ্ছা, এই অবস্থায় এখন উনি বিয়ে করলেন কেন ?

হিমাদ্রি। অবস্থার দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের সমাজে ব্যক্তিগত আয় হিসাবে কটা লোকই বা বিয়ে করতে পারে বল ? আর তোমার কথামত যারা বিয়ে করতে পারে, সে সব ছেলেরা আজকাল দেখছ ত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দায়িত্ব নিতে চায় না। তা ছাড়া দেখবে, বেশীর ভাগ জায়গাতেই এই গরীবের ঘরের ছেলেরাই সত্যিকার মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠছে—ওরাই নানাভাবে, নানাদিকে দেশের এবং দশের নাম উজ্জ্বল করছে।

যূথিকা। তাহলে তোমার বন্ধু ও তাঁর স্ত্রীকে একদিন নেমন্তন্ন কর।

হিমাদ্রি। স্ত্রীকে বলা বৃথা—তকে একলাই বলব একদিন।

(কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ থাকিবে—)

হিমাদ্রি। বাবা তোমাকে দিয়ে আবার গেলেন কোথায় ?

যূথিকা। ওঁর কোন্ বন্ধুর বাড়ী রাত্রে খাবার কথা, সেখানে গেলেন।

হিমাদ্রি। লিখতে আর ভাল লাগছে না—তার চেয়ে একটা গান কর—

যূথিকা। (উঠিয়া সামনের অর্গ্যানের কাছে বসিল ও গান ধরিল—)

"তোমার স্থর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙ্গাও
সে ঘুম আমার রমণীয়···"

[গানের মূর্ছনায় সমস্ত ঘরের আবহাওয়াটা যেন স্বর্গীয় হইয়া উঠিবে। হিমাদ্রি উঠিয়া গিয়া ওর পিছনে দাঁড়াইবে। গান শুনিতে শুনিতে ও আত্মমগ্ন হইয়া যাইবে।]

[মলয়া ও তাহার স্বামী প্রদ্যোৎকুমারের প্রবেশ। তাহারা নিঃশব্দে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিবে। উহাদের আগমন ইহারা জানিতে পাইবে না। যূথিকা গান শেষ করিয়া এদিকে ফিরিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে হিমাদ্রি মনের আবেগে বলিয়া উঠিবে—]

হিমাদ্রি। চমৎকার!

[মলয়া ও প্রদ্যোৎ দুজনেই হাসিয়া উঠিবে, যূথিকা একটু অপ্রস্তুত হইবে—হিমাদ্রি চমকাইয়া উঠিয়া এদিকে চাহিয়া—]

আরে দিদি যে! বস্থন জামাইবাবু।

প্রদ্যোৎ। তোমাদের নিভৃত আসরে এভাবে অবতীর্ণ হওয়ার অভিপ্রায় আমার মোটেই ছিলনা—কিন্তু কি করব বল, তোমার দিদির সে রসজ্ঞান একেবারেই নেই।

মলয়া। হ্যাঁ, আমি গান না শুনে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব না কি?

হিমাদ্রি। ঠিক করেছ দিদি—জামাইবাবুর কথায় কান দাও কেন?

যূথিকা। আমি একটু চা আনতে বলি—

মলয়া। এখন চা থাক্—

প্রদ্যোৎ। তুমি না খাও, আমি খাব—চা-টা appetiser—latest theory about tea এই কথাই বলে।

[সকলে হাসিয়া উঠিবে—যূথিকার প্রস্থান—ইহারা চেয়ারে বসিবে—যূথিকা ফিরিয়া আসিবে।]

যূথিকা। আমি আর বাবা তোমাদের ওখানে গিয়েছিলাম বিকেলে।

মলয়া। (প্রদ্যোতের প্রতি) এই দেখ, তখন তোমাকে বল্‌লাম যাবো না—

প্রদ্যোৎ। বা-বা তুমি ত জানতে না ওঁরা যাবেন। আর জেনেও যদি না বলে থাক তা হ'লে ত' তোমারই দোষ।

মলয়া। আমি কি করে জানব যে ওরা—

প্রদ্যোৎ। এই যে বলছিলে আমাকে বললে—না জেনে কি ক'রে বুঝেছিলে সেই কথাই ত তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।

(আবার সবাই হাসিয়া উঠিবে।)

মলয়া। (কথার মাঝে মাঝে যূথিকাকে দেখিতেছিল—উদ্বিগ্নভাবে) যূথিকা, তোমার মুখটা এরকম শুকনো শুকনো লাগছে কেন বল ত ?

যূথিকা। কই আমার ত শরীর বেশ ভালই আছে। কেন বল তো দিদি, একথা জিজ্ঞেস করছো—

প্রদ্যোৎ। কদিন বাদেই সব বুঝতে পারবে যূথিকা। তোমার দিদির স্বভাবটা একটু ভালভাবে জানলেই দেখবে যে তাঁর ধারণা যে তাঁর পরিচিত, অর্দ্ধ পরিচিত এবং প্রায় অপরিচিত সকলেরই স্বাস্থ্য দিনের পর দিন কোন না কোনও কারণে খারাপ হয়েই চলেছে! আর তাঁর এই উদ্বেগ উপশমের জন্য আমার উদ্বেগও কম নয়। আর তা' ছাড়া তোমরা তবু একটু চোখের আড়ালে এই রক্ষা—আমার যে কি ভয়ে ভয়ে সময় কাটে—কখন ওঁর চোখে আমার টাইফয়েড হয়ে গেল। কখন নিউমোনিয়া, কখন জ্বর জ্বর লাগছে দেখতে আর ভাবতে ভাবতে সত্যিই ব্লাডপ্রেসার বেড়ে গেল!

মলয়া। কি যে বানিয়ে বলতে পার।

হিমাদ্রি। কথাটা কি খুব মিথ্যা ?

(ওরা সবাই হাসিয়া উঠিবে। চাকর চা ও খাবার লইয়া ঘরে প্রবেশ করিবে—সকলে চা লইবে ও খাবার সরাইয়া রাখিবে।)

প্রদ্যোৎ। তোমার recent articleটা আজ কাগজে পড়লাম।

হিমাদ্রি। কেমন লাগল, বলুন?

প্রদ্যোৎ। তোমার ভাষা জোরালো, প্রকাশ ভঙ্গী ভাল, এ কথা একশবার বলব।

মলয়া। তবে যে হাসছিলে পড়তে পড়তে?

প্রদ্যোৎ। সে কথাও সত্যি যে হাসছিলাম।

হিমাদ্রি। অর্থাৎ আমার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আপনি আমার সঙ্গে একমত নন।

প্রদ্যোৎ। বক্তব্য কি তাইতো বুঝলাম না—তোমাদের এই দার্শনিক দলের বক্তব্য বিষয়টা বোঝাই আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে মুস্কিলের ব্যাপার হয়। তোমার প্রবন্ধের অবতারণা এবং আলোচনার দিকটা চমকপ্রদ সন্দেহ নেই কিন্তু উপসংহারের বেলাতেই হয়ে পড়ে মুস্কিল।

হিমাদ্রি। কি রকম!

প্রদ্যোৎ। খুব সহজ এবং সুন্দরভাবে বলেছ কতকগুলি কথা, কিন্তু কি কি বলতে চেয়েছ তাই বোঝা যায় না। যা বলতে চেয়েছ তার ভেতর লজিক কোথায়? Divine defiance of Logic এর defence কাজের বেলায় খাটে কিন্তু সত্যদর্শনের ক্ষেত্রে এ যুক্তির দোহাই দিলে চলবে কেন?

মলয়া। তোমার শুধু destructive criticism.

যূথিকা। বাঃ, ওঁর সত্যিকার ত্রুটী কি কি চোখে পড়েছে বলবেন না?

প্রদ্যোৎ। ওঁর যুক্তিটা হ'ল খেলা দেখতে দেখতে যখন বলা যায় অমুকে কিছু খেলতে পারছেন না এবং তা'তে কেউ কেউ যেমন

বলেন আপনি মাঠে নেমে একবার দেখুন ত' কি রকম হয় সেই ধরণের। তা' ছাড়া আমরা শুধু ত্রুটীটা দেখতে পারলেই যথেষ্ট। সংশোধনের ভার ওদেরই উপর। তুমি আমাকে misunderstand করছ না নিশ্চয়, হিমাদ্রি?

হিমাদ্রি। Not in the least, বরং আপনাদের criticism এ সাহায্য হয় যথেষ্ট—

প্রদ্যোৎ। এই তুমি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলে—তোমাদের সত্যিকার মনোভাব যেন আমার জানা নেই?

হিমাদ্রি। ঠিক বুঝলাম না তো কি বলতে চান?

প্রদ্যোৎ। তবে শোন মলয়া—এ কথা শুনলে তোমারও মনে ক্ষেদ থাকবে না। আমার এক লেখক বন্ধু—a real artist—তাকে একবার কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তোমাকে যে আমরা বন্ধুবর্গ এত সমালোচনা করি এর দ্বারা তুমি affected হও না ত? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঈষৎ হেসে সে কি জবাব দিলে জান?

যূথিকা। কি বলুন ত?

প্রদ্যোৎ। বল্‌লে যে দেখ প্রদ্যোৎ, অনেকে অনেক কথাই বলে—আমাদের শুনে যেতেও হয়—অন্ততঃ শোনবার ভাণ করতে হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই—সত্যিকার artist বেশ ভাল জানেন যে তিনি নিজে যা বলেছেন, লিখিছেন বা যে কোন আকারে রূপ দিচ্ছেন তাই ঠিক—তা ভুল হবার নয়।—শতলোকে সমস্বরে 'না' বল্লেও নয়। কি বুর্জোয়া মেণ্টালিটি দেখেছ?

(সকলে হাসিয়া উঠিবে)

যাক্ গে—এবার কাজের কথা সেরে নাও মলয়া—ভুলে যাবে আর তখন আমার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

মলয়া। আমার বেশ মনে আছে, আর এত সহজে আমি ভুলেও যাই না। যূথিকা, রবিবার সকালে তোমরা দু'জন আর বাবা আমাদের ওখানে খাবে।

হিমাদ্রি। রবিবার?

প্রদ্যোৎ। কেন তোমার কি previous engagement আছে নাকি?

মলয়া। থাকলেও সেটা এখনই বন্ধ করে দেবার বন্দোবস্ত কর।

প্রদ্যোৎ। কি চমৎকার লজিক!

মলয়া। রবিবারে না হলে যে বাবার মুস্কিল হয়।

হিমাদ্রি। (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা, ঠিক আছে, সে আমি ঠিক করে নেব।

প্রদ্যোৎ। আজ তাহলে ওঠা যাক্।

মলয়া। (যূথিকার প্রতি) হরিকাকা বল্‌লে, বাবা বেরিয়েছেন। এলে বলো যে আমরা এসেছিলাম।

[সকলে দরজার দিকে অগ্রসর হইবে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বছর চারেক পরের কথা। হিমাদ্রিদের বাড়ীতে বসিবার ঘরে—হিমাদ্রি, যূথিকা ও কুমার। প্রায় এক বৎসর হইল হিমাদ্রি বিলাত হইতে বার-এট্-ল হইয়া এবং ইংরাজী সাহিত্যে ডিগ্রী লইয়া ফিরিয়াছে। ইতিমধ্যেই তাহার প্র্যাক্‌টিস কিছুটা জমিয়া উঠিয়াছে। এই কয় বৎসরে কুমার নানারকমের ব্যবসায় করিয়া ধনী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মুখে চোখে সাফল্যগর্বের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন একটা দৈন্য আছে। যূথিকার সর্বাঙ্গে পূর্ণ যৌবনের দীপ্তি। সময় সন্ধ্যা—]

কুমার—(যূথিকার দিকে একবার অপাঙ্গে দেখিবে—তাহার মুখে চোখে যেন একটা ঈর্ষ্যার ভাব ফুটিয়া উঠিবে। হিমাদ্রির প্রতি—) তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর ইউরোপে ভোগবিলাসের যুগের অবসানের সূচনা আরম্ভ হয়েছে ?

হিমাদ্রি। নিশ্চয়ই। একটু তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেই বোঝা যায় এ কথা কতটা সত্য। ভোগের চরমসীমায় পৌছিয়ে জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য জগৎ আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে যে, এই আমাদের জীবনের শেষ কথা নয়। পঞ্চভূতে গড়া নশ্বর দেহের পক্ষে রাশি রাশি বস্তুপুঞ্জ হয় ত' পরম কাম্য বলে মনে হতে পারে কিন্তু অবিনশ্বর মানবাত্মা চায় আরও কিছু—

কুমার। অর্থাৎ স্পিরিচ্যুয়ালিজম্ ?

হিমাদ্রি। যা ইচ্ছা নামে তাকে অভিহিত করতে পার তা'তে এসে যায় না। সহজ কথায় তাকে বলব দেহাতীত বা অতিবাস্তব।

কুমার। কিন্তু ইউরোপ যে মেটিরিয়ালিজ্‌মের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছে তোমার এ মতবাদের কারণ কি? একি শুধু তোমার নিছক ধারণা নয়?

হিমাদ্রি। প্রমাণ ছাড়া মতবাদ গ্রাহ্য হয় না। ধারণা নিয়ে তর্ক চলে না। ইউরোপ জড়বাদকে ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে— আমার এই মতবাদের সমর্থন করবে ওখানকার বর্তমান জীবনের ধারা, ওদের সামাজিক আচার ব্যবহার, আর সব থেকে বড় প্রমাণ ওদের সাহিত্য।

যূথিকা। কিন্তু সাহিত্যের কথা যদি বল তাহ্'লে ওদের শ্রেষ্ঠ মনীষী বার্ণার্ড শ'র কথা সর্বপ্রথমে মনে আসে—শ' ত' পুরোপুরি materialist.

কুমার। ঠিক কথাই বলেছেন। সাহিত্যই যদি জাতীয় চিন্তা-ধারার প্রতীক হয়—

হিমাদ্রি। এ তোমাদের অতি ভুল ধারণা। বার্ণার্ড শ' জড়বাদের শ্রেষ্ঠ উপাসক মানি, কিন্তু একথা আজ অস্বীকার করলে চলবে না যে শ'ই আবার এর শেষ পূজারী। Post-Bernard Shaw যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে। সারা পাশ্চাত্ত্য জগতের মনের ভিতর আজ Shaw বড় নয়, Eugene O' Neill—দু পাঁচ বছর বাদে ইংলণ্ডে শ'কে পেছনে ফেলে রেখে অনেকটাই এগিয়ে চলে যাবে প্রিস্ট্‌লে। জার্মাণীর গেরহার্ট হাউপটম্যানের মহিমা ক্রমাগতঃই বেশী করে উপলব্ধি করবে ওদেশের লোকেরা।

যূথিকা। কিন্তু intellect-এর কাছে spiritualism-এর স্থান কোথায়?

হিমাদ্রি। সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি বলতে যা বোঝায় তার কাছে একে অর্থহীন বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ কথা কি করে স্বীকার করি যে, মানুষের শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশক বলে ধরতে হবে এই shallow intellectকে। সত্যিকার পথের সন্ধানের জন্য আমাদের দরকার চিন্তাশক্তির—দরকার imagination-এর।

যূথিকা। (হিমাদ্রির কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিবে—আবার সে হিমাদ্রির যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিবে—অন্যমনস্কভাবে) তাই বটে! তাই বটে! জীবনের অনেক গভীর অনুভূতিই উপলব্ধির বস্তু—বুদ্ধিবৃত্তির মাপকাঠিই সবক্ষেত্রে শেষ কথা বলে' মানতে যেন বাধা আসে অন্তরের থেকে।

কুমার। (বিরক্তভাবে মনে মনে—সব মেয়েই সমান। আমার গ্রাম্য স্ত্রী নীরদা—মূর্খ, লেখাপড়া জানে না, বৈচিত্র্যহীন, anti-quated, কবে কে কানে মন্ত্র দিয়েছিল যে স্বামী দেবতা—সুতরাং সর্ববিষয়ে আমি যা বল্‌বো তা' বেদবাক্য। কিন্তু এই শিক্ষিতা, চতুরা, অতি-আধুনিকা স্ত্রী এও ত' দেখি তাই! প্রভেদ কোথায়?) দেখ হিমাদ্রি, তোমার এই ভাবধারা—একে আমি ভাবাবেগই বলব অবশ্য—এর স্থান হয় কোথায় জান? যেখানে আছে প্রচুর অবসর—অবিরাম শান্তি—যেখানে struggle for existence-এর প্রশ্ন ওঠে না। জীবনে প্রতি পদে আমাকে বাধা বিপত্তি ঠেলে এগিয়ে যেতে হয়েছে—বাস্তবের স্বরূপ আমার মত লোকেরা যে ভাবে বুঝেছে তাতে এই শিক্ষাই তারা পেয়েছে যে কঠিন বস্তুতন্ত্রবাদই মানবজীবনের শেষ কথা—যা কিছু আমাদের পাবার তা এর থেকেই

জোর করে আদায় করে নিতে হবে। যে পারবে না সে হবে জীবন-যুদ্ধের পরাজিত সৈনিক।

হিমাদ্রি। জড়বাদকে অগ্রাহ্য করে উপেক্ষা দেখিয়ে যেতে ত' আমি বলছি না। আমিও বলছি বাস্তবকে জোর করে নিংড়ে তার শেষ দেয়টুকু নিয়ে, অর্থাৎ যখন তোমার কথায় আসবে প্রচুর অবসরের সময় বা অবিরাম শান্তির অবস্থা তখনই অতি বাস্তবের দিকে ছুটে যেতে, কিন্তু তখনও যারা materialismকে আটকে রাখতে চাইবে তাদের ভাগ্যে মিলবে রসহীন পরিত্যক্ত ছিবড়ে। এ কথাও কি তুমি জানতে চাও না?

কুমার। কিন্তু matter থেকেই বা আমরা সত্যিকার কতটুকু পেয়েছি? অনেকটা রসই যে এখনও আহরণ করতে বাকী রয়ে গেছে।

যূথিকা। আপনি কি scientific progress-এর উপর ভিত্তি করেই বলছেন?

কুমার। নিশ্চয়! বিজ্ঞানের প্রসার কি সব দিক দিয়েই ক্রমাগত spiritualismকে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করে দিচ্ছে না?

হিমাদ্রি। কিন্তু scientific truthগুলিকে proper perspec-tiveএ দেখলে আমার ত' মনে হয় তারা অতিবাস্তবতার দিকেই মনকে টেনে নিয়ে যায়। ঘূর্ণীয়মান গোলাকৃতি পৃথিবীর উপর আমরা বিচরণ করছি—এই-ই বৈজ্ঞানিক স্থূল সত্য—কিন্তু তার থেকেও বড় সত্য যে আমাদের পক্ষে পৃথিবীর গ্রাহ্যরূপ হচ্ছে flat surface হিসাবে। বিজ্ঞানকে এখনও বক্রদৃষ্টিতে ছোট ভাবে দেখছে বলেই আজ পৃথিবীতে এত ব্যস্ততা, কোলাহল এবং অশান্তি। শুধু গতিবেগটাকেই যারা progress বলে মনে করে

তাদের পক্ষেই জীবনের tempoটাকে দ্রুততর করে দেওয়াই বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের চরম সার্থকতা বলে মনে হয়।

[চাকর চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিল ও সামনে টেবিলের উপর রাখিল। যূথিকা উঠিয়া চা প্রস্তুত করিয়া ইহাদের দিকে চায়ের কাপ ও প্লেটে করিয়া কেক্ আগাইয়া দিবে ও নিজে লইবে। চা খাওয়া ও গল্প চলিতে থাকিবে।]

কুমার। (হিমাদ্রির প্রতি) সেদিন তোমার দিদির সঙ্গে দেখা হ'ল অনেক কাল বাদে।

হিমাদ্রি। কোথায় ?

কুমার। New Empireএ পি, সি, সরকারের ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিলাম—পাশের বক্সেই দেখি তোমার দিদি ও জামাইবাবু। আমাকে ডাকলেন—তোমার জামাইবাবুর সঙ্গে আলাপ করে ভারী ভাল লাগল।

যূথিকা। উনি ভারী ভাল লোক। ওঁর সঙ্গে আলাপ করে' সবাই ওঁর প্রশংসা করে। কেমন ম্যাজিক দেখলেন ?

(হিমাদ্রি 'ম্যাজিক' কথাটা শুনিয়া যেন আত্মমগ্ন হইয়া যাইবে।)

কুমার। ভারী চমৎকার! মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল যেন লোকটি সত্যকার যাদু জানেন।

হিমাদ্রি। (আপন মনে বিড়বিড় করিয়া) ম্যাজিক! যাদু! কিন্তু যা নিত্য চোখের উপর ঘটতে দেখছি তাই ত' ম্যাজিকের মত আশ্চর্য এবং অদ্ভুত বলে মনে হয়। (ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিবে—)

'আবার জাগিনু আমি রাত্রি হ'ল ক্ষয়,
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব এই ত' বিস্ময়
অন্তহীন।

(বৃদ্ধ ভৃত্য হরিকাকার প্রবেশ—)

যূথিকা। হরিকাকা! কিছু দরকার আছে কি?

হরি। খোকা! বাবার শরীরটা বিশেষ ভাল না। গা'টাও একটু গরম হয়েছে। দিদিকে একবার আসতে বল্লেন। আমার মনে হয় ডাক্তারবাবুকেও একবার খবর দেওয়া ভাল।

হিমাদ্রি। আমি এখুনি ফোন করে দিচ্ছি।

যূথিকা। আমিই ফোন করে দিয়ে বাবার কাছে যাচ্ছি, তুমি এখানেই থাক—

কুমার। আমাকে এবার উঠতেই হবে—একটা engagement আছে। আপনারা দু'জনে বরং ওঁর কাছে গিয়ে বসুন। (হরির প্রতি) জ্বরটা কি খুব বেশী হয়েছে?

হরি। না—তেমন কিছুই নয়। গা'টা একটু ছমছম করছে, এই যা।

কুমার। আচ্ছা, আজ উঠি।

(দক্ষিণ দিক দিয়া প্রস্থান)

(ইহারাও সকলে বিপরীত দিকে অগ্রসর হইবে)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হিমাদ্রিদের বাড়ীর বসিবার ঘর। মাসখানেক পরের কথা। হিমাদ্রির বাবার অসুখ ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাইতেছে। সময় সন্ধ্যা—একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলিতেছে। প্রদ্যোৎ টেবিলের সামনে বসিয়া কি একটা বই উল্টাইতেছে। তাহার মুখ চোখ গম্ভীর। ঘরটায় বেশ একটা থম্‌থমে ভাব বিরাজ করিতেছে। বৃদ্ধ গৃহচিকিৎসক বিজনবাবু ও একটী অপেক্ষাকৃত তরুণ ডাক্তার (ইনি বিশেষজ্ঞ হিসাবে আসিয়াছেন) প্রবেশ করিলেন। পিছনে পিছনে হিমাদ্রি আসিয়া দাঁড়াইল। প্রদ্যোৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজনবাবুকে বলিল—]

প্রদ্যোৎ। বসুন, কাকাবাবু।

(সকলে উপবেশন করিলেন)

হিমাদ্রি। (রাত্রি জাগরণ ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য তাহাকে ফ্যাকাশে দেখাইবে—বিশেষজ্ঞের প্রতি) কেমন দেখলেন ?

তরুণ ডাক্তার। হার্টটা মোটেই ভাল না। কখন কি হয় বলা মুস্কিল। (বিজনবাবুর প্রতি) আপনার ওষুধটাই এখন চলতে থাক। পরে একটু ভালর দিকে গেলে তখন ওষুধ একটু বদলাতে হবে। আর হঠাৎ যদি sink করতে থাকেন তবে একটা prescription লিখে দিচ্ছি, এটা খাইয়ে দেবেন immediately।

(হিমাদ্রি টেবিল হইতে একটা প্যাড আগাইয়া দিল। ডাক্তার prescription লিখিয়া দিলেন ও বলিলেন—)

ডাক্তার। আর কাল সকালে কেমন থাকেন একবার ফোন করে জানাবেন।

প্রদ্যোৎ। আটটার সময় ফোন করলেই ত চলবে ?

ডাক্তার। হ্যাঁ, সাড়ে আটটায় আমি বাড়ী থেকে বেরুই—তার আগে হলেই চলবে। আচ্ছা, বিজনবাবু, এবার চলি।

বিজনবাবু। চলুন।

[তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে হিমাদ্রি ও বিজনবাবু বাহির হইয়া যাইবেন। প্রদ্যোৎ আবার বসিয়া বসিয়া সেই বইটার পাতা উলটাইতে থাকিবে। মলয়ার প্রবেশ—তাহাকেও অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইবে—তাহার পদশব্দে প্রদ্যোৎ মুখ তুলিয়া চাহিবে।]

প্রদ্যোৎ। (কোমল স্বরে) তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে—(চেয়ার দেখাইয়া) বস।

মলয়া। কি বল্লেন ডাক্তার ?

প্রদ্যোৎ। (গম্ভীর ভাবে) বিশেষ ভাল কিছু বল্লেন না। হার্টের অবস্থা একটু খারাপই।

মলয়া। আগেই বুঝেছিলাম। দিনকয়েক ধরেই ডাক্তারকাকা কেমন গম্ভীর হয়ে রয়েছেন, তারপর বল্লেন, specialist আনাবো।

প্রদ্যোৎ। ওঁর কাছে কে রয়েছে ?

মলয়া। একটু তন্দ্রার মত এসেছে। যূথিকা আর নার্স বসে আছে—(হরিকাকার প্রবেশ) কি হরিকাকা ? তুমি কি বাবার ঘর থেকে আসছ ?

হরি। হ্যাঁ, ঘুমটা ভেঙ্গে গেছে। জামাইবাবুকে ডাকছেন।

প্রদ্যোৎ। আমাকে ডাকছেন ? (মলয়ার প্রতি) চল যাই।

[তাহারা তিনজনেই ভিতরের দিকে যাইবে। মিনিটখানেক ঘর খালি পড়িয়া থাকিবে। একটু পরেই বিজনবাবু ও হিমাদ্রির প্রবেশ—উভয়ে উপবেশন করিবে—দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিবে। তারপর বিজনবাবুই prescriptionটা দেখিয়া সেই পাতাটা প্যাড হইতে খুলিয়া লইবেন।]

বিজন। আমি এখন যাই হিমাদ্রি—নীচে থেকে তোমার চাকরকে নিয়ে নেব—ডাক্তারখানা থেকে ওষুধটা নিয়ে আসবে। নার্সকে

আমি বলে যাচ্ছি দরকার হলেই একদাগ খাইয়ে দেবে। (হিমাদ্রি উঠিয়া দাঁড়াইবে) না, তোমার আর আসতে হবে না।

(প্রস্থান)

[হিমাদ্রি উপবেশন করিয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবে। তারপর সোজা হইয়া বসিবে। তাহার মুখে চোখে ক্লান্তির ভাবটা চলিয়া গিয়া স্বপ্নালুতার আবেশ দেখা দিয়াছে।]

হিমাদ্রি। (ধীরে ধীরে) এই ত জীবন! মানুষ চিরকাল বাঁচতে পারে না জানি। কিন্তু কি সহজে নিশ্চিন্ত ভাবে সে কথাটা ভুলে থাকি আমরা। কি ভাবে মত্ত হয়ে থাকি সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপারে। হঠাৎ এসে আমাদের মধ্য থেকে কোনও প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় মৃত্যু। সাময়িকভাবে বিহ্বল হয়ে পড়ি। আবার কিছুকালের মধ্যেই সব ভুলে যাই আগেকার মতই সাধারণ জীবনযাত্রার স্রোতে। এই বোধ হয় স্বাভাবিক। মৃত্যুকে ভুলে না যেতে পারাটাই বোধ হয় জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ, অথচ তাকে অস্বীকার করাও চলে না। কিন্তু মৃত্যুই বা কি?

"রাহুর মত মৃত্যু শুধু ফেলে ছায়া
পারে না গ্রাসিতে।"

কিন্তু কে দেবে তার প্রমাণ? অবিশ্বাসীরা বলবে মৃত্যুতেই আমাদের শেষ, তাদের কথাই যে সঠিক তারই বা প্রমাণ কোথায়?—The ever unsolved unanswerable question of life.

[আবার সে হস্ত দ্বারা মুখ আবৃত করিবে। যূথিকা প্রবেশ করিবে। সে আসিয়া র পৃষ্ঠে হস্ত রাখিবে। হিমাদ্রি মুখ তুলিবে না কিন্তু বলিবে—]

হিমাদ্রি। বাবা এখন কেমন আছেন?

যূথিকা। আবার একটু ঘুমিয়েছেন। দিদি জামাইবাবু ওঁর

কাছে আছেন। তুমি ত' কদিন ধরেই রাত জাগছ। আজ একটু সকাল সকাল ঘুমিয়ে নাও না।

হিমাদ্রি। আমার শরীরে কোনও গ্লানি নেই। I am quite all right. দিদি কি আজ এখানেই থাকবে ?

যূথিকা। হ্যাঁ, একটু ভালর দিকে না যাওয়া পর্যন্ত দিদি যাবেন না। জামাইবাবুও আজ থাকবেন—তুমি বস—আমি জামাইবাবুর শোবার ঘরটা ঠিক করে' দিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

হিমাদ্রি। (শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে চাহিয়া বলিতে থাকিবে—)

The One remains, the many change and pass ;
Heaven's light forever shines, earth's shadows fly ;
Life, like a dome of many coloured glass,
Stains the white radiance of eternity,
Until Death tramples it to fragments.

(ধীরে ধীরে পর্দা নামিয়া আসিবে।)

তৃতীয় দৃশ্য

[মাস তিনেক পরের ঘটনা—ইতিমধ্যে হিমাদ্রির বাবা মারা গিয়াছেন। হিমাদ্রিদের বাড়ীর বসিবার ঘর। সময় সন্ধ্যা। যূথিকা ও হিমাদ্রি।]

যূথিকা। দুপুরে দিদির বাড়ীতে গিয়েছিলুম। খালি কান্নাকাটি করছেন—

হিমাদ্রি। দিদি চিরকালই নরম প্রকৃতির। দুঃখের আঘাতে সহজেই মুষড়ে পড়ে—

যূথিকা। আসবার সময় জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—তিনি আজ একটু আগেই বাড়ীতে ফিরেছেন।

হিমাদ্রি। কি বল্লেন জামাইবাবু ?

যূথিকা। (একটু ইতস্ততঃ করে) দিদির কথার আলোচনায় বললেন, হ্যাঁ, সে ত' জানা কথাই যে বাবার মৃত্যু ওর সামলে নিতে বেশ সময়ই লাগবে। তবে আশ্চর্য হয়ে গেছি হিমাদ্রিকে দেখে—ওযে এমন স্থির ভাবে এ shockটা নিতে পারবে এ আমার ধারণার অতীত ছিল।

হিমাদ্রি। (মনে মনে) বোধ হয় তোমার মনেও এই একই প্রশ্ন—কি ভাবে এ শক্‌টাকে আমি নিতে পারলাম। আমার মনটাকে analyse করে দেখতে চায়, যেন সেইটাই জীবনের সব চেয়ে বড় কাজ। (প্রকাশ্যে) Man is an inquisitive animal—বুঝলে যূথিকা, এই বোধ হয় মানুষের সবচেয়ে ভাল definition মানুষের অনুসন্ধিৎসা। সে যাক্, তোমার মনেও বোধ হয় এই একই বিস্ময় জাগছে—কি ভাবে আমি এমন সহজে বাবার মৃত্যুতে স্থির হয়ে রয়েছি।

যূথিকা। (অসহায় ভাবে) আমি কি তোমাকে কখনও সে কথা বলেছি ?

হিমাদ্রি। সব কথাই শুনে জানতে হয় না। তুমি কি বলতে চাও জামাইবাবুর মতই এ কথা তোমার মনেও জাগেনি। আমার উত্তরটাও শুনে নাও—মৃত্যুকে আমি দুঃখের সঙ্গে জড়িত করে দেখি না—General flux and flow of life-এর মধ্যে মৃত্যু একটা incident—a natural phenomenon—এর সম্বন্ধে চিন্তা করা যায় কিন্তু গতানুগতিক ভাবে এর একটা স্বরূপ কল্পনা করে নিয়ে তার

়ারা অভিভূত হওয়া দুর্বল মনের পরিচয়। পরে দেখা হলে জামাই-াবুকে আমার এই কথাগুলোই ব'লো।

যূথিকা। (অভিমানের সুরে) মাঝে মাঝে তুমি কেমন যেন অস্বাভাবিক ভাবে রূঢ় হয়ে পড়। কি বল্‌লাম আর কি ভাবে তার অর্থ করলে!

হিমাদ্রি। ভেবে দেখ, যা বলেছ তার ঠিক উত্তরই দিয়েছি। হয় ত' অতটা পরিষ্কারভাবে বলনি, কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝা এমন কষ্টকর নয়।

যূথিকা। কেন তুমি আমার কাছেও নিজেকে পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করবে না—আমার কাছেও নিজেকে গোপন রাখতে চাইবে?

হিমাদ্রি। (মনে মনে) চিরন্তন নারী—অক্টোপাসের মত আমার সমস্ত সত্তাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। (প্রকাশ্যে) আমি মনে করি প্রত্যেক লোকই কতকগুলি ব্যাপারে নিঃসঙ্গতা পছন্দ করেন। এতে অস্ফুটতা বা গোপন করবার কিছু নেই—চিন্তাশীল লোকের এ একটা চিরন্তন অধিকার। এ বিষয় যারা 'ইণ্টারফিয়ার' করতে চায় তারা অনধিকার চর্চা করে বলেই আমার মনে হয়—

(দরজার কাছে কুমারের গলা শোনা গেল)

আমি ভিতর থেকে এখুনি আসছি, তুমি ওর সঙ্গে একটু গল্পসল্প কর ততক্ষণ।

(প্রস্থান)

(কুমারের প্রবেশ)

কুমার। এই যে যূথিকা দেবী—হিমাদ্রি কোথায়?

যূথিকা। বসুন—উনি এখুনি আসবেন।

কুমার। হিমাদ্রির কি খবর বলুন ত'? শুনতে পেলাম আজকাল কেসটেসও তেমন accept করছে না। বেশ নাম হচ্ছিল—এভাবে এখন থেকে অবহেলা করলে practice জমানো কঠিন হয়ে উঠবে। আমার ব্যবসায় সংক্রান্ত একটা কেস পাঠালাম—বল্লে ওর হাতে সময় নেই অন্যকে দিতে। কি ব্যাপার বলুন ত?

যূথিকা। আমি ত' ঠিক বলতে পারি না, তবে practice করতে বোধ হয় খুব উৎসাহ পান না।

কুমার। কিন্তু এতে ত' নিজেরই আর্থিক ক্ষতি হবে—

যূথিকা। আর্থিক ক্ষতিটাকে উনি বোধ হয় খুব বড় করে দেখেন না। আর আমাদের তেমন টাকারই বা প্রয়োজন কি বলুন। বাবা যা রেখে গেছেন তাইতেই কোনও রকমে খেয়ে প'রে চলে যাবে। উনি যেভাবে চললে ভাল থাকেন, সেই ভাবেই চলুন।

কুমার। একি একটা কথা হ'ল, যূথিকা দেবী? অর্থের কখন আধিক্য হয়? অর্থ যার যত বেশী তার শক্তিও সেই অনুপাতেই বেড়ে চলে। আর আজকের জগতে যার অর্থশক্তি আছে সে-ই সমাজে ক্ষমতাবান্, যশস্বী এবং প্রতিষ্ঠাবান্।

যূথিকা। (ঈষৎ হাসিয়া) আপনি কি বলতে চান আপনাকে যে উনি এতটা সম্মান করেন সে আপনি অনেক অর্থ রোজগার করেন বলে?

কুমার। মোটেই না। এইখানেই ভুল করলেন। আমি বলছি সাধারণ নিয়মের কথা। হিমাদ্রিটা ত' চিরকালই পাগল। ওত' সাধারণের নিয়মে চলে না—যখন দরিদ্র ছিলাম তখনও আমাকে ভালবাসত, আজ আমি দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠেছি, আজও আমাকে তেমনিই ভালবাসে। কিন্তু সাধারণ নিয়ম দেখুন—আগে যে সব

বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন আমাকে দেখলে বিরক্তি বোধ করত আজ আমার দর্শনে তারাই সব উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। যেন সত্যিই আমি তাদের কত প্রিয়জন। বন্ধুত্বই বলুন, আত্মীয়তাই বলুন, সবই আজকাল নিরূপিত হয় অর্থের মাপকাঠিতে।

যূথিকা। আপনার এ কথা আমি ঠিক মানতে পারি না কুমারবাবু। এমন অনেক লোক আছে দেখবেন যাঁরা দারিদ্র্য দিয়ে লোকের চরিত্রের বিচার করেন না বরং উপযুক্ত লোককে সব রকমে সাহায্য করতেই চেষ্টা করেন।

কুমার। এরকম লোকও যে একেবারে নেই তা নয়, তবে এঁদের সাহায্যেব ভিতরেও দেখবেন একটা অনুগ্রহের ভাব থাকে। তবু এদের ভালই বলবো কিন্তু এমন লোকই বা ক'জন দেখা যায়? সে কথা যাক্—আমার যেন মনে হয় হিমাদ্রি আজকাল বড় বেশী চিন্তা করে। একটা কথা মানেন ত' abstract বিষয়ে চিন্তা করে কোনই ফল হয় না। Intellectual gymnastic করে কি কোনও পরিণতিতে আসা যায়? খালি মনটা gloomy হয়ে ওঠে।

যূথিকা। (হাসিয়া উঠিয়া) আপনি কিন্তু খুব প্রাণবন্ত—খালি কাজ, আর কাজ—এতে কি সত্যিই এত আনন্দ পান?

কুমার। অন্ততঃ শুধু চিন্তা করার থেকে কাজ করে সময় কাটানো আমার ঢের বেশী ভাল লাগে। আপনি হিমাদ্রির এই চিন্তা করাটা বন্ধ করতে পারেন না?

যূথিকা। (হাসিয়া) আপনিও ত' চেষ্টা করে দেখলে পারেন।

কুমার। ও এক বিরাট বক্তৃতা দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দেবে—

(দু'জনেই হাসিয়া উঠিবে। হিমাদ্রির প্রবেশ—)

হিমাদ্রি। এত হাসছ যে ব্যাপার কি?

কুমার। এই তোমার কথাই হচ্ছিল।

যূথিকা। কুমারবাবু বলছিলেন যে অর্থ উপার্জনই প্রত্যেকের জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত হওয়া উচিত—এ বিষয়ে তুমি অবহেলা করছ, আর কাজ না করে খালি চিন্তা কর—

হিমাদ্রি। তুমি কি উত্তর দিলে?

যূথিকা। (হিমাদ্রির গলার স্বরে কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া) আমি কি বলব—অর্থোপার্জনই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত, ওঁর এ কথা মানতে চাইলাম না।

হিমাদ্রি। হুঁ,—(মনে মনে) মুখে মানতে চাইলে না বটে তবে ভিতরে ভিতরে তোমরা সবাই ঐ কুমারের মত—অর্থই তোমাদের আজকের মানুষের কাছে সব চেয়ে বড় জিনিষ। আমি যত বাজে চিন্তা করি আর ঐ কুমারই হচ্ছে মস্ত কাজের মানুষ, কারণ সে ব্যবসায়ে খুব টাকা রোজগার করছে। (প্রকাশ্যে) তারপর, কুমারের খবর কি?

কুমার। তোমার এ বিষয়ে মত কি? জীবনের সাফল্য বা success-এর পরিমাণ নির্ধারণ সাধারণতঃ কি তার earning capacityর উপরই নির্ভর করে না?

হিমাদ্রি। Everything in life is so ridiculously accidental। ধর আমাদের সময় যারা সবচেয়ে কৃতী ছেলে ছিল—the scholars I mean— তারা কে কি করছে?

কুমার। শৈলেন I. C. S. হয়েছে।

হিমাদ্রি। বাস্ ঐ পর্যন্তই। আর সব—দু'চার জন ডেপুটি, কয়েকজন প্রফেসার, কেউ কেউ মুন্সেফ, বেশীর ভাগ briefless উকীল, না হয় কেরাণী, আর এদের income ই বা কি? অথচ

আমাদের সময়েরই অতি সাধারণ অনেক ছেলেই দেখবে ব্যবসায় বা অন্য কাজে এদের তুলনায় অনেক বেশী রোজগার করছে। তুমি কি বলতে চাও টাকা যারা বেশী পাচ্ছে তারাই বেশী successful?

কুমার। নিশ্চয়—College heroes never shine in real life—এবং এর কারণ বই মুখস্থ করে স্কলার হওয়ার কৃতিত্ব এক, আর জীবনযুদ্ধে সাফল্য লাভের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

যূথিকা। এর কারণ কি?

কুমার। এর কারণ অতি সহজ—পরীক্ষায় ভাল করা যায় অনেক ক্ষেত্রেই মুখস্থ বিদ্যার দ্বারা, কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় অনেক অতি সাধারণ ছেলেই ঢের বেশী উপযুক্ত ঐ সব so-called ভাল ছেলের থেকে। এতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ ছেলেদের সত্যিকার potentialities অনেক বেশী।

হিমাদ্রি। এটা তোমার assumption ছাড়া আর কিছুই নয়।

কুমার। আমি ত' প্রমাণ করে দিচ্ছি—

হিমাদ্রি। কই তুমি আমাকে একটি কেস দেখাও ত' দেখি যেখানে একই ধরণের কাজে একটা ভাল এবং একটি সাধারণ ছেলেকে লাগানো হ'ল এবং সাধারণ ছেলেটি ভালটির তুলনায় gives a better account of himself.

কুমার। একটা কেন এরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়।

হিমাদ্রি। হ্যাঁ, মুখে আমরা অনেকেই এ কথা বলি বটে তবে এ সত্যকার দেখা যায় না। যে কথা একটু আগে বলছিলাম—life is ridiculously accidental—কয়েকটি ভাল ছেলে বা কয়েকটি সাধারণ ছেলে যারা accidentally জীবনে chance পেলে,

তারাই উন্নতি করতে পারে, অন্যে নয়। কেন চান্স পেলে তার কোন সঙ্গত কারণ চেষ্টা করেও খুঁজে পাবে না। Fate, my dear friend—Fate ছাড়া গতি নেই—

যূথিকা। তুমি কি বলতে চাও ভাগ্যই সব, পুরুষকার কিছুই নয়?

হিমাদ্রি। পুরুষকারকে বাদ দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না কিন্তু পুরুষকারই আমাদের জীবনের শেষ কথা নয়—there is a divinity that shapes our ends—এই বা ভুললে চলবে কেন?

কুমার। আমার নিজের কথাই ধরা যাক্ না—আজ যে আমি দাঁড়াতে পেরেছি সে কি আমার নিজস্ব ঐকান্তিক চেষ্টা এবং পরিশ্রমের জন্যই নয়?

হিমাদ্রি। তোমার fighting spirit, industry এবং ambition সবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সেইজন্যই তুমি কৃতকার্য হতে পেরেছ একথা ঠিক নয়। আরও অনেক লোকই দেখবে তোমার মতই প্রাণপণ করে চেষ্টা করেছে বড় হবার জন্য, কিন্তু জীবনযুদ্ধে সফল হতে পারে নি। তারা প্রতি পদে পেয়েছে বাধা, আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। সাফল্য ব্যাপারটা আকস্মিক—অন্য ভাবে এর explanation দেওয়া যায় না।

কুমার। তোমার সঙ্গে একমত হতে না পারলেও বেশ আনন্দেই কাটলো সন্ধ্যাবেলাটা। কিন্তু রাত হয়ে গেল, এবার উঠতে হয়—

যূথিকা। এখনই যাবেন?

কুমার। হ্যাঁ, (ঘড়ি দেখিয়া) নটায় আমার একটা engagement আছে—যাই হিমাদ্রি।

(প্রস্থান)

যূথিকা। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর) কুমারবাবু বল্‌ছিলেন তাঁর কি একটা কেস পাঠিয়েছিলেন তুমি accept করোনি।

হিমাদ্রি। না, নিই নি—ওকে এখন অর্থের নেশায় পেয়েছে। কেসটা ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে ওরই এক বন্ধুর বিরুদ্ধে। ও নিজে মনে মনে জানে সম্পূর্ণ দোষ ওর নিজের—অথচ সে বেচারী আইনের আটঘাট বেঁধে কাজ করেনি, সুতরাং এই সুযোগে তাব কাছ থেকে কিছু টাকা পেয়ে যেতে পারে—এই নিয়েই মামলা। (আত্মগত ভাবে) পয়সা যে মানুষকে এতটা নীচে টেনে নিতে পারে এ যেন কল্পনার অতীত ছিল। এ কেস হাতে নিতে আমাব রুচিতে বাধল যূথিকা।

যূথিকা। তবে ভালই করেছ।

হিমাদ্রি। এই practice করা যেন আমার ধাতে সইছে না। দিন দিন আমার অসহ্য লাগছে—I feel so tired। আমি যদি practice ছেড়ে দিয়ে কোনও কলেজে একটা প্রফেসারি নিই তাতে কি তোমার আপত্তি আছে, যূথিকা?

যূথিকা। কিন্তু সংসার খরচ ত' কম নয়।

হিমাদ্রি। খরচ আমরা যদি কমিয়ে ফেলি। সাধারণের মত থাক্‌ব—যা সামান্য পাব তাইতেই দু'বেলার খাওয়া কোনও রকমে চলে যাবে। যে দেশে বেশীর ভাগ লোকের একবেলাই ভাল করে অন্ন জোটে না সে দেশেরই ত মানুষ আমরা। কি দরকার আমাদের sophisticated বুর্জোয়া জীবন যাপন করে—

যূথিকা। বেশ ত, তোমার যদি তাই ভাল বলে মনে হয়—

হিমাদ্রি। তোমার তাতে কোনও কষ্ট বা ক্ষোভ হবে না?

যূথিকা। তোমার যাতে আনন্দ তাতে কি আমি কষ্ট পেতে পারি ?

হিমাদ্রি। (আত্মগত ভাবে) আমার জীবনে তোমাকে পাওয়াই আমার সব থেকে বড় লাভ যূথিকা। তুমি যেন আমাকে কখনও ভুল বুঝো না—সে আমি কিছুতেই সইতে পারব না।

(যূথিকা আসিয়া তাহার চুলে হাত বুলাইতে থাকিবে ও ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিবে।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[তিরিশ বৎসর পরের কথা। ব্যবসায়ী হিসাবে কুমার এখন দেশের মধ্যে একজন বিখ্যাত লোক—সে পাঁচ ছয়টি মিলের মালিক, তিন চারিটা চা বাগানের ডিরেক্টার, গত বৎসর হইতে সে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছে। অধ্যাপক জীবন গ্রহণ করিবার পর হইতে হিমাদ্রি যেন সমাজ হইতে বেশ কয়েক ধাপ নামিয়া আসিয়াছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের যেমন অবস্থা হইয়া থাকে উহারও অবস্থা তদ্রূপ। হিমাদ্রির দুই ছেলে—বড় দিলীপ, বয়স ২৭, কেমিষ্ট্রীতে এম, এস, সি, পাশ করিয়া কুমারেরই নিকট কার্য করিতেছে; ছোট কিরণ, Military Academy হইতে পাশ করিয়া Navyতে একজন অফিসার, তাহার বয়স ২৪, বর্তমানে ছুটীতে সে কলিকাতায় আসিয়াছে। কুমারের একটি মাত্র কন্যা—নাম গায়ত্রী, বয়স বছর চব্বিশ, ইতিহাসে এম, এ। খুব আপ-টু-ডেট ধরণের মেয়ে। দিলীপ এবং গায়ত্রীর ইচ্ছা যে তাহারা বিবাহ করে—কুমারের এ বিষয়ে আপত্তি নাই। সময় সন্ধ্যা—হিমাদ্রির বাড়ীর বসিবার ঘরে হিমাদ্রি, যূথিকা এবং কুমার বসিয়া গল্প করিতেছে। তিনজনেরই মুখে চোখে বয়সের ছাপ পড়িয়াছে—হিমাদ্রিকে খুব রোগা এবং ফ্যাকাসে দেখাইতেছে—তাহার শরীরে যেন রক্তের অভাব মনে হয়—সর্বাঙ্গে যেন অবসাদ এবং ক্লান্তি ছাইয়া আছে। কেবল চোখের সেই পূর্বের দীপ্তিটা একই রকম আছে বরং এখন যেন তাহার গভীরতাটা আরও বেশী মর্মে গিয়া আঘাত করে।]

কুমার। তোমাদের কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলাম হিমাদ্রি—আশা করি এতে তোমরা আপত্তি করবে না।

হিমাদ্রি। (মনে মনে) ওর ঐ লাইট টাইপের মেয়ে গায়ত্রীর সঙ্গে দিলীপের সম্বন্ধ করতে চায়—যতই খ্যাতিবান্ এবং অর্থশালী

হোক্, এখনও আমার সম্বন্ধে কুমারের একটা complex আছে। ও কিছুতেই ভুলতে পারে না যে ওর আরম্ভটা অতি সামান্য অবস্থা থেকে—আমি যে সব কিছু ত্যাগ করে এই আড়ম্বরহীন জীবন বরণ করে নিয়েছি এটা যেন ওরই প্রতি একটা তীব্র বিদ্রূপ। সেইজন্যই আমার ছেলেকে ঐশ্বর্যের চাকচিক্য দেখিয়ে কিনে নিতে চায়। (প্রকাশ্যে) প্রস্তাবটা না জেনে আগে থেকে কি করে মত দিই বল ?

কুমার। আমি তোমার দিলীপকে আমার গায়ত্রীর জন্য নিতে চাই।

হিমাদ্রি। (মনে মনে) না জেনেই নিজের মনের কথাটা বলে ফেলেছে 'নিতে চাই'—আমার ছেলেকে কিনে নিতে চায়।

কুমার। (যূথিকার প্রতি) কি বলেন ? ছেলেবেলা থেকেই ত' দুজনের আলাপ—আর আমার মনে হয় ওরা দুজনে দুজনকে ভালবাসে।

যূথিকা। কিন্তু মুস্কিল কোনখানে জানেন—গায়ত্রী এক ভাবে মানুষ—আমরা অত্যন্ত সাধারণভাবে থাকি—এ পরিবারে এলে ওর কষ্টই হবে বেশী—দিলীপ এমন কিছু উপার্জন করে না—

কুমার। ভুল করছেন যূথিকা দেবী—আপনারাও ইচ্ছা করলে প্রাচুর্যের মধ্যেই থাকতে পারতেন। কেন করেন নি সে কথা আলাদা। তবে আপনারা যে জীবন বেছে নিয়েছেন আমার মেয়ে যে তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে না এ কথা আমি মানি না।

হিমাদ্রি। একটা কথা ভুললে চলবে না কুমার। ঐশ্বর্যকে ইচ্ছা করে যে পরিহার করে চলে তার পক্ষে প্রাচুর্যের অভাব কষ্টকর

হয় না—কারণ সে অভাব তার পক্ষে স্বেচ্ছাকৃত। কিন্তু জোর করে সেই মনোভাব কারোর উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

কুমার। আর তা ছাড়া ওদের অভাব থাকবে এই কথাটাই বা মনে করছ কেন? আমার জামাই হলে ওর ভবিষ্যৎ যাতে ভাল হয় সেদিকে ত' আমি দেখবই—তা' ছাড়া গায়ত্রীই আমার একমাত্র সন্তান—

হিমাদ্রি। অর্থাৎ দিলীপের পক্ষে এ একটা চমৎকার commercial marriage হবে, কি বল? সুবর্ণ সুযোগ—জীবনের সমস্ত সমস্যার অতি সহজ সমাধান—Shakespeare যেন কি বলেছেন যূথিকা—There is a tide in the affairs of men, which taken at the flood leads on to fortune—না?

কুমার। এ-রকম ভাবে এ কথাটাকে তোমায় উড়িয়ে দিতে দেব না। যূথিকা দেবী, আপনিও ভেবে দেখবেন—ছেলেটারও ত' ভবিষ্যৎ দেখতে হবে—

[যূথিকা একবার হিমাদ্রির দিকে চাহিবে—হিমাদ্রি সে দিকে নজর দিবে না।]

হিমাদ্রি। চমৎকার ভবিষ্যতের সমাধান—শ্বশুররূপ crutchএ ভর দিয়ে জীবনের সমস্ত বাধা বিপত্তি সব কিছুকে অতিক্রম করে যাওয়া—মন্দ কি— তবে আমার মনে হয় আমার ছেলে দিলীপ, সে বোধ হয় এ প্রস্তাবে রাজী হবে না।

কুমার। বেশ ত' সকলে মিলে আলোচনা করে আমাকে মত জানিও। (যূথিকার প্রতি) নীরদা জিজ্ঞাসা করছিল আপনার একদিন যাবার কথা ছিল আমাদের ওখানে—

যূথিকা। ওঁর শরীরটা কদিন খারাপ ছিল তাই যাওয়া হয়ে ওঠে নি—নীরদাকে বলবেন 'আসছে সপ্তাহে একদিন যাব।

কুমার। নীরদাই হয় ত' কাল পরশুর মধ্যে একবার আসবে —আমাকে ত' তাই বলছিল। আচ্ছা, আজ উঠি।

[প্রস্থান]

হিমাদ্রি। (আপন মনে বলিতে থাকিবে—)

Love is a flower
Forever blooming,
Life is a fountain
For ever leaping
Upward to catch the golden sunlight,
Striving to reach the azure heaven ;
Failing, falling,
Ever returning
To kiss the earth that the flower may live.

যূথিকা। হঠাৎ এ কথা মনে হল যে ?

হিমাদ্রি। কুমার বলছিল না যে ওরা দুজন দুজনকে ভালবাসে —ভালবাসা জিনিষটা কি এতই cheap ? গায়ত্রীর হাবভাব, চালচলন প্রতিক্ষণে বুঝিয়ে দেয় যে ওর শিরায় শিরায় ওর বাপের রক্ত প্রবহমান। ভালবাসতে গেলে যে শান্তভাব, যে কোমলতা, যে গাম্ভীর্যের প্রয়োজন তা ওর কোথায় ?

যূথিকা। কিন্তু আমারও মনে হয় দিলীপ আর গায়ত্রী দুজনে দুজনের প্রতি attached.

হিমাদ্রি। এ একটা চোখের মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। ওকে বিয়ে করতে হলে দিলীপের নিজের সত্তাকে বিলিয়ে দিতে হবে কুমারের কাছে—সে আমি কিছুতেই allow করতে পারি না। নিজেকে সহজ ভাবে বিকাশ করতে না পারার মত মর্মান্তিক tragedy

আর হতে পারে না—বাপ হয়ে ছেলের এ সর্বনাশ আমি করব না। যাক্ ও কথা—আমি পড়বার ঘরে চল্লাম, ছেলেদের কিছু পরীক্ষার খাতা দেখা বাকী আছে।

[প্রস্থান]

[যূথিকা একটা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতে থাকিবে—এই ভাবে কিছুক্ষণ সময় কাটিলে মলয়া প্রবেশ করিবে।]

যূথিকা। এই যে দিদি --বস।

[মলয়ার বয়স হইয়াছে বুঝা যায়, কিন্তু বয়সের ছাপ তাহার মুখে বিশেষ পড়ে নাই—তাহার সর্বাঙ্গে যেন একটা স্নেহকোমল মাতৃত্বের ভাব ফুটিয়া আছে।]

মলয়া। হিমাদ্রি কোথায় যূথিকা ?

যূথিকা। এইমাত্র ভিতরে গেলেন—পরীক্ষার খাতা কিছু দেখা হয় নি তাই শেষ করতে। আমি ডেকে আনি—

(উঠিতে উদ্যত)

মলয়া। না তুমি বস—ও কাজ করুক। আমি কিছুক্ষণ আছি—পরে ডাক্‌ব।

যূথিকা। ছেলে মেয়েরা কেউ এল না ?

মলয়া। অমিতার স্কুলে কি শো আছে—আমাকে ধরেছিল 'মা চল'—আমি রাজী না হওয়াতে শেষে দাদাকে নিয়ে গেছে। উনিও ক্লাবে গেলেন—তাই একলাই এলাম—হিমাদ্রির শরীরটা সেদিন খারাপ দেখে গেলাম—ভাবলাম দেখে আসি কেমন আছে।

যূথিকা। দিদির আবার বেশী চিন্তা। রোজ ফোনে খবর পাচ্ছ ভাল আছে—তা' ছাড়া পরশুর আগের দিন এসে দেখে গেছ তবু শুধু শুধু ভয়। এই জন্যই বুঝি অমিতার সঙ্গে না গিয়ে এখানে চলে এসেছ ?

মলয়া। না ভয় নেই সে ত' জানি—তবে কি জান যূথিকা? সেই ছেলেবেলায় একবার টাইফয়েড্ হয়েছিল সেই থেকেই ওর শরীরটা কখনও সম্পূর্ণভাবে সারে নি—তাই……

যূথিকা। (হাসিয়া উঠিয়া) কিন্তু ওঁর শরীর ত' এমনি বেশ ভালই—আমি ত' কখনও ওঁকে বেশী ভুগতে দেখি নি—তোমার খালি ভয় এই ভাইয়ের বুঝি কিছু হল। আচ্ছা দিদি, তুমি ওঁকে ছেলেমানুষের মতই দেখ, না?

মলয়া। ও যে ভিতরে ভিতরে সত্যিই এখনও শিশুর মতই, বয়স ওর যাই হোক্ না। কি ভাবে ও থাক্‌ত আর এখন কি ভাবে থাকে, এ কথা আমি ভাবতে পারি না—(চোখে জল আসিয়া পড়িবে)—অথচ কালই উনি বলছিলেন প্র্যাক্‌টিস্ করলে আজ ও leading barristerদের মধ্যে একজন হতে পার্‌ত। তখন বারণ করেছিলাম, 'পাগলামী ছাড়, প্র্যাক্‌টিস্ বন্ধ করিস্ নি'—কিন্তু কথা ত' কারও শোনে না। আজ কত বড় হতে পার্‌ত—

যূথিকা। কিন্তু আমার একটা কথা তুমি বিশ্বাস কর দিদি—অর্থের প্রাচুর্য আমাদের নেই কিন্তু এ জীবনে আমরা সত্যিই সুখী হয়েছি।

মলয়া। ওকে দিয়ে যে কি বিরাট আশা আমার ছিল—আর বড় হবার সব গুণই ছিল ওর মধ্যে—

যূথিকা। এ নিয়ে তুমি মনে কোনও ক্ষোভ রেখ না দিদি। তোমার মনে দুঃখ থাকলে ওঁর তাতে আরও অশুভ হবে—সে কথা ভাবতেও আমার ভয় করে।

মলয়া। পাগলী মেয়ে—আমার থেকে ওর কখনও অমঙ্গল হতে

পারে। ওর ভাগ্য ভাল তাই তোর মত এমন বউ পেয়েছে। আমিও তুই আছিস বলেই এতটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

যূথিকা। কুমারবাবু এসেছিলেন দিলীপের সঙ্গে তাঁর মেয়ের সম্বন্ধের কথা তুলতে।

মলয়া। কিন্তু গায়ত্রীর সম্বন্ধে যা শুনেছি—

যূথিকা। উনিও রাজী হন নি।

(দিলীপ ও কিরণের প্রবেশ)

মলয়া। কিরে কিরণ? কোথায় গিয়েছিলি তোরা?

কিরণ। দাদার অফিস থেকে দাদাকে নিয়ে খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। তারপর ফেরবার পথে কুমারকাকার বাড়ী হয়ে এলাম।

দিলীপ। আচ্ছা মা, কুমারকাকা এখানে এসেছিলেন, না?

যূথিকা। হ্যাঁ, কিছু বলছিলেন না কি?

দিলীপ। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) না তেমন বিশেষ—

কিরণ। দাদা বোধহয় বলতে লজ্জা পাচ্ছে—কুমারকাকা বল্‌লেন বাবা না কি দাদার সঙ্গে গায়ত্রীর বিয়েতে সম্মতি দেন নি।

যূথিকা। না, এ বিয়েতে ওঁর বিশেষ মত নেই।

দিলীপ। কিন্তু আমি যে আগেই ওঁদের একরকম কথা দিয়ে দিয়েছি মা।

যূথিকা। কথা পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছ? আমাদের আগে একবার জানান পর্যন্ত দরকার মনে কর নি?

কিরণ। কিন্তু এ বিয়েতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে তা ত' বুঝলাম না। তোমার কি মনে হয় পিসীমা এতে কোনও অন্যায় হয়েছে?

মলয়া। তোদের যদি মনে হয় কোন অন্যায় হয়নি তাহলে কি শুধু আমার কথাতেই নিজেদের ভুল বুঝতে পারবি ?

দিলীপ। কিন্তু পিসীমা এর উপর যে আমার ভবিষ্যৎ এক রকম নির্ভর করছে—

কিরণ। গায়ত্রীকে বিয়ে করতে পারলে দাদার future career কি রকম bright হবে তা কি তোমরা বুঝতে পারছ না ? কুমারকাকা বলেছেন বিয়ের পর দাদাকে তাঁর মিলগুলোর জেনারেল ম্যানেজার করে দেবেন—তা' ছাড়া দাদাই ত' ওঁর সব কিছু inherit করবে।

যূথিকা। এ কথা ভাবতে তোদের একবার লজ্জাও হয় না যে শ্বশুরের সাহায্যে বড় হবি—কেন, নিজের চেষ্টায় দাঁড়াবার সামর্থ্য হবে না বুঝি ?

কিরণ। ও সব back-dated obsolete ideas মা—আজ-কালকার দিনে একে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে এক পা চলতে পারে না—বড় হবার কথা ত' ছেড়েই দাও।

মলয়া। তা' ছাড়া বাপ মা'র মতটা একবার নিবি না ?

কিরণ। বল্‌লে তুমি রাগ করবে পিসীমা কিন্তু এ বিষয়ে বাবার মতামত নিয়ে লাভ আছে কি কিছু—

যূথিকা। বেয়াদপের মত কথা বলো না কিরণ—

দিলীপ। থাক্ কিরণ, এ সব অনর্থক বলা—

কিরণ। তুমি চুপ কর—যা সত্যি কথা তাই বলব—পিসীমারা শুধু শুধু চট্‌লে হবে কেন ?

মলয়া। তোদের কথার ত' আমি কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না—কি বল্‌তে চাস্—

কিরণ। তুমি যাই বল পিসীমা এ কথা কি আমরা বুঝি না যে বাবার কোন practical sense নেই—

দিলীপ। আঃ, থাম না কিরণ—

কিরণ। (তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া) বাবার নিজের জীবনটাই দেখ না—অত backing পেয়ে কি করতে পারলেন? আর কুমার-কাকাকে দেখ কি ভাবে জীবন আরম্ভ করেছিলেন আর এখন কোথায় উঠে গিয়েছেন?

যূথিকা। ওরে চুপ কর্—উনি ওদিকের ঘরে আছেন শুনতে পাবেন।

মলয়া। বাবার এই দিকটাই বুঝি দেখেছ?

দিলীপ। কিন্তু তুমিই বল আমাদের তিনি কি সাহায্য করেছেন বা করতে পারেন—

কিরণ। অথচ চেষ্টা করলে—but like a coward তিনি calm lifeএ সরে এলেন—

যূথিকা। আমি আর তোদের এ সব কথা সহ্য করতে পারছি না—হয় তোরা এ ঘর থেকে যা, না হয় আমরা অন্য ঘরে যাচ্ছি।

কিরণ। আমি জানি সত্যি কথা তোমরা সহ্য করতে পারবে না। তোমাদের আর অন্য ঘরে যেতে হবে না—আমার এক বন্ধু আমাদের দুজনকে রাত্রে খাবার জন্য Firpoতে নেমন্তন্ন করেছে—সেখান থেকে আমরা সিনেমা দেখে ফিরব। চল দাদা—

(উভয়ের প্রস্থান)

যূথিকা। কে জানে উনি কিছু শুনতে পেয়েছেন কি না—

মলয়া। ওরা যে এতদূর হতভাগা হয়ে উঠেছে এ আমি যেন ভাবতেও পারি না—

[হিমাদ্রির কাসির শব্দ শোনা গেল ; দুজনে চমকাইয়া উঠিবে—হিমাদ্রির প্রবেশ।]

হিমাদ্রি। আমি সবই শুনতে পেয়েছি যূথিকা। এদিকেই

আসছিলুম—ওদের চীৎকারে থমকে দাঁড়ালাম—সবই শুনলাম—আসতে আর প্রবৃত্তি হল না।

মলয়া। তুই আমার কাছে এসে বোস্ হিমাদ্রি—

(হিমাদ্রি মলয়ার পাশে কৌচে গিয়া বসিবে—মুখে একটা শান্ত বিষণ্ণভাব—মলয়া ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিবে।)

যূথিকা। তুমি ওদের ক্ষমা কর—ছেলেমানুষ না বুঝে বোকার মত কতকগুলো কি বলে গেল—

হিমাদ্রি। ওরা আমারও সন্তান যূথিকা—বিরক্ত হয় ত' হতে পারি কিন্তু ওদের অমঙ্গল আমি চাইব না। কিংবা ওদের কথাই হয়ত' ঠিক—জীবনে আমি failure—I feel so fatigued—যূথিকা আমাকে একটু চা পাঠিয়ে দিতে পার ?—

যূথিকা। তোমরা বস আমি এখুনি করে আনছি—

[প্রস্থান।

হিমাদ্রি। আমি সত্যই বড় ক্লান্ত দিদি। ইচ্ছা করে ছুটী নিয়ে কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

মলয়া। আমরা মুক্তেশ্বর যাচ্ছি—ওঁর এক বন্ধু ওখানে চাকরী করেন—তিনি লিখেছেন, তিনি মাসখানেকের জন্য বাইরে যাচ্ছেন—তাঁর বাড়ী খালিই থাকবে—আমরা যেন গরমের সময় অন্য কোন Hill Stationএ না গিয়ে ওখানেই যাই। তুই আর যূথিকা চল্‌না আমাদের সঙ্গে ?

হিমাদ্রি। (দিদির গায়ে মাথাটা রাখিবে—মলয়া দুই হাতে তাহাকে বেষ্টন করিবে—যেন সমস্ত বিপদ হইতে সে তাহাকে দূরে রাখিতে চায় —হিমাদ্রি চোখ বুজিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতে থাকিবে) তাই যাব—তোমার সঙ্গেই যাব—তোমার কাছেই আমার ঠিক বিশ্রাম হবে। সেই ছেলে-

বেলায় যেমন তুমি কাছে থাকলেই আমার সব কষ্ট দূর হয়ে যেত তেমনি এখনও তুমি কাছে থাকলেই আমার আর কোন কষ্ট থাকবে না।

মলয়া। তুই কি চিরকাল একই রকম ছেলেমানুষ থাকবি, হিমাদ্রি ?

[হিমাদ্রি যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—বিড়বিড় করিয়া কি বলিবে শুনা যাইবে না—
ধীরে ধীরে দৃশ্য বদলাইবে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মুক্তেশ্বর প্রদ্যোৎবাবুর বন্ধুর বাড়ীর বসিবার ঘরে—সামনের কাচের জানালা দিয়া পাহাড়ের সারি দেখা যাইবে। প্রদ্যোৎ, মলয়া, যূথিকা ও হিমাদ্রি। সময় সকালবেলা—]

প্রদ্যোৎ। কেমন লাগছে তোমার এ জায়গাটা হিমাদ্রি।

হিমাদ্রি। সত্যিই সুন্দর জায়গা—এর সঙ্গে তুলনায় দার্জিলিং, শিলংকে effeminate মনে হয়। Virile rocks দেখতে হলে এখানেই আসতে হয়।

মলয়া। কিন্তু আসবার পথের কথা মনে হলে আমার যেন এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। জায়গায় জায়গায় রাস্তা কি সরু—আর খাদগুলি দেখলে ত' মাথা ঘুরে যায়। (প্রদ্যোতের প্রতি) অথচ তুমি আসবার আগে এ সব কোন কথাই আমাদের জানাও নি।

যূথিকা। (হাসিয়া) জানলে কি তুমি আসতে চাইতে দিদি ?

প্রদ্যোৎ। ঠিক সেই কারণেই আগে কিছু জানাই নি।

হিমাদ্রি। আমি কিন্তু ভাওয়ালি থেকে পথটা খুব enjoy করেছি। ট্রেন, বাসের অভাবটা যেন একটা নূতনত্ব এনে দিয়েছে।

যূথিকা। আচ্ছা, এ রাস্তাটাকে ভাল করে না কেন ?

প্রদ্যোৎ। অনেক টাকার ব্যাপার—তা' ছাড়া শুধু Veterinary Institute আছে বলেই এখানকার যা importance. সেই জন্যই এখনও পর্যন্ত এ রাস্তাগুলির কোন সংস্কার হয় নি।

মলয়া। (হিমাদ্রির প্রতি) এখানে এসে তোর শরীরটা কিন্তু একটু ভালই আছে, না?

হিমাদ্রি। পাহাড়ে এলেই আমার শরীর ভাল হয়। এখানকার আবহাওয়া যেন nerveগুলোকে soothe করে দেয়। আর কিছু না হোক্ সংসারের কর্ম-কোলাহলকে যে দূরে রেখে আসা যায় সেই কি কম কথা। কি চমৎকার দৃশ্যাবলী—পৃথিবী যে কত সুন্দর—তার আকাশে, জলে, স্থলে যে কত বৈচিত্র্য, কত রং বেরংয়ের খেলা, তার বাতাস যে কত মধুর, সে সব কথাই যেন বারবার করে মনে করিয়ে দেয়।

প্রদ্যোৎ। সৃষ্টিরহস্যের সমাধান হোক্ আর নাই হোক্ এ কথা মানতেই হবে যে Universe is a perfect creation.

হিমাদ্রি। নিশ্চয়ই, খণ্ডের ভিতর হয় ত' বিকৃতি দেখা যায় কিন্তু সমগ্রের ভেতর কোনও খুঁত পাওয়া অসম্ভব—ঠিক এই কথাটাই কবি বলেছেন তাঁর 'জয়ধ্বনি' কবিতায়—

'প্রত্যক্ষ দেখেছি তথা
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা
গুহা গহ্বরের যত ভাঙ্গাচোরা রেখাগুলো তারে—
পারেনি বিদ্রূপ করিবারে।
যত-কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি
জীবনের শেষ বাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি।'

যূথিকা। কিন্তু এই সমগ্র দেখবার ক্ষমতাটাই সহজে হয় না।

হিমাদ্রি। তা খুবই সত্য—অধিকারী বলে' একটা কথা আছে না! এই ভাবে দেখবার শক্তিটাকেও অর্জন করতে হয়। তার জন্ত মনকে train করা দরকার—একটা aloofness এবং detachment না আনতে পারলে এ উপলব্ধি অবশ্য সহজে হয় না।

যূথিকা। কিন্তু এ কথাটা ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য লাগে যে, এত যে সুন্দর এবং বিস্ময়কর বিশ্বজগৎ, এখন পর্যন্ত তার সৃষ্টিরহস্যের কোনই সমাধান হ'ল না। দর্শন শাস্ত্রই বল বা বিজ্ঞানই বল বিকাশের দিক দিয়ে একটা চরম জায়গায় এসে পৌঁছেছে—কিন্তু রহস্য রহস্যই রয়ে গেল—এ সম্বন্ধে কোন আলো কেউ দিতে পারলে না আজ পর্যন্ত।

প্রদ্যোৎ। অর্থাৎ তুমি বলতে চাও universeটা fortuitous growth না planned creation, এ সমস্যার উত্তর কোথায় ?

হিমাদ্রি। এক সময় এক দলের লোক দেখা দিয়েছিল যাদের সব-খোল্ চাবির মত ছিল electricity. সব কিছুই তারা এই চাবি খুলে ধরতে চেষ্টা করত আমাদের চোখের সামনে।

প্রদ্যোৎ। অর্থাৎ ?

হিমাদ্রি। আমি সেই দলের লোকদের কথাই বলছি যারা সব কিছুকেই বোঝাতে চেষ্টা করত এ ভাবে—সমস্ত matter কেই atomএ reduce করা যায়—atom কি ?—না, electrons and protons, which are really positive and negative charges. সুতরাং প্রত্যেক জিনিষই ultimately হচ্ছে কি না electric charges. অতএব electricityই হচ্ছে সমস্ত কিছুর মূলে—

প্রদ্যোৎ। এখন কিন্তু বিজ্ঞানবিদেরা অত সহজভাবে নিচ্ছেন না—

হিমাদ্রি। তখনও অবশ্য সত্যিকার বিজ্ঞানবিদেরা ঠিক ও কথা বলতেন না। একথা অনেকেই বেশ ভালভাবেই বুঝেছিলেন যে বিশ্বজগতের যা কিছু সবই একটা well-regulated plan অনুসারে সৃষ্ট।

প্রদ্যোৎ। চল এবার একটু ঘুরে আসা যাক্—

হিমাদ্রি। চলুন—

[ইহারা দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইবে।]

মলয়া। কাল থেকেই তোমাকে একটু গম্ভীর গম্ভীর দেখাচ্ছে যূথিকা। কলকাতার বাড়ীর খবর সব ভাল ত'?

যূথিকা। দিলীপের চিঠি এসেছে দিদি যে ও গায়ত্রীকেই বিয়ে করতে চায়। আমাদের মত না থাকলেও নিজের career এর জন্মই ওকে বাধ্য হয়েই বিয়ে করতে হবে।

মলয়া। হিমাদ্রিকে কি কিছু বলেছ?

যূথিকা। না এখন পর্যন্ত বলিনি——

মলয়া। থাক্ তুমি আগে কিছু ব'ল না—আমি ধীরে সুস্থে ওর কাছে কথাটা তুলে ওর মত আদায় কর্‌ব। তুমি কিছু ভেবনা—শেষ পর্যন্ত হয়ত এ বিয়েতে ওরা সুখীই হবে।

যূথিকা। কিন্তু আমাদের মতটাকে ও একেবারে গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌লে না দিদি। একথা ও বুঝল না যে ওর মঙ্গল চিন্তা করেই আমরা অমত করেছিলাম।

মলয়া। চিন্তার ধারাটাই আমাদের আলাদা। ওদের অমঙ্গল আমরা চাই না সে কথা ওরা বোঝে—কিন্তু ভাবে যে আমাদের চিন্তাধারাটাই ভুল— (কিছুক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ থাকিবে) চল ডাঃ রায়েদের বাড়ী ঘুরে আসি—

যূথিকা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া) তাই চলুন, ওঁরা দু'দিন এসে গেছেন, আমাদের এ পর্যন্ত একদিনও যাওয়া হয় নি।

[উভয়ে দরজার দিকে যাইতে থাকিবে এবং দৃশ্য বদলাইবে ।]

———

তৃতীয় দৃশ্য

[দিন দুই পরের কথা। সময়—বিকাল এবং সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণ—কিন্তু সারা আকাশ গুমোট কালো মেঘে পূর্ণ থাকাতে চারিদিকে যেন একটা ভয়াবহ অন্ধকার—এই অন্ধকারের মধ্যে বিরাট পর্বতের সারিকে যেন রূপকথার বিরাটকায় দানবদের মত দেখাইবে। স্থান: একটা দুর্গম পাহাড়ের রাস্তা—খুব সরু পায়ে চলা পথ—একপাশে গভীর খাদ—বেশ জোরে হাওয়া বহিতেছে—ঠিক যেন ঝড়ের মত—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে—ধীরে ধীরে হিমাদ্রি এদিকে আসিবে—একস্থানে আসিয়া দাঁড়াইবে—আকাশের দিকে চাহিয়া আপন মনেই বলিতে থাকিবে—]

হিমাদ্রি। নাঃ, এ অচেনা পথে এইভাবে একলা আসা উচিত হয় নি। অন্ধকারে পথ চলাও প্রায় অসাধ্য মনে হচ্ছে—টর্চটাও আনতে ভুলে গেছি— (আকাশের দিকে দেখিতে দেখিতে সে যেন স্বীয় পার্থিব সত্তা ক্রমশঃ ভুলিয়া যাইবে) —প্রকৃতির কি ভয়াবহ মূর্তি, মনে হচ্ছে সমস্ত আকাশ যেন ফেটে পড়তে চায়—

[ঝড়ের বেগ বাড়াতে দু'একটা পাহাড়ে বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকিবে—হিমাদ্রি কিন্তু ইহাতে মোটেই ভয় পাইবে না—সম্মুখে একটি বিরাট বৃক্ষ মড়মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে—বাতাসের বেগে সেটাকে উড়াইয়া খাদের মধ্যে ফেলিবে—হিমাদ্রি কিন্তু এ দৃশ্যে উল্লসিত হইয়া উঠিবে—আনন্দের আবেগে সে বলিয়া উঠিবে—]

বাঃ বাঃ বাঃ, কি চমৎকার দৃশ্য—রুদ্রের তাণ্ডব লীলার রূপটা বোধহয়' এই রকমই। বিরাট গাছটাকে যেন খড়ের কুটোর মত উড়িয়ে নিয়ে গেল—কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সে গাছটাকে দেখলে মনে হত ওর মত সবল আর কিছু হতে পারে

না—একে স্থানচ্যুত করা অসম্ভব—অথচ গাছটাকে কি সহজে উপড়িয়ে ফেল্লে বাতাসের বেগে। আশ্চর্য এই বহুরূপী পৃথিবী—কখনও কি শান্ত রূপ—আমরা ভুলেই যাই এর আর একটা দিকের কথা। দুচারটা বৈজ্ঞানিক শক্তি আবিষ্কার করে মনে করি Natureকে আমরা জয় করেছি—আমরা কত শক্তিমান্। তাই বোধ হয় সে মাঝে মাঝে এই ভয়াবহ রূপটা নিয়ে আমাদের দেখিয়ে দেয় আজও আমরা কত দুর্বল, কত শক্তিহীন। জগতের আদি অন্ত যেন বাতাসের প্রকোপে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। তার সমস্ত বাঁধন যেন ছিঁড়ে পড়তে চায়।

[ঠিক সেই সময়েই মলয়ার বাড়ীতে বসিবার ঘরে—সকলে উদ্বিগ্নমুখে হিমাদ্রির জন্য অপেক্ষা করিতেছে।]

যূথিকা। এখনও এলেন না ?

মলয়া। এই ঝড়ের মধ্যে অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেললে কিনা—

প্রদ্যোৎ। বেরোয় যখন আমি বলে দিয়েছিলাম যেন অচেনা পথে বেশীদূর না যায়। আমার মনে হয় ঝড়ে পথে কোন জায়গায় অপেক্ষা করছে—ঝড় থামলেই আসবে—

যূথিকা। আমার কিন্তু বড় ভয় হচ্ছে দিদি—

[মলয়া প্রদ্যোতের দিকে চাহিবে। তাহার মুখ দেখিলে বুঝা যায় সেও বেশ ভয় পাইয়াছে।]

প্রদ্যোৎ। না, ভয়ের কি আছে—একটু বাদেই ও এসে যাবে।

[পূর্বেকার দৃশ্য বদলাইয়া হিমাদ্রির ওখানে আসিবে। ইতিমধ্যে landslide হইয়াছে—হিমাদ্রি উপুড় হইয়া শুইয়া আছে—তাহার কোমরে উপর হইতে পা পর্যন্ত একটা বড় পাথরে চাপা পড়িয়াছে। যদিও এই আঘাতে সে মরণাপন্ন কিন্তু কোন সত্যিকার যন্ত্রণা বা বেদনা যেন সে অনুভব করিতেছে না। তাহার মুখ যেন তন্দ্রাবেশে

আচ্ছন্ন—ধীরে ধীরে সে হাতের উপর ভর দিয়া আকাশের দিকে চাহিবে এবং অস্পষ্টভাবে আবৃত্তি করিবে।—]

হিমাদ্রি। " তুমি এমনি কি ধীরে দেবে দোল
মোর অবশ বক্ষশোণিতে।
কাণে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিনি-রণ-রণিতে ?
শেষে পসারিয়া তব হিম কোল
মোরে স্বপনে করিবে হরণ ;
আমি বুঝি না যে কেন আস যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

[মৃত্যু যেন ধীরে ধীরে তাহার শক্তি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে—হাতের উপর সে যেন আর নিজের ভর রাখিতে পারিতেছে না। নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় শেষবারের মত সমস্ত শক্তি দিয়া সে দেহের উপরের দিকটা তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিবে।]

হিমাদ্রি। হে বিশ্বপ্রকৃতি, যাবার বেলায় আমি তোমাকে আমার শেষ প্রণতি জানিয়ে যাই।

[মৃত্যু ক্রমশঃ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে—হাতের উপর সে আর নিজের ভর রাখিতে পারিবে না, পড়িয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৃত্যু হইবে।]

———

কেন এমন হয়

চরিত্র

দীপক—বেকার এম, এ, পাশ যুবক।

অনল—বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক।

অসীম—দীপকের বন্ধু এবং সবিতার ভাই।

অমর—অনলের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

মমতা—বি, এ, পাশ আধুনিক ভাবাপন্না তরুণী।

সবিতা—ইংরাজীতে ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারের ছাত্রী—তেজস্বিনী আধুনিক ভাবাপন্না তরুণী।

সাবিত্রী—সবিতার সহপাঠিনী এবং অন্তরঙ্গ বান্ধবী।

কেন এমন হয়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মমতার বাড়ী—মমতা ও দীপক। সময় অপরাহ্ন।]

দীপক—আর দুদিন বাদে এভাবে তোমার সঙ্গে সহজ ভাবে মেশবার বা গল্প করবার কোন অধিকারই আমার থাকবে না। এমন কি তোমার বিষয়ে চিন্তা করাও আমার পক্ষে হবে পাপ।

মমতা—আমার আর বলবার কি আছে! এখনও যদি তুমি রাজী হও…

দীপক—তা যদি হতে পারত সে যে কত সুখের হত তা'কি আমি বুঝি না? কিন্তু তা যে হতে পারে না মমতা!

মমতা—কেন হতে পারে না? তুমি হয়ত' ভাবছ, আমি যদি সকলের অমতে এভাবে তোমার সঙ্গে চলে যাই, বাড়ীতে আমার আর স্থান হবে না? সকলে আমাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখবে, এইত'? আমি বলি, আমি নিজে যখন জানি অসম্মানকর বা নীচ কাজ আমি করছি না, তখন পৃথিবীশুদ্ধ লোক আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও আমার তাতে কিছু আসে যায় না। আর তা ছাড়া দোষই বা আমাকে লোকে দেবে কি বলে। অনলবাবুর সঙ্গে বাবা বিয়ে দিতে চাইছেন। অথচ মনে মনে আমি যখন আর একজনকে ভালবেসেছি, তখন সে বর্ত্তমানে বেকার বলেই তাকে বিয়ে না ক'রে অনলবাবুকে বিয়ে করাই কি আমার ধর্ম্মসঙ্গত কাজ

হবে? আমার তো মনে হয় এতে অনলবাবুর প্রতিও কম অবিচার করা হবে না। কিছুই না জেনে তিনি আমাকে বিয়ে করবেন অথচ আমি জানি কোন দিনই তাঁকে আমি ভালবাসতে পারব না।

দীপক—কি করা উচিত বা অনুচিত, কোন্ কাজটা ধর্মসঙ্গত বা কোন্টা তা নয়, সে সব কথা ঠিক বুঝতে পারি না। এখন শুধু এই দেখছি যে, অনলবাবুকে বিয়ে করা ছাড়া আর কোন পথই নেই। তুমি বল্‌ছ তোমার বাবাকে বল্‌লে তিনি কখনই আমার মত বেকার ভবিষ্যতে মানুষ হবার আশায় এই প্রফেসার would-be জামাইটিকে হাতছাড়া করবেন না; যদি ভবিষ্যতের দিকে না দেখে তোমাকে নিয়ে এখন গোপনে বিয়ে করি তবে তার বিষময় ফল যে কি হবে তা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না মমতা, আমি কিন্তু সে দৃশ্য বিভীষিকার মত দেখতে পাচ্ছি। খাওয়ার সংস্থান নেই, পরণের কাপড় নেই, অনাহারে ক্ষিদের জ্বালায় পাগলের মত হয়ে উঠেছি দুজনে। ভিক্ষা করতে পারি না, কারণ আমরা শিক্ষিত, তাতে সম্মানে বাধে। তখন আত্মহত্যা করা ছাড়া আর গতি থাকবে না। অনেক দিক ভেবেই তবে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই না। আমার এ সব কথা বোঝবার বয়স এখন তোমার হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে বুঝবে যে তোমাকে প্রতারণা আমি কখনও করতে চাইনি।

মমতা—তোমাকে ভুল বুঝবো এ রকম মুহূর্ত আমার জীবনে যেন কখনও না আসে—এই প্রার্থনাই ভগবানের কাছে করি। দেখ, সবই বুঝি, কিন্তু যখনই মনে হয় আর একজন লোককে স্বামীত্বে বরণ ক'রে নিতে হবে তখনই অসহ্য লাগে। সে কথা ভেবে যেন পাগলের মত হয়ে উঠি।

দীপক—এখন পর্যন্ত তুমি আমার একান্ত আপনার। তোমাকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এখনও সেকথা ভাবতে পারি না। একটা অনুরোধ তোমাকে আজ আমি করব—এই তোমার কাছে বোধ হয় আমার শেষ অনুরোধ। অনলকে ভালবাসতে চেষ্টা করবে। সব সময়েই একথা যেন তোমার মনে থাকে সে বেচারা নিরপরাধ। আমাকে ভুলে যেও একথা বলা যত সহজ, সত্যি সত্যি সে রকম ইচ্ছা করা তত সহজ নয়। সে অনুরোধও আমি তোমায় করি না, তবে ভবিষ্যতে আমাকে যদি ঘৃণা বা অবজ্ঞার চক্ষে দেখ তবে সত্যিই বড় ব্যথা পাব।

মমতা—আমাকে এভাবে আঘাত ক'রে কি লাভ হবে দীপক। একথা জেন, হিন্দু ঘরের মেয়ে আমি। যতই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় গড়ে' উঠিনা কেন, তবু হিন্দু নারীর একান্ত যা নিজস্ব তা ত্যাগ করার সাধ্য আমার নেই। হিন্দু নারী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দিত। অতটা না পারলেও একথা ঠিক, আমরা একবার একজনকে ভালবাসলে অন্যকে ভালবাসার কথা মনে ভাবাও পাপ মনে করি। বিয়ে তোমার সঙ্গে নাই বা হ'ল, কিন্তু আমার কাছে তোমার স্থান যেখানে সে পবিত্র স্থানকে কলুষিত করবার ক্ষমতা কারোরই নেই।

দীপক—অদ্ভুত আমাদের সমাজবিধি মমতা! পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে আমাদের যুবক-যুবতীরা আজ অবাধে মেলামেশা করছে। তার ফলে যদি দুটি ছেলেমেয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মাল, দু'পক্ষের বাপ মা তাদের বিয়ে দিতে রাজী হবেন না, যদি না এতে সব দিক দিয়ে লাভের সম্ভাবনা থাকে। ফলে বিয়ে ব্যাপারটা আজকাল হয়ে উঠেছে যেন লাভের ব্যবসায়। মেয়েকে এদিকে বাপ-মা স্বাধীন

ভাবে মিশতে দিচ্ছেন সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে। যেই একটি পয়সাওয়ালা বরের সন্ধান পেলেন, আর কথা নেই। ভুলে গেলেন যে মেয়েরও একটা নিজস্ব মত আছে, স্বাধীন চিন্তাধারা আছে, পৃথক্ সত্ত্বা আছে। তবে চিরকাল এরকমও থাকবে না তাও বলি। আমরা এ বিষয়ে খুবই দুঃসময়ে জন্মেছি মমতা। এখন হচ্ছে transition period, ক্রমশঃ আমাদের মধ্যেও সব পরিবর্তন হয়ে যাবে। সেদিনেরও আর বেশী দেরী নেই। (দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত) হ্যাঁ, একটা কথা বলে যাই মমতা। যদিও আমি একেবারে সর্ব-বিষয়ে অক্ষম, তবু ভবিষ্যতে যদি কখনও আমার দ্বারা এতটুকুও উপকার সম্ভব হয় ত' আমাকে অনুরোধ করতে দ্বিধা করো না।

মমতা—তোমার কি এখন থেকেই আমার উপর অবিশ্বাস হচ্ছে ?

দীপক—তোমাকে অবিশ্বাস! তুমি তো জান না—থাক সে কথা, সন্ধ্যা হয়ে এল, এখন তবে উঠি।

মমতা—কিন্তু আমি যে আর পারি না দীপক!

[দুই হাতের মধ্যে মুখ রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না। আস্তে আস্তে দীপক মমতার কৌচের ধারে গিয়া বসিল। মমতার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে—

দীপক—ছিঃ ছেলেমানুষী করে না মমতা। সবই সহ্য করে নিতে হয়। জগতে সুখ জিনিষটা যদি এতই সুলভ হত', তবে তার আদরও যেত কমে। বেশীর ভাগ লোকের জীবনই দেখবে দুঃখে ভরা। সেই দুঃখকে জয় করে যারা হাসিমুখে চলতে পারে তারাই তো প্রকৃত মানুষ। সত্যিকার মানুষের মত এস আমরা আমাদের দুঃখকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিই।

[ধীরে ধীরে পর্দা নামিয়া আসিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মাস তিনেক পরের ঘটনা। অনলের বাড়ী—অনল ও মমতা। সময় অপরাহ্ন। মমতা নিবিষ্টমনে কাঁটা দিয়া উল বুনিতেছে।]

অনল—(ইজি চেয়ারে শুইয়া পাঠে রত। মৃদুস্বরে—)

The worldly hope men set their hearts upon
Turns ashes—or it prospers ; and anon
Like snow upon the desert's dusty face
Lighting a little hour or two—is gone.

আচ্ছা মমতা, তুমি পড়াশুনা করে ইংরাজীতে এম, এ, টা দিয়ে দাও না কেন? আমিও help করতে পারব এ বিষয়ে তোমাকে। সারাদিন একলা একলা থাক। এ বেশ একটা occupationও হবে। কি বল?

মমতা—না, আমার ওসব ভাল লাগে না।

অনল—এতে তোমার বিশেষ কি আপত্তি বল? কত মেয়ে আজকাল এম, এ পাশ করছে। এম, এ-টা পড়, দেখবে আরও কত জানবার আছে। আর যদি বল বাড়ীতে পড়াশুনা করলেই যথেষ্ট জানা যায়, আমি তা মানতে রাজী নই। Systematic ভাবে না পড়লে প্রকৃত জ্ঞান হয় না! Leisurely wayতে detective novels পড়া চলে, কিন্তু serious reading হয় না।

মমতা—অত লেখাপড়া করবার আমার দরকার? বিয়ের পর আমাদেব একমাত্র কাজ সংসার দেখা। আমার ত' চাকরী করবার দরকার নেই যে এম-এ পাশ ক'রে নেব ভাল মাহিনা পাবার জন্য।

অনল—না, না, তুমি আমার কথা বুঝলে না। চাকরী করবার জন্য কেন হবে? আমি বলছিলাম তোমার নিজস্ব আনন্দের জন্য পড়াশুনা করতে।

মমতা—সবাই এক রকমের নয়। পড়াশুনা করে তোমার আনন্দ হয়, আমার হয় না। আমার ওসব এখন আর ভালও লাগে না। যেমন আছি এই ভাল। তাছাড়া আমি যদি এখন পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত হই, সংসারের কাজ করবে কে?

অনল—তার আর ভাবনা কি? আর একটা চাকর রেখে নিলেই হবে।

মমতা—চাকর দিয়ে সব কাজ হয় না। যাক, অন্য কিছু বাধা না থাকলেও আমার পড়বার মত বয়স বা মনের উৎসাহ নেই।

অনল—এ নিছক কথা এড়িয়ে যাওয়া। কত বয়স্থা মেয়েরা লেখাপড়া করছেন আজকাল। তোমার বয়স ত' এই বোধ হয় কুড়ি হ'ল। সে কথা যাক, নাট্যমন্দিরে "যোগাযোগ" হচ্ছে। চল, আজ সন্ধ্যাবেলা দেখে আসা যাক্‌। বইটা শুনেছি ভাল অভিনীত হয়েছে।

মমতা—তুমি যাও, আমার এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। তাছাড়া থিয়েটার দেখতে আমার মোটেই ভাল লাগে না। অতক্ষণ বন্ধ ঘরে থাকলে মাথা ধরে।

অনল—কি এত তোমার কাজ বুঝি না মমতা! কোন কিছু আমোদের ব্যাপারই তুমি পছন্দ কর না। তোমার ভেতর এই বয়সেই একদম লাইফ নেই। সব সময়েই মনমরা হয়ে আছ। তোমার কোন অসুখ-বিসুখ হয়নি ত'?

মমতা—না, অসুখ আমার কমই হয়। ঘরের কাজ এখনও

অনেক বাকী। সেজন্যই বলছিলাম আমার যাবার ইচ্ছা নেই। তা তোমার যখন এত ইচ্ছা, চল "যোগাযোগ" দেখতে যাই।

অনল—না, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি ওভাবে তোমাকে নিয়ে যেতে চাই না। আমার নিজেরও যে আজ থিয়েটারে যাবার খুব স্পৃহা ছিল তা নয়। সব সময়েই তোমাকে যেন কেমন morose দেখি। ভাবলাম থিয়েটারে গেলে হয়ত' তোমার মনটা একটু প্রফুল্ল হতে পারে। সেই জন্যই বলছিলাম থিয়েটারে যাবার কথা। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর) আচ্ছা মমতা! একটা কথা জিজ্ঞেস করব' ?

মমতা—কি কথা ?

অনল—সত্যি উত্তর দেবে ?

মমতা—কেন, আমি কি তোমাকে কেবল মিথ্যা কথাই বলে থাকি নাকি ?

অনল—না সেজন্য নয়—কথাটা হচ্ছে কি……থাক্ তুমি আবার রাগ করবে।

মমতা—না, তুমি বল।

অনল—(একটু ইতস্ততঃ করিয়া) আচ্ছা মমতা, আমাকে বিয়ে করে তুমি সুখী হওনি, না ?

মমতা—একথা তোমার কিসে মনে হয় ? আমি কি তোমাকে কোন কাজে বা কথায় অবহেলা দেখিয়েছি, না তোমার প্রতি আমার কর্তব্য মত কাজ করিনি—

অনল—কর্তব্যে তোমার মত দৃঢ় খুব কমই দেখা যায় মমতা। সে কথা নয়। কিন্তু তুমি যেন যন্ত্রের মত কাজ করে যাও। তোমার ভেতর যেন প্রাণ নেই, অনুভূতি নেই, চেতনা নেই। তুমি যেন

মানুষ নও—যেন জড়, পাষাণ। তাইতেই মনে হয় কি যেন গভীর ব্যথা পেয়ে তুমি এই ধরণের হয়ে গেছ। আমি চাই তোমাকে সজীব করে তুলতে—তোমাকে প্রাণবন্ত করতে—তোমার ভেতরকার নিদ্রিত মানুষটাকে জাগাতে।

মমতা—যার যে রকম স্বভাব। আমার স্বভাব আমি কি করে বদলাব বল। চেষ্টা করলেও নিজেকে বদলাতে পারব বলে তো মনে হয় না।

অনল —এই দেখ মমতা, তুমি রেগে গেলে। এই জন্যই তোমাকে বলতে চাইনি।

মমতা—কে বললে আমি রাগ করেছি। মিছামিছি যা নয় তাই ভেবে যদি মনে মনে কষ্ট পাও তবে আমি কি করব বল ?

অনল—দেখ মমতা, শিশু বয়সে মাকে হারাই। মাতৃস্নেহের স্বাদ কখনও পাইনি। বাবা তাঁর নিজস্ব কাজ-কর্ম নিয়েই এত ব্যস্ত থাকতেন যে আমার দিকে তাকাবার অবসর পেতেন না। ভাইবোনও আর কেউ ছিল না। চিরকালই হোষ্টেলে থেকে মানুষ হয়েছি। স্নেহ বা ভালবাসা কখনও পাইনি কারোর কাছে, এই জন্যই ভালবাসার বড় কাঙাল আমি। তোমার কাছে সেই চিরকালের আকাঙ্ক্ষিত ভালবাসা এবং স্নেহ পেতে চাই, যাতে ভবিষ্যতে আর এসবের অভাব না বুঝতে হয়। আমার বড় ভয় হয় তোমাকেও আমি বেশীদিন ধরে' রাখতে পারব' না। তুমিও একদিন আমায় একলা ফেলে চলে যাবে।

মমতা—ছিঃ, পুরুষ তুমি, তোমার কি মেয়েদের মত দুর্বলতা ভাল দেখায় ? আমি কি সত্যই তোমার প্রতি কখনও কোনও খারাপ ব্যবহার করি ?

অনল—খারাপ ব্যবহার তুমি করোনা মমতা, কিন্তু আমি চাই আরও অনেক, অনেক বেশী—তুমি ত' জান না কত অসহায় আমি—

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর—আপনাকে ফোনে কে ডাকছেন।

অনল—চল্ যাই। (উভয়ের প্রস্থান)।

মমতা—(স্বগতঃ) উঃ আর পারি না! কত চেষ্টা করি তোমাকে ভালবাসতে। তোমার প্রতি কৃপা হয়, করুণা হয়। কিন্তু শত চেষ্টা করেও পারি না তোমাকে ভালবাসতে। এ আমার সাধ্যের অতীত। কি করব বল। তুমি আমায় ক্ষমা করো।

[ধীরে ধীরে পর্দা নামিয়া আসিল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[সময়—বিকাল চারটা। সবিতার বাড়ীর একটি ঘর। সবিতা ও সাবিত্রী চা পানে রত।]

সাবিত্রী—চল্ সবিতা এখান থেকে আগে আমাদের বাড়ী যাওয়া যাক্, তারপর সন্ধ্যার শোতে গার্বোর Painted Veil ছবিটা দেখে আসি।

সবিতা—না ভাই আজ হয় না। আজ আমার একটু কাজ আছে।

সাবিত্রী—আরে রেখে দে তোর কাজ। কাজ পরে করলেও হবে'খন, চল্ আজ ত' দেখে আসা যাক্।

সবিতা—না রে। সত্যিই যেতে পারি না। দরকারী কাজ আছে।

সাবিত্রী—ব্যাপারটা কি বলত? তোর সিনেমাতে অরুচি? কি এমন জরুরী দরকার?

সবিতা—পাঁচটার সময় অনলবাবু পড়াতে আসবেন।

সাবিত্রী—তাই বল্, অনলবাবু আসবেন, সেজন্য তুমি যেতে পারবে না। আমি ভাবলাম এমন কি দরকারী কাজ থাকতে পারে। অনলবাবু বেচারী বড় ভাল মানুষ আর গোবেচারী লোক। দেখিস্ ভদ্রলোকের মাথাটা কিন্তু একেবারে ঘুরিয়ে দিস্ না। শেষে একদিন হয়ত' এসে propose করে' বসবেন।

সবিতা—কি যা-তা বল্‌ছিস। Professor-কে নিয়ে এসব কি ইয়ারকি!

সাবিত্রী—Blush কর্‌তে আরম্ভ করলি যে। তুই একেবারে innocence personified! ইয়ারকি ঠাট্টা কাকে বলে একেবারেই বোঝনা। তবু যদি না ইউনির্ভার্সিটির ছেলেগুলো মায় প্রফেসরগুলোর পর্যন্ত শোচনীয় অবস্থা করে তুলতে। অনলবাবু না তোকে সকালে পড়াতে আসতেন?

সবিতা—হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটি খোলা থাকলে তাই আসেন বটে। তবে এই ছুটির সময়টায় বিকেলেই পড়ান।

সাবিত্রী—আচ্ছা, অনলবাবু কি ম্যারেড্ না আন্‌ম্যারেড্ রে?

সবিতা—তাও জানিনা ভাই। আজ যখন পড়াতে আস্‌বেন জিজ্ঞেস কোরবখন যে সাবিত্রী জানতে চেয়েছে, আপনি ম্যারেড্ না আন্‌ম্যারেড—

সাবিত্রী—সাবিত্রী জানতে চেয়েছে আর তোমার সে বিষয়ে একেবারেই কৌতূহল নেই—না? ভদ্রলোক ত ক্লাসে লেক্‌চার দেবার সময় শুধু তোমার দিকে চেয়েই সব সময় পড়াতে থাকেন। যেন ক্লাসে অন্য কোনও ছাত্রছাত্রী আর একটিও নেই। এ নিয়ে ছেলেরা পর্যন্ত আজকাল আলাপ আরম্ভ করেছে।

সবিতা—এ কিন্তু ভারী অন্যায়।

সাবিত্রী—(গাম্ভীর্যের সঙ্গে) তাত' বটেই। যাই হোক, অনলবাবু যেমন দেখতেও চমৎকার, পড়ানও কিন্তু ভারী চমৎকার। যেমন সুন্দর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, তেমনি সুন্দর distinct reading দেন। আমিও ভাব্ছি আস্‌ছে মাস থেকে বাড়ীতে ওঁর কাছে পড়ব।

সবিতা—এই জন্যই বুঝি এতক্ষণ ধরে তথ্যসংগ্রহ করা হচ্ছিল অনলবাবু বিবাহিত না অবিবাহিত ?

সাবিত্রী—নারে ভয় নেই। তোর জিনিষে আমি ভাগ নিতে আসব না। ওবিষয়ে একলা তোরই বার-আনা অংশের মালিকানা সত্ব ঠিক থাকবেথন। এবার উঠি—[উঠিয়া দাঁড়াইল] রবিবার আমাদের ওখানে যাবিত ?

সবিতা—নিশ্চয়।

সাবিত্রী—যাই তাহলে।   (প্রস্থান)

[চাকরের প্রবেশ]

চাকর—দিদিমণি, মাষ্টারবাবু যে এসে বসে রয়েছেন।

সবিতা—তা খবর দিস্‌নি কেন ?

চাকর—বাঃ, ঝি এসে বলে যায়নি ?

সবিতা—কই, না। এত অসভ্য হয়েছিস তোরা, একটা খবর পর্যন্ত দিতে পারিস্ না ঠিক সময়ে ?

চাকর—বাঃ, আমি কি করব ! আমি ঘর পরিষ্কার করছিলুম। ঝিকে বল্লুম খবর দিতে—

সবিতা—যা, যা, বজ্জাৎ কোথাকার। এরপর যদি ফের এরকম হয় ত' দেখবি।   [সবিতার প্রস্থান]

[ষ্টেজ ঘুরিয়া যাইবে। সবিতার পাঠকক্ষ দেখা যাইবে। একটা টেবিলের দুইপাশে কয়েকটা চেয়ার। একধারে একটা revolving bookshelf. অনল বসিয়া একটা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছে। সবিতার প্রবেশ—]

সবিতা—ঝি-চাকরগুলো এত অসভ্য হয়েছে, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনার আসবার খবরও দেয়নি।

অনল—তাতে কি—আমি এই মিনিট পাঁচেকের বেশী আসিনি।

[সবিতা শেল্‌ফ্ হইতে কয়েকটি বই বাছিয়া বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল এবং অনলের মুখোমুখি হইয়া বসিল।]

অনল—আজ শেলী পড়াব। আপনাকে সেদিনই বলেছিলাম যে রোমান্টিক পোয়েটদের জীবনের সঙ্গে তাঁদের কাব্যের খুব বেশী যোগাযোগ আছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, বায়রণ, শেলী—এঁদের জীবনী ভালভাবে না জানলে এঁদের কাব্যের অর্ধেক রসগ্রহণ থেকেই আপনি বঞ্চিত হবেন। অবশ্য একমাত্র কীট্‌সের কাজের উপর ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব তত বেশী দেখা যায় না। Love বিষয়ে শেলীর মতামত না জানলে শেলীর love poems বুঝবেনই না। শেলী ছিলেন spiritual love-এর উপাসক। তাঁর প্রেম ছিল স্বর্গীয়।—তাতে কোনও নীচতা বা কদর্যতা কিছু ছিল না। এই জন্যই তিনি বলতে পেরেছেন—

> I fear thy kisses gentle maiden,
> Thou needest not fear mine.

আবার শেলী এও বলেছেন যে বিশুদ্ধ প্রেম যে একের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এরও কোন অর্থ নেই। সেই জন্যই তিনি লিখেছেন—

> True love in this differs from gold or clay
> That to divide is not to take away.

সারাজীবন এই আদর্শ প্রেমের পূজারী ছিলেন শেলী। অন্যায়কে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। অত্যাচার তিনি সইতে পারতেন না। স্বাধীনতাকে তিনি প্রাণের থেকেও বেশী ভালবাসতেন। তিনি চেয়ে ছিলেন এই আদর্শ প্রেমের দ্বারা সমস্ত সমাজ অটুট বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। শেলীর ideas-এর সঙ্গে আমাদের হয়ত' সব সময় মিল না হতে পারে, তবু সকলেই একথা মানবে যে চিরকালই তিনি খুব sincere ছিলেন। যা সত্যি বলে নিজে বিশ্বাস করতেন তাই প্রচার করবার চেষ্টা করতেন সকলের মাঝে।

সবিতা—আচ্ছা, আধুনিক কবিদের আপনার কেমন লাগে ?

অনল—ভাল লাগে না। আধুনিক কবিতার ভেতর আমরা দেখতে পাই রিয়ালিজম্-এর ছড়াছড়ি। বাস্তব-জীবনের সঙ্গে ক্রমাগত চলতে চলতে যখন মনটা একঘেয়ে লাগে তখন যদি কাব্যের থেকে শান্তিসুধা আকর্ষণ করতে গিয়ে সেখানেও দেখি সেই বাস্তবের সব ছবি, তবে কখনই সে কাব্য ভাল লাগতে পারে না।

সবিতা—আমাদের আধুনিক কবিরাও চেষ্টা করছেন কাব্যে এই রিয়ালিজম্ প্রতিষ্ঠা করতে।

অনল—উদ্দেশ্য যাই থাক্, যা এঁরা সৃষ্টি করছেন তাকে কবিতা নামে অভিহিত করবেন না। বরং বল্‌তে পারেন unacknowledged অনুকরণ-সাহিত্য। দু'চারজন বাদে বেশীর ভাগই দেখবেন এঁরা করছেন এজরা পাউণ্ড বা এলিয়টের ভাব এবং ভাষাভঙ্গী চুরি। এতটুকু originality নেই। আজ এ পর্যন্তই থাক্। আমার আবার একটু কাজ আছে। হ্যাঁ, এই নোটটা এনেছিলাম টুকে রেখে দেবেন। এরপর যেদিন আসব, নিয়ে যাব।

সবিতা—শেলী সম্বন্ধে নোট নাকি ?

অনল—হ্যাঁ, পড়েও দেখবেন একবার। যেখানে বুঝবেন না আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। আচ্ছা আজ চলি— [প্রস্থান

সবিতা—সাবিত্রী যা বলেছিল সেকথা খুবই সত্যি। যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি অগাধ পাণ্ডিত্য।

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অমরের বাড়ীর একটি ঘর। অমর ও অনল। মাস কয়েক পরের ঘটনা।]

অমর—তুই যে কখনও এতদূর নেমে যেতে পারিস্ এ আমি ভাবতেও পারিনি। ছিঃ অনল, এভাবে একটা innocent মেয়ের সর্বনাশ করিসনি।

অনল—তুই এতে এত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিস কেন বলত'? আর সর্বনাশেরই বা এতে আছে কি বুঝলাম না।

অমর—না, না অনল, এভাবে তুই সবিতার মনটা ভেঙ্গে দিসনি। তোর কাছে যা শুনলাম তাতে বেশ বুঝছি কিছুই না জেনে বেচারা প্রাণ ঢেলে তোকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছে। এই বয়সে আঘাত পেলে বেচারী একেবারে মুসড়িয়ে যাবে। তাছাড়া তার বাবার কাছেই বা তুই কি বলে নিজেকে অবিবাহিত বলে প্রচার করেছিস?

অনল—তাতে কি এসে যায়? তার বাবা তো আমার কাছে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব আনেন নি। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি বিয়ে করেছি কিনা। আমিও কি খেয়ালে তখন বিয়ে করিনি বলে ফেলেছিলাম। এতে এত দোষেরই বা কি, আর ভাবনারই বা কি?

অমর—এতে যে যথেষ্ট দোষের আছে সে-কথা তুইও বুঝিস্। ভেবে দেখ, সামান্য খেয়ালের বশে তুই কি করছিস। তুই বেশ

জানিস, মেয়ের তোর প্রতি টান দেখেই সবিতার বাবা তোকে জিজ্ঞেস করেছেন তুই বিয়ে করেছিস কিনা। তখন শুধু জেনে রাখলেন —পরে হয়ত' একদিন তোকে অনুরোধ করবেন তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে। অথচ তুই জানিস তা করা তোর পক্ষে অসম্ভব।

অনল—অসম্ভবই বা কেন?

অমর—তার মানে?

অনল—তার মানে সবিতার বাবা যদি আমাকে বলেন সবিতাকে বিয়ে করতে তাতে আমি অসম্মত হব না।

অমর—কি বল্‌ছিস তুই? স্ত্রীর এভাবে সর্বনাশ করবি? তবে তাকে বিয়ে করেছিলি কেন? ওদেরই বা এভাবে প্রতারিত করবার কি অধিকার আছে তোর?

অনল—দেখ্‌ অমর, তুই শুধু ওদের দিকটাই দেখছিস, আমার কথাটা একবারও ভাবছিস না। স্ত্রীর সর্বনাশ করব বলছিস্ তুই, না? স্ত্রীর থেকে কি পেয়েছি আমি জানিস? সারাজীবনে যে ভালবাসা পাইনি, বিয়ে করে ভেবেছিলাম সে অভাবটা মিটবে। আমার অগাধ ভালবাসার পরিবর্তে কি পেলাম তার কাছ থেকে? —সব সময় একটা cold indifference —আমার যা কিছু কাজ তা অবশ্য সে করে সুগৃহিণীর মতই। কিন্তু আমাকে যেন সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। আমাকে দেখ্‌লে যেন শিউরে ওঠে। সর্বরকমে চেষ্টা করে আমাকে avoid করতে।

অমর—সে যেন বুঝলাম। তা এ মেয়েটির সঙ্গে এভাবে খেলা করছিস কেন? ওকে ত আর সত্যি সত্যি বিয়ে করতে পারবি না।

অনল—কেন, বিয়ে যদি ওকে করিই তাতেই বা কি এসে যায়? সমস্ত জীবনটা শুধু দুঃখ পেয়েই এসেছি। মমতার সাধারণ খাওয়া-

দাওয়ার খরচ চালিয়ে গেলে তারও কোন অভিযোগ আমার প্রতি থাকবে না—এ আমি জানি। সবিতার বাবাকে যদি সত্যি কথা জানাই তিনি মেয়ে দিতে রাজী হবেন না। অথচ এও জানি, একবার বিয়ে হয়ে গেলে পর প্রথমে একটু বিরক্ত হলেও শেষে সব ঠিক হয়ে যাবে।

অমর—কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে এসব তুই ঠিক করছিস না। এখনও সবদিক ভেবে দেখ্ অনল। শেষে নিজে তো সুখ পাবিই না, দুটো মেয়ের জীবন নষ্ট করে দিবি। তাদের পরিবারেও এনে দিবি দুঃখের বোঝা।

অনল—সবই আমি ভাল করে ভেবে দেখেছি অমর। এতকাল শুধু ন্যায়-অন্যায় দেখে কাজ করে এসেছি। তাতে কি ফল হয়েছে জানিস? যারা অন্যায় করেছে তারা যখন পেয়েছে সুখ, আমি তখন পেয়েছি অসহ দুঃখ। জীবনে কখনও সত্যিকার সুখ পেলাম না। নিজের দিকে না তাকানোর ফল হয়েছে এই। এখন ঠেকে শিখেছি স্বার্থপর না হলে সুখী হওয়া যায় না। খালি নিজের selfএর বিষয় না ভাবলে কোন রকমেই উন্নতি নেই। তুই আমার এসব কথা এখন বুঝবি না। যখন ঠেকে শিখবি তখন দেখবি আমার কথাই ঠিক।

অমর—দেখ্ অনল, তোর দুঃখ যে বুঝি না তা নয়। তবু এভাবে যে তার প্রতিকার হবে তাও ভাবতে পারি না। আমি আর কি বলব, সব দিক ভালভাবে না ভেবে কিছু করে বসিস্ নি।

অনল—আরে, আজই তো আর কিছু হচ্ছে না। কিছু যদি করেও বসি তারও এখন অনেক দেরী। আজ তাহলে উঠি।

অমর—চল তোকে এগিয়ে দিই খানিকটা।   [উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দীপকের বাড়ীর একটি ঘর। দীপক নিবিষ্টমনে কি একটা বই পড়িতেছে এমন সময় হঠাৎ অসীমের প্রবেশ—]

দীপক—(সচকিত ভাবে)—আরে! কি ব্যাপার! তোর না দু' তিনদিন পরে আসবার কথা। এই না লিখেছিলি বম্বেতে দুচারদিন থাকবি?

অসীম—সবাইকে একটা surprise দেবার জন্যই লিখেছিলাম। বাড়ীতেও সবাই অবাক হয়ে গেছে। কাল এসেছি। কাল বাড়ী থেকে বেরোতে দেয়নি। আজ প্রথমেই তোর এখানে এলাম। তারপর নূতন খবর কি বল?

দীপক—আমার আর খবর দেবার মত কি থাকতে পারে বল্? তা তুই লণ্ডনের এল্ এল্ ডি-টা নিয়ে এলিনা কেন?

অসীম—আর পোষায় না ভাই। এল্ এল্ এম-ই যথেষ্ট। ওতেই আপাততঃ একটা প্রফেসারী জুটিয়ে নেওয়া যাবে। তাতে করে যতদিন না প্র্যাকটিস্ জমে, হাতখরচটা অন্ততঃ চলে যাবে। শেষ দিকে বড্ড হোমসিক্ হয়ে পড়েছিলাম। তাই আর থাকতে ইচ্ছা করল না। তোর নিজের কথা বল এবার। সেই লিখেছিলি মমতার সঙ্গে খুব প্রেম চলছিল। তার অন্য কার সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়েছে লিখেছিলি। তারপর তো চিঠিপত্র দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলি। মমতার সঙ্গে দেখাটেখা হয়েছে বিয়ের পর? নিজেকে মিলিয়ে নিতে পেরেছে নূতন অবস্থার সঙ্গে?

দীপক—না আর দেখা হয়নি। তবে শুনেছি ও নাকি অদ্ভুত ধরণের হয়ে গেছে। কথাবার্তা বেশী বলে না, সব সময় গম্ভীর হয়ে থাকে।

অসীম—তোর কাজের কিছু সুবিধা হ'ল ?

দীপক—হ্যাঁ, রেঙ্গুনে, একটা কলেজে একজন ইতিহাসের অধ্যাপক চাই বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। একটা Application পাঠিয়েছিলাম। Appointment পেয়েছি। আসছে মাস থেকে জয়েন্ করতে হবে।

অসীম—খুবই ভাল খবর। তা এবার বিয়ে করে' ফেল্, বুঝলি ? যা হবার তাত' হয়ে গেছে। সে ত' আর ফিরবে না।

দীপক—আমার সম্বন্ধে ত' খুব লেকচার দিচ্ছিস। নিজেরটাও ভাব। তোরও ত' এবার বিয়ে করা উচিত।

অসীম—তা ত' করবই। বাড়ীতে ত' মেয়ে দেখবার উদ্যোগ করতে লেগে গেছে। সবিতারও মাস দুই বাদে এম্. এ-টা হয়ে যাবে। বাবার ইচ্ছা এক সময়েই দুই ভাইবোনের বিয়ে দেবেন। সবিতার পাত্র একরকম ঠিকই আছে। শুধু প্রস্তাব করাটাই বাকী। আজকাল আমাদের দেশেও আর মেয়েদের জন্য অভিভাবকদের পাত্র ঠিক করতে হয় না, বুঝলি। ছেলেমেয়েরা নিজেরাই দেখে শুনে ঠিক করে' রাখে। সবিতার শুনলাম তার প্রফেসারের সঙ্গে একটু বেশী ভাব হয়ে যাওয়াতে বাবারও আর পাত্র খুঁজবার জন্য চিন্তিত হতে হয়নি। তুই হয়ত' লোকটিকে চিনতেও পারিস। ইউনিভার্সিটির ইংরাজীর অধ্যাপক—নাম অনল মজুমদার।

দীপক—(চমকিয়া উঠিয়া)—কি, কি বল্লি নামটা ?

অসীম—কেনরে, এত অবাক হয়ে গেলি কেন ? অনল নামটার ভেতর এত অবাক হবার কি আছে ?

দীপক—তুই কি ঠিক জানিস ছেলেটি ইউনিভার্সিটির ইংরাজীর অধ্যাপক অনল মজুমদার ?

অসীম—ব্যাপার কি বল ত'? তোর এত উত্তেজিত হবার কারণ ত' বুঝছি না।

দীপক—উত্তেজিত হবার কারণ যথেষ্টই আছে। শোন, অনল মজুমদারই হচ্ছে মমতার স্বামী এবং ইউনিভার্সিটির ইংরাজীর অধ্যাপক।

অসীম—সে কি? সে যে বাবার কাছে নিজেকে অবিবাহিত বলে জানিয়েছে! এর মানে কি? আচ্ছা ক্রুট্ ত'!

দীপক—আমিও বুঝলাম না ব্যাপার কি। তুই ঠিক জানিস ভদ্রলোকের নাম অনল ?

অসীম—কাল থেকে বাড়ীতে ও নাম অন্ততঃ পঞ্চাশবার শুনেছি।

দীপক—(চিন্তিত ভাবে) ব্যাপারটা আমি কতকটা আঁচ করতে পেরেছি। হয়ত' এ আমার নিছক কল্পনা—কিন্তু এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে ?

অসীম—কি বলছিস, কিছুই বুঝতে পারছিনা—For Heaven's sake be a bit clear.

দীপক—আগেই শুনেছিলাম মমতা স্বামীর সঙ্গে cold ব্যবহার করে! ফলে স্ত্রীর কাছে যা পায়নি অনলের সেই অভাবটা দূর করেছে সবিতা। অনল জানে তাকে বিবাহিত জানলে সবিতা তাকে ওভাবে দেখবে না। সেজন্যই বোধ করি নিজের বিয়ের কথা তোদের বাড়ীতে গোপন রেখেছে।

অসীম—কিন্তু এভাবে আমাদের প্রতারণা করা তার উচিত হয়নি।

দীপক—ওর দিকটাও একটু ভেবে দেখ্ অসীম। আমিও বলি

ওর দোষ তেমন বেশী নয়, যতটা দোষ আমাদের সমাজের। আজ আমার একটা সংস্থান হয়েছে, আমি বিয়ে করতে পারি। মমতা আর অনল যদিও আইনের চক্ষে বিবাহিত, তবু কেউ কারোকে চায় না। অথচ অনল আর সবিতা পরস্পরকে ভালবাসে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের ছেলেমেয়েরা আজ কাল অবাধে মেলামেশা করছে। এতে কেউ আপত্তি করছে না। অথচ সমাজ-বিধি একদম বদলাচ্ছে না। ফলে আমাদের মত শত শত Case হচ্ছে আজকাল হিন্দু সমাজে। আজ আমরা চারজন হিন্দুসমাজের কঠোর অনুশাসনের জন্য বিনা অপরাধে যে দণ্ড ভোগ করছি, তার কোনই প্রতিকার নেই। অথচ বিয়ের আইনটা সামান্য একটু আল্‌গা করে দিলেই এ সমস্যা মিটে যায়। আধা-হিন্দু, আধা-খৃষ্টান হওয়ার ফল হচ্ছে এই। কিন্তু এও বলছি, এই সব অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত একদিন হিন্দুসমাজকে করতেই হবে।

অসীম—ঠিকই বলেছিস্। European Society-তে ঠিক parallel case হলে কত সহজেই তা মিটে যেত। একটা মাত্র ডিভোর্সে এইসব গোলমালের প্রতিকার হয়ে যেত। চারজন প্রাণীকে চিরকালের জন্য এভাবে দুঃখ বরণ করতে হ'ত না। সময়ের সঙ্গে অনেক কিছুই বদলাতে হয়। এক সময় বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য ছিল বলেই যে চিরকাল তাই থাকতে হবে—এর কোনই অর্থ নেই। সে যাই হোক্, সে সমস্যা ত' মেটবার নয়। এখন কি করা যায় বল্? সবিতা শুনলে ভীষণ শক্ পাবে।

দীপক—তা ত' পাবেই! কিন্তু না জানিয়েও ত' উপায় নেই। তাতে আরও খারাপ হতে পারে। একেবারে না জানিয়ে আস্তে আস্তে তাকে ব্যাপারটা খুলে বলিস্।

অসীম—অগত্যা তাই করতে হবে। উঠি—

দীপক—আর কোথাও যাবি ?

অসীম—অনেক জায়গাতেই যাব ভেবেছিলাম। এখন আর কোথাও যাবার মত মনের অবস্থা নয়, ভাবছি বাড়ীতেই ফিরব।

দীপক—চল্, আমিও একটু বেরোব। [উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[সাবিত্রীর বাড়ীর একটি ঘর। সবিতা ও সাবিত্রী।]

সাবিত্রী—সবই ত' শুনলাম। ওপর দেখে লোকদের চেনা যে কত শক্ত তা এখন বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তোর বাবা যখন অনলবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন যে তাঁদের কাছে এভাবে নিজেকে অবিবাহিত বলে মিথ্যা পরিচয় দিলেন কেন, তখন তিনি কি উত্তর দিলেন ?

সবিতা—এসব কথা যখন হয় আমি তখন সেখানে ছিলাম না। তবে শুনলাম কোনও কথারই তিনি উত্তর দেন নি।

সাবিত্রী—উত্তর থাকলে ত' দেবেন। কিছুই বুঝতে পারছি না। এ ভাবে প্রতারণা করার অর্থ কি ?

সবিতা—সে যাক্। এখন কি করি বল্। তোকে ত' বললাম, তিনি আমাকে এক চিঠি পাঠিয়েছেন। তাতে অনুরোধ জানিয়েছেন, আমি যদি তাঁর বন্ধু অমরবাবুর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে অল্পক্ষণের জন্যও দেখা করি তবে তিনি এই আচরণ সম্বন্ধে আমাকে সব পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেবেন। আমি তাঁকে যেন অনুগ্রহ করে সে সুযোগ দিই—এই তাঁর আন্তরিক প্রার্থনা। এখন এ বিষয়ে কি করা যায় বল্ ?

সাবিত্রী—এর ভেতর আর করবার কি আছে? যখন পরিষ্কার জানিস তাঁর সঙ্গে ভবিষ্যতে আর কোনো রকম সম্বন্ধ রাখা অসম্ভব, তখন আর দেখা করে লাভ কি?

সবিতা—তবু শুনে আসতে চাই তাঁর নিজ মুখে এ বিষয়ে তাঁর কি বলবার আছে?

সাবিত্রী—যেতে চাস্ যা। কিন্তু আমি বলছি, যা শেষ হয়ে গেছে, তাকে আঁকড়ে ধরে রাখবার চেষ্টা করে কোনও ফল নেই।

সবিতা—সত্যিকার ভালবাসা এত ঠুন্‌কো নয় সাবিত্রী যে এত সহজেই তা ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়।

সাবিত্রী—এর ভেতর ত' ভালবাসার কথা আর উঠতে পারে না সবিতা। যে তোকে প্রতারণা করেছে তাকে এখন মনে প্রাণে ঘৃণা করাই উচিত।

সবিতা—জানি না তিনি কেন এরকম করলেন। তবু এটা ঠিক জানিস্ সাবিত্রী, তাঁর আমার প্রতি ভালবাসা না থাকলেও আমার ভালবাসার মধ্যে এতটুকু মিথ্যা নেই। ভালবাসার ভেতর যে সব সময়েই sense of possession থাকতেই হবে, তার কোনও অর্থ নেই। তিনি আমায় প্রতারণা করে থাকলেও তাঁকে আমি কখনই মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না। নাই বা হ'ল আমাদের মধ্যে একটা অধিকারের সম্বন্ধ, তবু দূর থেকে চিরকালই তাঁকে ভালবাসব।

সাবিত্রী—এতবড় প্রতারক জেনেও তাকে ভুলতে পারবি না?

সবিতা—সাবিত্রী, সত্যিকার ভালবাসা জন্মালে প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরের দোষ ত্রুটি দেখতে পায় না। আমার মনে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে, তিনি নিশ্চয় তাঁর এই অদ্ভুত আচরণের কারণ পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

সাবিত্রী—তোর ভালবাসার তীব্রতা দেখে ভয় হয় সবিতা তোর পরিণামের কথা ভেবে। ভগবানের কাছে আজ আমি সত্যিই মনে প্রাণে এই অনুরোধ জানাই, তিনি যেন তোকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

সবিতা—সাবিত্রী, যে মুহূর্তে তাঁকে ভালবেসেছি তখনই আমাদের প্রকৃত বিয়ে হয়ে গেছে। ভট্‌চাজ বামন এসে পুঁথি থেকে দুটো মন্ত্র উচ্চারণ করেনি বলেই যে এই মিলন ভেঙ্গে ফেলতে পারা যাবে এত সহজে, এ আমি ভাবতেও পারি না। তা' ছাড়া বহু-বিবাহ-প্রথা এদেশে কতকাল ধরে চলে আসছে। আমি মনে ভাবছি যেন আমার স্বামী প্রথম স্ত্রী বর্তমানে আমাকে আবার বিয়ে করছেন।

সাবিত্রী—তুই যে এতটা ক্ষমা করবি এ ভেবে সত্যিই আশ্চর্য লাগছে সবিতা।

সবিতা—প্রকৃত ভালবাসা কি, তা তুই জানিস না সাবিত্রী। তাই এ কথা বলছিস্। স্ত্রীলোক কখনও ভালবাসার পাত্রের দোষ গুণ বিচার করতে পারে না। শুনিস নি এদেশের কোন এক মহিলা অসুস্থ স্বামীকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন বেশ্যাবাড়ীতে। সেই দেশের মেয়ে হয়ে আমিই বা এতটা কঠোর হ'ব কি করে।

সাবিত্রী—ঠিকই বলেছিস্। যতই আমরা বড়াই করি না কেন, ভিতরে ভিতরে আমরা এখনও খুবই কোমল। তোর মত এদেশের প্রত্যেক নারীই তার প্রেমিককে নানা অপরাধ সত্ত্বেও ক্ষমা করে যাবে চিরকাল।

সবিতা—সন্ধ্যা হয়, আমি তবে যাই।

সাবিত্রী—কাল তোদের বাড়ী যাব। [সবিতার প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[অমরের বাড়ী—অমর ও অনল।]

অমর—সে কি! আমার বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক নেই—এখানে সবিতাকে কি বলে আসতে বল্‌বি?

অনল—তোর বাড়ীতে আর কোন লোকজন নেই, বলেই ত এখানে কথা বলার সুবিধা হবে। এখন আমাদের এক জায়গায় বসে কিছুক্ষণ পরামর্শ করার অত্যন্ত দরকার। অন্য কোথাও তা' সম্ভব নয়। অথচ তোর এখানে যখন এত সুবিধা—

অমর—কি যে করছিস্ কিছুই বুঝ্‌ছি না।

অমর—তোকে ত' সবই বললাম। ওরা কেমন করে জানি না জেনেছে যে আমি বিবাহিত। ওর বাবা ভদ্রভাবে আমাকে যা বল্‌লেন, তার অর্থ এই—ভবিষ্যতে ওদের সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ না থাকলে আমার এবং ওঁদের উভয়ের দিক থেকেই ভাল হয়। তারপর কদিন আমি যেন মড়ার মত হয়ে পড়লাম। সবিতা যে আমাকে কি চক্ষে দেখ্‌ত এবং এর পর ওর কাছে যে আমি কতটা নেমে গেছি, তা ভেবে আমি শিউরে উঠলাম। এ যেন আমার অসহ্য মনে হল। তাকে চিঠি লিখলাম তোর বাড়ীতে আমার সঙ্গে অল্পক্ষণের জন্যও দেখা করলে আমি তাকে আমার আচরণ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেব। আমার চিঠির জবাব সে দিয়েছে। সে রাজী হয়েছে এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। কাল বিকেলে ও আসবে।

অমর—কথাবার্তা বলার অবশ্য খুবই সুবিধা হবে আমার এখানে, তবে কি যে তোর আর বলার আছে জানি না। তোর অবস্থায়

পড়লে আমি ত' লজ্জায় জীবনে আর কখনও তার সঙ্গে দেখা করতাম না।

অনল—ঐখানেই ত' তোদের সঙ্গে আমার মতের অমিল। হৃদয় দিয়ে অনুভব করে বুঝছি, যাতে পাপ নেই তার জন্য লজ্জা আমি কখনই পাই না। That I loved her and still love her is so true that I feel ashamed to deny it. তোদের মত লোকলজ্জা আমার নেই। Convention যে সব সময়ে মেনে চলতে হবে, তাও আমি স্বীকার করি না। Conventional ideas-এর সঙ্গে সামান্য অমিল দেখা গেলে তোরা সহজ সরল সত্যকেও স্বীকার করতে ভয় পাস। আমি তা' পাই না। যদিও আমি বিবাহিত তবু স্ত্রীকে আমি ভালবাসি না এবং সবিতাকে আমার মানসী ভাবে দেখি। এ যখন সত্য তখন তাকে অস্বীকার করার সার্থকতা কি? এই কথাটাই আমি সবিতাকে বোঝাতে চেষ্টা করব।

অমর—আগুন নিয়ে তুই খেলা করতে যাচ্ছিস অনল। এখনও সরে যাবার সময় আছে। এরপর শত চেষ্টা করলেও আত্মরক্ষা করতে পারবি না। Theory এবং practice-এর মধ্যে অনেক তফাৎ। যা করবার খুব ভেবেচিন্তে করিস।

অনল—I am determined. যা ঠিক করেছি তা হঠাৎ মনে হওয়াতে করিনি। After cool and calculating judgment আমি আমার যথা-কর্তব্য ভেবে নিয়েছি। শেষে দেখবি আমার অবস্থায় এই রকম করাই যুক্তি-সঙ্গত হয়েছে। আজ যাই। কাল আসব বিকেলে—

অমর—তা আসিস্। এ-কথা ঠিক যে আমার এখানে কথাবার্তা বলার কোনই অসুবিধা হবে না। [অনলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[অমরের বাড়ীতে একটি ঘর। অনল ও সবিতা।]

অনল—সব কথাই তোমাকে খুলে বললাম—তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ যে তুমি আমার দিকটাও একটু ভেবে দেখো। সারা জীবনে কখন ভালবাসার স্বাদ পাইনি। স্ত্রীর ঔদাস্যে জীবনটা যেন আরও তিক্ত হয়ে উঠেছিল। এমন সময়ে পেলাম তোমার সঙ্গমাধুর্য। এ পাওয়া যেন হ'ল মরুভূমির মাঝে পান্থ-পাদপ আবিষ্কারের মত। ভেবে দেখ, পুরুষ আমি, আমারও সংযমের একটা সীমা আছে। কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না এই প্রলোভনটুকু জয় করতে। দেখলাম, সামান্য একটু প্রতারণার আশ্রয় নিলে এতদিনের এতবড একটা অভাব কিছু সময়ের জন্যও ভুলে থাকতে পারব। আমার এই দুর্বলতাটুকু তুমি কি কখনও ক্ষমা করতে পারবে না সবিতা?

সবিতা—আমার ত' আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই নেই।

অনল—সবিতা, সবিতা—এত উদার তুমি আজ বিদায়ের বেলায়ও! তোমার কাছ থেকে এই ক্ষমালাভ যে আমার পক্ষে কতটা পাওয়া, তা বোঝবার সামর্থ্য বোধ হয় অন্তর্যামী ছাড়া আর কারুরই নেই।

সবিতা—(আশ্চর্য হইয়া) বিদায়ের বেলা!

অনল—হ্যাঁ সবিতা। আমি দুচার দিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছি কলকাতা ছেড়ে। উদয়পুরের রাজার কলেজে আমি চাকরী

নিয়েছি। এখানে ত' কেউ আমাকে চায় না—বরং সবাই আমাকে ঘৃণা করে। আমিও তাই সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে চাই দূরে—বহুদূরে।

সবিতা—সবাইকে ছেড়ে—মানে আপনি কি—

অনল—হ্যাঁ, সবিতা। একলাই যাব। সঙ্গে আর দ্বিতীয় কেউ যাবে না। আর কখনও এদেশে ফেরারও ইচ্ছা নেই। হয়ত' একদিন একেবারে অনাত্মীয়ের মাঝে জীবন শেষ হয়ে যাবে। কেউ জানবেও না আমার কথা।

সবিতা—তার মানে? আপনি কি বলতে চান আপনার স্ত্রীও আপনার সঙ্গে যাবেন না?

অনল—না সবিতা। তাকে নিয়ে কোন লাভ নেই। সেও আমাকে চায় না, আমিও তাকে চাই না। তবে তার সব বন্দোবস্ত করে যাব। তার নামে Bank-এ হাজার দশেক টাকা এবং বাড়ীটা লিখে দিয়ে যাব। সেও নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচবে, আমিও দায় থেকে উদ্ধার হ'ব। আজই হয়ত' তোমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ।

সবিতা—আমিও যাব আপনার সঙ্গে।

অনল—(সচকিত হয়ে) সেকি? তুমি কোথায় যাবে?

সবিতা—আপনার সঙ্গে উদয়পুরে।

অনল—তাতে তোমার বাবা, মা, রাজী হবেন কেন?

সবিতা—তাঁদের মত নিয়ে যাবার চেষ্টা করবার মত পাগল আমি নই। তবে এও ঠিক, আমি যাব আপনার সঙ্গে।

অনল—সবিতা, এ যে আমার স্বপ্নেরও অতীত। জীবনে এত সুখ, এত আনন্দ যে থাকতে পারে, এ যে আমি কিছুক্ষণ আগেও ভাবতে পারিনি। তাই চল সবিতা, তাই চল। দুজনে চলে

যাই লোক-চক্ষুর অগোচরে, আত্মীয়স্বজনের থেকে বহু দূরে। সেখানে নূতন ভাবে, নূতন উৎসাহে ঘর বাঁধব। ভুলে যাব আমরা আমাদের পিছনে ফেলে আসা জীবনকে। নূতন উষার আলোকে নূতন জীবন-যাত্রা সুরু করব আমরা। (ধীরে ধীরে পর্দা নামিয়া আসিল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[দীপকের বাড়ীর একটি ঘর। দীপক একটা সুটকেসে কতকগুলি জামা কাপড় গুছাইতে ব্যস্ত এমন সময় অসীমের প্রবেশ। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ রহিল।]

দীপক—তারপর—কাল ভাই চল্লাম কাজে join করতে। দশদিন হয়ে গেল দেখতে দেখতে। এখনও কিছু খবর পেলি না সবিতার ?

অসীম—আজ খবর পাওয়া গেছে।

দীপক—খবর পেয়েছিস্ ? কোথায় আছে ?

অসীম—আজ চিঠি এসেছে উদয়পুর থেকে। লিখেছে অনলকে ও ভালবাসে। আমরা কিছুতেই ওকে অনলের হাতে দেব না ও জানে। সেই জন্যই আমাদের এভাবে ব্যথা দিয়ে ও চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

দীপক—এক সঙ্গে যখন দুজনেরই কোন খোঁজ পাওয়া গেল না, তখনই বোঝা গিয়েছিল এরকমই একটা হয়ে থাকবে।

অসীম—কি কেলেঙ্কারী ! মমতারই বা কি অবস্থা হবে—

দীপক—আজ সকালে মমতার সঙ্গে দেখা করে এলাম। এতদিন ধরে' অনলের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না দেখে, ওর বাবা ওকে নিয়ে যাবেন আজ দুপুরে, এই ঠিক আছে।

অসীম—কিন্তু কি যে করি কিছুই বুঝছি না। বাবা ত' নিশ্চেষ্ট

হয়ে পড়ে আছেন মড়ার মত। অথচ কিছু ত' একটা করা উচিত। Should we inform the police ?

দীপক—তাতে কেলেঙ্কারী বাড়বে ছাড়া কমবে না। তাছাড়া সেভাবে ওদের কিছু করতেও পারবি না। সবিতা যখন বলবে স্বেচ্ছায় সে অনলের সঙ্গে গেছে, তখন অনলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই তোদের টিকবে না। লাভের মধ্যে এতে হবে লোক জানাজানি।

অসীম—সবিতা যে এতদূর নেমে যেতে পারে, এ যেন আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।

দীপক—রাগের জন্য তোর তাই মনে হচ্ছে। ভেবে দেখ্ ভালবাসা কতটা গভীর হলে তবে এরকম জেনেশুনে একজন বিবাহিত লোকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়া যায়।

অসীম—ভালবাসা-টাসা নয়। এ হচ্ছে সত্যি কথা বলতে গেলে পাশবিক কামোন্মত্ততা। এতটুকু সংযম যদি না থাকল—সমস্ত পরিবারের কলঙ্ক জেনেও এভাবে একটা বিবাহিত লোকের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া—তবে পশুতে আর মানুষে তফাৎ কি বল্ ?

দীপক—অসীম, এখন তুই ভাল ভাবে সব judge করতে পারবি না। এখনও তুই রাগে উত্তপ্ত হয়ে আছিস—যখন রাগটা একটু কমবে তখন বুঝবি কতটা তেজস্বিতা এবং গভীর প্রেমের জন্য সব ফেলে সবিতা এভাবে চলে যেতে পেরেছে।

অসীম—তা যদি পারি তাতে আমিও কম আনন্দিত হব না। আচ্ছা এখন চলি। কাল তোর যাবার আগে একবার আসব।

দীপক—তোকে আসতে হবে না। আমিই সকালে গিয়ে দেখা করে আসবখন তোদের সঙ্গে।

যবনিকা

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[উদয়পুর। দেড় বছর পরের ঘটনা। অনলের বাড়ী। সবিতার কোলে সবিতা-অনলের পাঁচমাসের শিশুকন্যা--সময় সন্ধ্যা]

অনল—তোমার মেয়ে কিন্তু ঠিক তোমারই মত দেখতে হয়েছে, সবিতা। আচ্ছা ওর নাম কি রাখা যায় বলত' ?

সবিতা—আমি কিছুই ঠিক করতে পারছি না। কত যে নাম মনে আসে, একবার ঠিক করি এটা রাখব, কিছুক্ষণ পরে তার থেকে অন্য আর একটা নাম ভাল মনে হয়। পরে আবার সেটাও মনে ধরে না। তুমি কোন একটা নাম ঠিক করে দাও না।

অনল—তুমি বল কি কি নাম তোমার মনে এসেছে। তার থেকে দুজনে মিলে বেছে একটা ঠিক করা যাবে।

সবিতা—আমার ত' কত নাম মনে আসে—যেমন ধর—সন্ধ্যা, রেবা, সুমিত্রা, শকুন্তলা, ললিতা।

অনল—(কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর) আমার সব চেয়ে ভাল লাগছে 'শকুন্তলা' নামটা। যদিও এটা সেকেলে, তবু যেন মনে হয় এই নামটার ভিতর একটা সুন্দর, শান্ত এবং স্নিগ্ধ ভাব আছে। শকুন্তলা নামটার সঙ্গে যেন জড়িত আছে আশ্রমবালিকার সরলতা এবং মাধুর্য। আমার ত' এই নামটা সব চেয়ে পছন্দ হয়।

সবিতা—আমারও এই নামটাই সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। কিন্তু ভাবলাম তোমার হয়ত' এ নামটা পছন্দ নাও হতে পারে।

[অনল শিশুকে সবিতার কোল হইতে লইয়া আদর করিতে লাগিল। সবিতা যেন কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া কি চিন্তা করিল—তারপর অনলের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া একটু ইতস্তত: করিবার পর—]

সবিতা—দেখ কয়েকদিন থেকেই ভাবছি একটা কথা বলব।

অনল—বল—

সবিতা—দেখ, আমার মনে হয় এবার আমাদের লৌকিক শাস্ত্রমতে বিয়ে করা উচিত।

অনল—বিয়ের উপর আজ তুমি এতটা জোর দিচ্ছ কেন সবিতা? হৃদয়ের মিলন আমাদের মধ্যে যে সম্বন্ধের সৃষ্টি করেছে, তা' কি কোন so-called বিয়ের চেয়ে কম সুন্দর? আমাদের সমাজে যত বিয়ে আছে, তার মধ্যে শতকরা ক'জন দম্পতীর মধ্যে প্রাণের মিলন আছে বল ত'? Legalised prostitution কথাটা আমি খুবই বিশ্বাস করি, তাছাড়া যে মুহূর্তে দুজনের ভিতর marriage tie-এর দ্বারা একটা বাধ্য-বাধকতার সৃষ্টি করা হচ্ছে, তখন উভয়েই সেটাকে বন্ধনরূপে উপলব্ধি করতে বাধ্য—বাইরে সে কথা স্বীকার না করলেও মনে মনে নিশ্চয় feel করে।

সবিতা—আমিও যে মনে মনে বিয়েতে খুব বিশ্বাস করি তা নয়। তবু মনে হয় ভবিষ্যতে হয়ত' আমাদের জন্য কষ্ট ভোগ করতে হবে আমাদের মেয়েকে। ওকে সকলে ঘৃণা করবে। সে দৃশ্য যেন আমি কল্পনা করতে পারি না।

অনল—লোকের কথা ভেবে যাকে মিথ্যা বলে জানছি তাকেই তুমি বরণ করে নিতে বল, সবিতা?

সবিতা—কি করা উচিত কিছুই বুঝতে পারি না।

অনল—তাছাড়া, আমরা যে বিবাহিত নই একথা কোন লোক

জানে না। আর তোমার মেয়ের বয়স ত' এই সবেমাত্র পাঁচমাস। এখন থেকেই যদি তুমি ওর ভবিষ্যৎ ভাবতে বস তবেই ত' গেছি।

সবিতা—বা, মেয়ে হয়েছে, ভবিষ্যৎ ভাব্‌ব না? এখন আর আমি কচি মেয়েটি নই। বুঝলে—এখন আমি মেয়ের মা। তাকে কি করে মানুষ করে তুল্‌ব—তার কি রকম বিয়ে দেব, এই সব নিয়েই এখন আমি ব্যস্ত। এখন আর আগের মত আমাকে যখন তখন বিরক্ত করতে পারবে না।

অনল—(মেয়ের দিকে চেয়ে) দেখ শকুন্তলা! যাকে ভালবাসা যায় তার উপরে অন্যে ভাগ বসালে, সে যেই হোক্ তাকে ক্ষমা করা সম্ভব নয়। সুতরাং সাবধান। আমার জিনিষে ভাগ বসাতে এস না—বুঝলে।

সবিতা—কি হিংসুক বাবা। এতটুকু মেয়ের সঙ্গে হিংসে।

অনল—সে তুমি আমাকে হিংসুকই বল, আর যাই বল, আমার মনের কথা আমি বললাম।

সবিতা—যাই, এবার স্নান করে আসি গিয়ে।

অনল—যাবার সময় ওঘর থেকে Browning-এর Works-টা আমায় দিয়ে যাও।

সবিতা—যাই— [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মমতার বাবা ব্যারিষ্টার সমীর বাবুর বাড়ী। সময় সন্ধ্যা। মমতার বাবা ইজিচেয়ারে শুইয়া খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতেছেন। মমতা তাঁহার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া চুল বাছিয়া দিতেছে।]

সমীর বাবু—এতগুলি চিঠি লিখলাম একটার জবাব পর্যন্ত দিলে না।

মমতা—আমি তোমাকে কতবার বারণ করলাম তবু চিঠি লিখে এভাবে অপমানিত হতে গেলে কেন ?

সমীর বাবু—এক্ষেত্রে চিঠি লেখা ছিল আমার পক্ষে প্রথম কর্তব্য। এমনও অনেক সময় হয় সাময়িক একটা ভুল লোকে করে ফেলে। পরে ত' অনায়াসে ভুল শুধরে ফেলা যায়।

মমতা—তাতে যে আরেকটি মেয়ের সর্বনাশ হয়ে যেত বাবা। তুমি ত' শুধু আমার দিকটাই ভাবছ। ধর তোমার জামাই যদি তোমার চিঠি পেয়ে চলেই আসতেন, তবে সবিতার আজ কি অবস্থা হ'ত ভেবে দেখেছ ?

সমীর বাবু—যে মেয়ে ওভাবে চলে যেতে পারে তার প্রতি আমার এতটুকুও সহানুভূতি নেই মমতা। আর তাছাড়া নিজের মেয়ের জন্য যতটা ভাবি পরের মেয়ের জন্য সেভাবে ভাবতে পারি না।

মমতা—সেই হচ্ছে আসল কথা। আজ সবিতা না হয়ে আমি যদি ওভাবে চলে যেতাম তবে এই রকম কঠিন মন্তব্য করতে কিনা সন্দেহ।

সমীরবাবু—আমার মনে হয়, সে ক্ষেত্রেও তোমাকে আমি কম ঘৃণার চক্ষে দেখতাম না। তবে ঠিক অবস্থায় না পড়লে কিছুই বোঝা যায় না। শোন, অনল যেমন আমাকে এবং তোমাকে অপমান করল, ভবিষ্যতে আমাদেরও তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকবে না! অনেক ভেবে আমি ঠিক করেছি তোমার আবার বিয়ে দেব।

মমতা—রাগের চোটে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবা। অন্যান্য কথা ছেড়ে দিলেও, আজকালকার একজন এত বড় ব্যারিষ্টার হয়েও তুমি কি ভুলে গেছ যে হিন্দুমেয়ের দুবার বিয়ে হতে পারে না ?

সমীরবাবু—আমাকে এত বোকা ঠাওরাসনি মা। হিন্দু মতে বিয়ে হতে পারে না সে আমি জানি, মুসলমান হয়ে বিয়ে করে

আবার শুদ্ধ হয়ে নিলেই হবে। শোন মমতা, খুব ভাল ছেলে দেখে আমি আবার তোমার বিয়ে দেব।

মমতা—সে হয় না বাবা।

সমীরবাবু—কেন ? এতে তোমার আপত্তি কিসের ?

মমতা—দেখ বাবা, তোমাকে আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি ওসব চেষ্টা তুমি করতে যেও না। এসব আর আমার ভাল লাগে না। তোমরা এইসব পাল্লা দিয়ে রাগা-রাগিতে কে কাকে টেক্কা দেবে এই চেষ্টায় আমাকে নিয়ে খেলা করবে—এ আমি হতে দেব না। আমাকে একটু শান্তি দাও—অবসর দাও এসবের থেকে।

সমীরবাবু—সে কি মমতা—কি বলছিস্ ! শুধু তোর জন্যই ত' একথা বলছিলাম। বিয়ে না করে কি তুই সারাজীবন এভাবে থাকবি ?

মমতা—আমার জন্য নয় বাবা। নিজের মনকে বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখবে, জামাই তোমাকে এভাবে আঘাত দিয়েছে বলেই তুমিও দেখাতে চাও তোমার মেয়েও আর তার প্রত্যাশী নয়। শোন বাবা, আমি ঠিক করেছি কোন স্কুলে মাষ্টারি নিয়ে পড়াশুনার মধ্যেই জীবনটা কাটিয়ে দেব।

সমীরবাবু—পড়াশুনা করে সময় কাটাতে চাও সে ত' বেশ ভাল কথা। তার জন্য মাষ্টারী করতে যাবে কেন। তোমাকে আমি চমৎকার Library করে দেব। যত ইচ্ছা বই তুমি কেনো না কেন।

মমতা—একটা কাজে থাকা ভাল। তাছাড়া মাষ্টারী কাজটা আমি পছন্দও করি। নিজে যা শিখেছি তা দিয়ে যদি অন্য দশটি মেয়ের ভাল হয় তার থেকে বড় কিছু ত' নেই বাবা। এতে অসম্মানেরও কোন কিছু নেই।

সমীরবাবু—যা ভাল বোঝ কর। আমার কথা ত' তোমরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনো না।

মমতা—আমার দিকটাও তুমি একটুও ভাব না বাবা। এখন তুমিও যদি শুধু শুধু আমার উপর রাগ কর তবে আমার কি রকম লাগে একবার ভাবো ত'—

সমীরবাবু—(উঠিয়া বসিয়া মমতাকে কাছে টানিয়া) সত্যিই মা, আমার অন্যায় হয়েছে। তোর এই অবস্থায় কোথায় তোর সব রকম আবদার সহ্য কর্‌ব, তা নয়, আবার উল্টে তোকেই দোষ দিতে যাই।

মমতা—তা'হলে বল আমি যদি স্কুলে পড়াই তুমি রাগ করবে না।

সমীরবাবু—নারে না, তুই যা করিস্ আর তোর উপর রাগ কর্‌ব না।

মমতা—যাই মাকে বলি গিয়ে—মা বলছিল তুমি মত দিলে মারও আপত্তি থাকবে না। (প্রস্থান)

সমীরবাবু—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) তোর দিকে চাইলে যেন বুক ফেটে যেতে থাকে। কি করি কিছুই বুঝতে পারছি না।

[ধীরে ধীরে পর্দা নামিয়া আসিল]

তৃতীয় দৃশ্য

[উদয়পুর। অনলের বসিবার ঘর—অনল ও সবিতা। সবিতার দেহে যেন কোন চেতনা নেই। মুখ ফ্যাকাশে, চুল উস্কো-খুস্কো। দুজনেই শুদ্ধ।]

অনল—তিন মাস হয়ে গেল খুকী যে নেই একথা যেন বিশ্বাস হতে চায় না সবিতা। ডাক্তার যদি আর ক'দিন আগে বল্‌ত যে রোগ ঠিক বুঝতে পারছে না, তবে আমি কলকাতায় নিয়ে ওর চিকিৎসা করাতাম। মারা যাবার আগের দিন আমাকে বল্লে, কিছুই বুঝতে

পারছি না—যেন মনে হচ্ছে কালাজ্বরের মত। তখন আর সময়ও পেলাম না কিছু করবার।

(সবিতা নিরুত্তর—তাহার চোখ দিয়া একফোঁটা জল গাল বাহিয়া নামিয়া আসিল।)

অনল—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া) সবিতা, যা হবার তাকে ত' বাধা দেওয়া যায় না, কিন্তু তুমি যদি এমন পাগলের মত হয়ে যাও তবে আমারই বা কতক্ষণ ধৈর্যের বাঁধ থাকে বল ত' ?

[অনল সবিতার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।]

সবিতা—(একটু সরিয়া বসিয়া) আমাকে এখন একটু একলা থাকতে দাও।

অনল—(গাঢ়স্বরে) সবিতা, খুকীর মৃত্যুর পর থেকে তুমি যেন আগের মত নির্ভর করতে পারো না—আমার কাছ থেকে যেন সব সময়েই একটু দূরে দূরে থাকতে চাও। খুকীর মৃত্যু কি তোমার আমার দুজনেরই পক্ষে সমান তীব্র নয়? তবে তুমি আমার সঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাও কেন সবিতা!

সবিতা—দেখ, খুকীর মৃত্যুর পর একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। অনেক সময়ই ভাবি তোমাকে বল্‌ব।

অনল—কি কথা সবিতা—

সবিতা—তুমি হয়ত' কথাটা শুনলে খুবই ব্যথা পাবে, কিন্তু তবু বলতে হবে, যত দিন যাচ্ছে এই কঠিন সত্যটা যেন ততই আমি বেশী করে উপলব্ধি করছি।

অনল—বল সবিতা, কি সেই কঠিন সত্য ?

সবিতা—(খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া মাটির দিকে মুখ নামাইয়া) দেখ, আজকাল আমার শুধু এই কথাটাই বার বার মনে হয় যে আমরা ভুল পথে চলেছিলাম।

অনল—সে কি সবিতা! আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনা ত' ?

সবিতা—সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা দেখিয়ে একটি নিরপরাধা মেয়ের স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে—তারপর নিজের সুখের জন্য পরিবারের আর সকলের মতকে উপেক্ষা করে'—এই যে তোমার সঙ্গে এখানে চলে এলাম—চিরকাল প্রচলিত বিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে এই যে বিদ্রোহ করে স্বেচ্ছাচারিতা দেখালাম—এর শাস্তি যেন দিলেন ভগবান্ খুকীর মৃত্যু দিয়ে। যে ব্যথা সকলকে দিয়েছি, তার প্রতিদানে তিনি যেন তার থেকে শতগুণ ব্যথা দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে যারা নিজের সুখের জন্য অন্যের প্রাণে ব্যথা দেয় তাদের শাস্তি এই ভাবেই হয়ে থাকে।

অনল—দুঃখে তোমাকে এতটা অভিভূত করেছে বলেই আজ এই সব অদ্ভুত কথা তোমার মনে হচ্ছে। থাক এই আলোচনা। চল আমরা দিন কতক কোথাও বেড়িয়ে আসি।

সবিতা—না, আজ যখন কথাটা আরম্ভ করেছি, তখন সবটাই আমাকে বলতে দাও। তোমাকে বার বার কথাটা বল্‌ব ভেবেছি, কিন্তু আরম্ভ করতে গিয়েই যেন গলায় বেধে গেছে। মনের মধ্যে সেই কঠিন সত্যকে চেপে রাখার যে কি দুঃখ তা তোমাকে বোঝাতে পারার শক্তি আমার নেই।

অনল—তাতে যদি তোমার মনে শাস্তি আসে তবে বল।

সবিতা—(কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর ধীরে ধীরে) যখন বুঝলাম যে পথে আমরা চলেছি তা ঠিক যাত্রার পথ নয়, তখন থেকেই আমার মনে হচ্ছে এভাবে আমাদের আর থাকা উচিত নয়।

অনল—(চম্‌কাইয়া) সে কি বল্‌ছ তুমি সবিতা ?

সবিতা—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি আমি। তুমি আমার কথায় বাধা

দিও না। শোন এভাবে অবিবাহিত অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী ভাবে যে আমরা চলেছি, আজ আমার মনে হয় তা ঠিক হয়নি। এই কিছুদিন ধরে আমি অনেক চিন্তার পর ঠিক করেছি আমাদের এখন পৃথক্ ভাবে থাকাই শ্রেয়ঃ।

অনল—সে কি করে হয় সবিতা। দারুণ শোকে তোমার এখন চিন্তা-শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। আর তা'ছাড়া বিবাহ-অনুষ্ঠানের উপর আজ যদি তোমার এতটা বিশ্বাস এসে থাকে তবে না হয় আমরা আইনমতই বিবাহ করে নেব।

সবিতা—না—তা হয় না।

অনল—হয় না?

সবিতা—যে দুঃখ মমতাকে আমি দিয়েছি, তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি আবার তোমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে চাই। আর, তা'ছাড়া এতদিন এভাবে তোমার সঙ্গে থাকবার পর আমার বিয়ে করবার যোগ্যতা নেই। আমার কথায় বাধা দিও না। আমি অনেক ভেবেই এ কথা ঠিক করেছি। আর তোমার সঙ্গে এতদিনের বন্ধুত্বের জোরে আজ তোমার কাছে এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা যে তুমি আবার মমতার কাছে ফিরে যাবে। বলো, তুমি আমার এ অনুরোধ রাখবে?

অনল—তুমি ত' জান সবিতা, মমতা আমাকে ভালবাসে না—আর এখন সে আমাকে কি ভাবে দেখবে তাও ত' বুঝতে পারো?

সবিতা—দেখ, হিন্দুর মেয়ে মমতা—সে তোমাকে ক্ষমা না করেই পারবে না। আর ভালবাসার কথা বলছ—আমি বলি তোমাকে সে ভালবাসবেই। আজ না হয় দুদিন বাদেই বাসবে। স্নেহ মমতা দিয়ে তুমি তাকে জয় করে নাও, এই আমার ইচ্ছা।

অনল—তুমি নিজে কি করতে চাও সবিতা? তুমি কি তোমার বাবার কাছে ফিরে যাবে?

সবিতা—না, সে অধিকার আর আমার নেই।

অনল—তবে?

সবিতা—যে লেখাপড়া শিখেছি তাতে কোন মেয়ে-স্কুলে একটা মাষ্টারি নিশ্চয় জোগাড় করে নিতে পারব। তাইতেই আমার একলার সব চলে যাবে।

অনল—সবিতা, আমি এখনও বলছি তুমি ভুল করছ—সবিতা, সবিতা, আচ্ছা সত্যি বল ত', আমাকে এভাবে ফেলে যেতে তোমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না?

সবিতা—সে সব কথা বলে লাভ কি? দুঃখ দিয়েই আমার জীবন ভরা, কিন্তু যত কঠিনই হোক, যত ব্যথাই পাই না—তবু আমাকে যেতে হবে তোমাকে ছেড়ে। আমি কলকাতায় যাব ঠিক করেছি, কারণ সেখানেই কাজের সুবিধা হবে।

অনল—কবে যেতে চাও?

সবিতা—আজ এখনই।

অনল—সেকি! আমাকে কি তুমি এখন এতই ঘৃণার চক্ষে দেখ যে, আর এক মুহূর্তও এ বাড়ীতে থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব?

সবিতা—দেখ, ভুল বুঝে অভিমান করো না। মেয়ে মানুষ আমি, অত্যন্ত দুর্বল। এখন যদি না যাই আবার হয়ত' দুর্বলতা আসবে। সে দুর্বলতাকে জয় করবার ক্ষমতাও হয়ত' থাকবে না। সেই জন্যই যেতে চাই এখনই—তুমি আমার এই দুর্বলতাকে ক্ষমা কর।

[ধীরে ধীরে অনলের কাছে আসিয়া সবিতা অনলকে প্রণাম করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অনল ছবির মত নির্বাক—তাহার যেন সবই ছায়া-ছবির

মত মনে হইতে লাগিল, কথা বলিবার পর্যন্ত যেন তাহার শক্তি নাই। সবিতা বাহিরে যাইবার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকার পর—]

অনল—Life is a jest and all things show it

I thought so once and now I know it.

[কিছুক্ষণ সে হতভম্ব হইয়া বসিয়া থাকিবে। ধীরে ধীরে ষ্টেজের আলো নিষ্প্রভ হইয়া আসিবে।]

যবনিকা

অভিনেতা

—চরিত্র—

অমিতাভ বসু	বলাকা থিয়েটারের অধ্যক্ষ
অনিমেষ	ঐ বন্ধু
সত্যেন	নাট্যকার
কানন, নরেন, ললিত	থিয়েটারের পুরাতন কর্মচারীবৃন্দ
সমীর	উদীয়মান তারকা
রতন, সলিল, অজিত	অভিনেতৃবৃন্দ
যতীন	প্রম্পটার
বাড়ীওয়ালা	
সুশীলা	প্রধানা অভিনেত্রী
হিমানী, রেবতী, সরমা, সবিতা	অভিনেত্রীবৃন্দ

অভিনেতা

প্রথম দৃশ্য

[বলাকা রঙ্গালয়ের ষ্টেজের পিছনের বামদিকের একটি ঘর। এ ঘরটি অধ্যক্ষ অমিতাভবাবু প্রাইভেট চেম্বার হিসাবে ব্যবহার করেন। তাঁহার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি-দেরই এই ঘরে প্রবেশাধিকার। ডান দিকে একটা কাঁচের আলমারীতে থাকে থাকে বই সাজান। বাঁদিকের দেওয়ালের কাছে একটা বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর স্তূপাকারে বই পড়িয়া আছে। ঘরের মাঝে কতকগুলি চেয়ার গোলকাকারে সাজান— মধ্যে একটি ছোট গোল টেবিল। একটা চেয়ারে অমিতাভ বসিয়া আছেন—গৌরবর্ণ দোহারা চেহারা, উচ্চতা মাঝারী গোছের। মুখে বর্মা চুরুট। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। মুখে বুদ্ধির দীপ্তি—চোখে একটা স্বপ্নালু ভাব। তাঁহার সামনের একটা চেয়ারে বসিয়া আছেন সত্যেন সেন—ইনি একজন উদীয়মান নাট্যকার। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ—গায়ের রং শ্যামবর্ণ—রোগা—দৈহিক উচ্চতা মাঝারী—চোখে মুখে বুদ্ধির ভাব। সময়—সকাল আটটা।]

সত্যেন—আপনার কথামত পিরানডেলোর নাটকগুলো পড়লাম। সত্যিই এঁদের মত লেখকের লেখা পড়লে বোঝা যায় আমাদের দেশের নাট্য-সাহিত্য এখনও কত পেছনে পড়ে রয়েছে।

অমিতাভ—রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে সত্যকারের প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার ত' নেই বললেই চলে। বেশীর ভাগ নাট্যকারই দেখবেন বিদেশী চার পাঁচটি নাটক বা নভেলের চমকপ্রদ ঘটনাবলীকে একত্রিত করে, কিছু ছাঁটকাট এবং কিছু সামান্য বাড়িয়ে এক অভিনব নূতন নাটক সৃষ্টি করেন। আর এসব নাটকেরই দেখবেন বাজারে চাহিদা বেশী।

সত্যেন—আজকাল যুগ পড়েছে stunt-এর। কিন্তু ওদেশের দর্শকদের কথা ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। পিরানডেলোর বইগুলি সময়ে সময়ে আমাদেরও বুঝতে কষ্ট লাগে—সাধারণ দর্শক কিভাবে ওসব বই বোঝে বা উপভোগ করে ভেবে পাই না।

অমিতাভ—এর জন্য দর্শকদের রুচি তৈরী করতে হয়। taste-টা আগে create করা দরকার। আমাদের দেশে ত' সে সব চেষ্টা নেই। সস্তা জিনিষ দেব—কারণ লোকের স্বাভাবিক ঝোঁকটা হয় মেকি জিনিষের প্রতিই বেশী। আসল জিনিষের দাম বোঝবার ক্ষমতা থাকা চাইতো। কাঁচ-কাঞ্চনের তফাৎ যে বোঝে না সে কাঁচের পেছনেই ছোটে।

সত্যেন—যা বলেছেন। আমাদের জনপ্রিয় নাটকগুলোর সাহিত্যিক মূল্যই বা কতটুকু! কিন্তু ব্যবসার দিকটাও ত' প্রযোজকদের দেখতে হয়—পয়সা না এলে আপনারাই বা ভাল নাটক পরিবেশন করবেন কি করে?

অমিতাভ—সেই কথাই ত' বলছিলাম। ভাল নাটক বোঝবার ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে হবে জনগণের মধ্যে।

সত্যেন—তাই বা কি করে সম্ভব বলুন?

অমিতাভ—দুই উপায়ে সম্ভব। এক, দেশের বড়লোকেরা যদি দেশের কল্যাণের জন্য একটা ভাল fund create করেন নিজেদের মধ্যে থেকে, আর নাট্যের উন্নতির জন্য তা ব্যয় করেন—তাহলে ব্যবসার দিকে না চেয়ে ভাল ভাল বই পর পর অভিনয় করে যাওয়া যায়—এর ফলে জন-মনকে নিশ্চয় অল্পদিনের মধ্যেই সত্যিকার রসপিপাসু করে তোলা যাবে। আবার ঠিক এই কাজই ষ্টেট থেকে করা যেতে পারে—জাতীয় রঙ্গমঞ্চ সৃষ্টি করে'। শিক্ষাদানের এতবড়

একটা প্রতিষ্ঠানকে কোন দেশই বোধ হয় আমাদের মত এতটা অবজ্ঞা করে না, এতটা তুচ্ছ ভাবে দেখে না।

সত্যেন—আরও একটা কথা আছে। আপনি কাঁচ-কাঞ্চনের কথা বলছিলেন—একথা খুব খাঁটি সত্য যে সাধারণ লোকে সাঁচ্চা জিনিষের মূল্য নিজের থেকে সহজে বুঝতে পারে না। এজন্য তাদের সাহায্যের দরকার হয়। এদিক ভেবে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত—যাতে কোন নাট্যালয়ই বাজে বইয়ের অভিনয় করে দেশের লোকের শিল্প-বোধ ক্ষুণ্ণ না কর্‌তে পারে।

অমিতাভ—সেই ব্যবস্থা কর্‌বে কে?

সত্যেন—কেন, গভর্ণমেণ্ট।

অমিতাভ—তারা কি বলবে জানেন? সে সময় এখনও আসেনি। আগে দেশের সব লোকের খাবার ব্যবস্থা, প্রত্যেকের চাকরীর ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্যান্য জটিল সমস্যাগুলির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এসব দিকে তাদের দৃষ্টি দেবার অবসর নেই।

সত্যেন—কিন্তু শিক্ষার প্রশ্নটা কি বেঁচে থাকার বা খাওয়া-পরার প্রশ্নগুলোর থেকে কম আবশ্যকীয়?

অমিতাভ—আমার মতে ত' নয়ই বরং ঢের বেশী দরকারী। অশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে পশুর তফাৎ কোথায়? এই শিক্ষাই ত' মানুষকে প্রাণী জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছে। নইলে অন্যান্য পশুরও ত' মানুষের মত ক্ষুধা আছে—বরং মানুষের থেকে অনেক বেশী ভাবেই আছে।

সত্যেন—আর তা' ছাড়া জনসাধারণকে শিক্ষিত না করতে পারলে অন্যান্য দিক দিয়েও দেশের উন্নতি অসম্ভব। বিশেষতঃ স্বাধীনতা পাবার পর এদিকে ত' আরও বেশী দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

অমিতাভ—আমাদের দেশে এক একটা ভয়ানক উদ্ভট ধরণের ধারণা জন্মে গিয়েছে। স্বাধীনতা পেয়েছি ত' সব পেয়ে গিয়েছি আর কি! আরে এই ত' হ'ল সুরু। কত ত্যাগ, কত পরিশ্রম এবং কি কঠোর সাধনার দরকার এই স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, সে-কথা ক'টি লোক মনে প্রাণে উপলব্ধি করে বলুন। স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে প্রতিনিয়ত তার জন্য মূল্য দিতে হবে—এবং সেজন্য যে দেহের রক্তকে জল করতে হবে একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? বিবর্তনের দিক দিয়ে পৃথিবী আজ সংস্কৃতির যে স্তরে এসে পৌঁছেছে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হলে যে কোন স্বাধীন দেশের লোককে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত এবং সত্যিকার কর্মঠ হতে হবে। যে সব দেশ পেছিয়ে পড়ে থাকবে তাদের স্বাধীনতাও থাকবে নামে মাত্র—সত্যকার স্বাধীনতা তাদের যাবে নষ্ট হয়ে। আধুনিক প্রত্যেক সভ্য দেশে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে' গড়ে তোলবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করে দেশের রঙ্গমঞ্চগুলি। ওসব দেশের লোকেরাও দেখবেন রঙ্গমঞ্চগুলিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। ভাল অভিনেতা বা ভাল নাট্যকারকেও সম্মান এঁরা যা দিয়ে থাকেন তা আমাদের দেশে কল্পনা করাও অসম্ভব। আর শুধু মৌখিক শ্রদ্ধা দেখিয়েই এঁরা চুপ করে থাকেন না। তাঁরা বোঝেন একজন শিল্পীর থেকে কিছু পেতে হ'লে তাকে ভাল ভাবে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তবেই তার থেকে তার শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি পাওয়া যাবে। একবার ওদেশের শিল্পীদের আয়ের সংখ্যাগুলো দেখলেই একথা বুঝবেন।

সত্যেন—আর একটা জিনিষ দেখবেন—শিক্ষিত ভাল ঘরের মেয়েরা

আজকাল প্রায় সব দিকেই যাচ্ছে—ক্লেরিকাল লাইনে যাচ্ছে—ষ্টেনোটাইপিষ্টের কাজ করছে, এমন কি সিনেমাতেও নামছে—কিন্তু ষ্টেজে কেউ আসছে না।

অমিতাভ—অথচ কেন আসছে না বুঝে পাইনা। রঙ্গমঞ্চের অভিনয় যে একটা কত বড় শিল্প তাত' প্রত্যেক দেশেই লোকে বোঝে। সারা বার্ণার্ড বা এলেন টেরী কি আমাদের দেশে গড়ে তোলা যায় না? ষাট টাকা মাহিনার ষ্টেনোটাইপিষ্টের কাজ করতে এঁদের সম্মানে বাধে না কিন্তু ষ্টেজে নামতেই যত বাধা। কিন্তু এও মহা ভুল—এত বড় একটা শিল্পকে উপেক্ষা করবার ফল কখনও ভাল হয় না দেখবেন।

সত্যেন—লিখতে গিয়ে একটা কথা আজকাল মনে বড় দ্বিধা এনে দেয়—

অমিতাভ—কি বলুন ত'?

সত্যেন—জন-সাহিত্য বা আরও সোজা ভাষায় যাকে বলা যায় জড়-সাহিত্য—এছাড়া কি অন্য সাহিত্যের কোন স্থান থাকবে না ভবিষ্যতে মানুষের মনে?

অমিতাভ—সত্যিকার ভাল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব সব সময়ে সবাই স্বীকার করবেই করবে। মেকী জড়-বাদীরাই crazy হয়ে উঠেছে জন-সাহিত্য, জন-সাহিত্য করে। কিন্তু এ craze কদিন টিকবে? এই সব মেকীর দল কথায় কথায় রাশিয়ার উদাহরণ দেয়—অথচ এই খবরটা রাখে না যে রাশিয়াতে যেমন একদিকে আধুনিক নাট্যকার দলের নাটকগুলি অভিনীত হয় অন্যদিকে আবার শেক্‌স্‌পীয়ার, শেহভ, ও'নীল প্রভৃতির নাটকও সমান শ্রদ্ধা ভরেই অভিনীত হয়ে থাকে।

[চাকর আসিয়া চা দিয়া গেল। উভয়ে চা খাইতে লাগিলেন। চাকর এরপর গড়গড়া আনিয়া রাখিল এবং নলটা অমিতাভের হাতে দিল। অমিতাভ দু' একবার গড়গড়া টানিতে লাগিলেন।]

সত্যেন—একটা কিছু পড়ে শোনান। অনেক দিন আপনার কবিতা পড়া শুনিনি।

অমিতাভ—কি পড়বো বলুন?

সত্যেন—'পূরবী' থেকে কিছু পড়ুন।

[অমিতাভ উঠিলেন এবং বইয়ের শেল্ফ্ হইতে 'পূরবী' লইয়া নিজস্থানে আসিয়া বসিলেন। কয়েক পাতা উল্টাইবার পর—]

অমিতাভ—কণ্ঠস্বরটা আজ তত ভাল নয়—যাই হোক্ যতটা সম্ভব চেষ্টা করা যাক্ ভাল পড়বার—'তপোভঙ্গ' পড়ছি—(আবৃত্তি করিয়া পড়িবেন—)

যৌবন বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী।
চঞ্চল চৈত্রের রাতে
কিংশুক মঞ্জরী সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি।
আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণ শুভ্র মেঘের ভেলায়
গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায়।

[ধীরে ধীরে পর্দা নামিয়া আসিবে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সেইদিন সন্ধ্যা বেলা। বলাকা রঙ্গালয়—ষ্টেজের দু'পাশে দুটি ঘর। একটি ঘর অভিনেতাদের এবং আর একটি অভিনেত্রীদের বসিবার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দুটি ঘর হইতেই কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাইতেছে। সকলেই রিহার্সালের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। অধ্যক্ষ অমিতাভবাবু আসিলেই রিহার্সাল আরম্ভ হইবে। পুরুষদের ঘর—]

রতন—পোষ্টার লাগানো হয়েছে আসছে শনিবার থেকে নূতন বই আরম্ভ হবে। আপনারা কিছু মনে করবেন না, কিন্তু যে রকম ঢিমে তেতালায় রিহার্সাল চলেছে তাতে ত' মনে হয় না যে তা সম্ভব হবে।

কানন—আপনি নূতন এসেছেন রতনবাবু—তাই এ-সব কথা ভাবছেন।

নরেন—আপনি এর আগে এ্যামেটিয়র অভিনয় করতেন, না রতনবাবু ?

রতন—আজ্ঞে হ্যাঁ, হুগলী মিলনী পার্টিতে আমিই ত' সব বইতে হিরোর পার্ট করতাম। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটই ত' আমার ঔরংজীবের পার্ট দেখে আমায় ডেকে বললেন, তুমি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে যোগ দাও—তা এখানে ঢুকে এ পর্যন্ত একটা ভাল পার্টই পেলাম না।

(নরেন কাননের দিকে চাহিয়া রতনের অজ্ঞাতসারে অল্প হাসিলেন।)

কানন—আস্তে আস্তে সবই পাবেন—মাত্র ত' ঢুকলেন। আপনি এ পর্যন্ত কি কি পার্ট করেছেন বলুন ত' ?

রতন—হুগলী মিলনী ক্লাবের সব বইতেই হিরোর পার্ট ছিল

আমার একচেটিয়া। এই ধরুন না—'সাজাহানে' নাম ভূমিকায় নেমেছি, 'চন্দ্রগুপ্তে' চাণক্য—আর আমার ঔরংজীব তো প্রসিদ্ধ ছিল। তাছাড়া 'বিসর্জনে' রঘুপতি এবং জয়সিংহ দুই পার্টেই নেমেছি—

(তরুণ অভিনেতাদের মধ্যে একজন আর একজনকে নিম্নস্বরে বলিবে—'ঐ চেহারা নিয়ে জয়সিংহ!')

নরেন—(হাসি চাপিয়া)—তা ভাল। প্রতিভা কখনও চাপা থাকে না। পূর্বখ্যাতি অনুযায়ী অভিনয় করতে পারলে এখানেও বহু সুযোগ পাবেন।

রতন—সেই খানেই ত' হয়েছে মুস্কিল—সুযোগই ত' পাচ্ছি না। সেদিন 'চন্দ্রগুপ্ত' হয়ে গেল—ভাবলাম পাবলিক ষ্টেজে আগে কখনও অভিনয় করিনি, বড় পার্ট পাওয়া ত' সম্ভব নয়, অন্ততঃ চন্দ্রকেতুর পার্টটা পাব—তা পেলাম নন্দের দেহরক্ষীর পার্ট।

কানন—পাবেন, পাবেন, সব পাবেন, এখন বসুন গিয়ে।

রতন—কিন্তু সত্যিই কি মনে করেন শনিবার নূতন বই আরম্ভ করা যাবে?

কানন—এ-নিয়ে মাথা ঘামাবেন না মিছামিছি। কখনও শুনেছেন বলতে পারেন যে নূতন বই আরম্ভ করবার দিন ঘোষণা করে আমরা পেছপাও হয়েছি। অমিতাভ বোসকে সাত দিনেও বই নামাতে দেখেছি। সে সব দিনের কথা এখন স্বপ্নের মত মনে হয়। দিন রাত্রি সমানে রিহার্সাল, থিয়েটারেই খাওয়া শোওয়া, থিয়েটারেই সব কাজকর্ম। যাকে যা পার্ট দেওয়া হ'ত এতটুকু গ্রাম্‌ব্‌ল্ কেউ করত' না। ছোটবড় সকলেরই এক চেষ্টা, কি ভাবে অভিনয়কে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলবে। তখন সবাই অভিনয় করাকে একটা সাধনা হিসাবে দেখত' বলেই অভিনয়ও হ'ত অনেক উচ্চস্তরের।

নরেন—কর্তারও যেন আর আগের সেই উৎসাহ নেই কানন ভায়া। আগেকার রিহার্সালও দেখেছি, আজকালও দেখছি—তখন যেন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে শেখাতেন।

কানন—কি করে থাকবে বল—সমস্ত অন্তর দিয়ে এক একটা লোককে গড়ে তুলেছেন, আর যেই কিছু নাম করেছে সমস্ত কৃতজ্ঞতা ভুলে হয় তারা সামান্য টাকার লোভে অন্য ষ্টেজে যোগ দিয়েছে, না হয় গিয়েছে ফিল্মে। আর জানইত' ফিল্মের বিরুদ্ধে কর্তা একেবারে খড়্গ হস্ত।

রতন—কেন বলুন ত' উনি ফিল্মে নামার এত বিরুদ্ধে? ফিল্মও ত' বড় আর্ট।

সলিল—উনি বলেন সত্যিকার অভিনেতা তার প্রতিভার রূপ দিতে পারে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের ভেতর দিয়ে। ফিল্মের অভিনেতা বা অভিনেত্রী নিজেদের স্বাভাবিক শক্তি প্রকাশ করবার সুযোগ একেবারেই পায় না। তাকে যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে যেতে হয়। সে হয়ে পড়ে ক্যামেরাম্যান, ডিরেক্টর এবং যন্ত্রপাতির পরিচালিত কলের পুতুল।

রতন—ঠিক কথা। আমিও হুগলী পার্টিতে ওদের এই কথাই বলতাম।

অজিত—বলবেন বইকি। কথায় বলে না বড়লোকদের চিন্তাধারাটা একরকমেরই হয়ে থাকে।

রতন—(একটু অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া)—আপনি ঠাট্টা করছেন··· বিশ্বাস না হয় ওদের ক্লাবে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। এইত' সেদিন আমার মেশোমশায়ের বড় ভাইয়ের ছোট ছেলে—শ্যামবাজারের রাধাকান্ত তালুকদার—চেনেন ত' সবাই? ছিল ওভারসিয়ারী ফেল

—যুদ্ধের বাজারে কনট্রাক্টারী করে লক্ষপতি হয়ে গেছে মশাই। এখন ফিল্ম ডিরেক্টর, মস্ত বড় আর্টের সমঝদার—আমাকে এসে বললেন, 'রতন বই তুলছি। কোথায় আর লোক খুঁজে বেড়াবো তুমিই হিরোর পার্টটা করে দাও,' হাত জোড় করে বললাম—'দাদা মাপ করতে হবে, ওর মধ্যে আমি নেই। সিনেমা নীচু দরের জিনিষ, ওর ভেতর আমাকে পাবেন না। পয়সা দিলে অনেক লোক মিলবে, তাদের কাছে যান।'

অজিত—মেশোমশায়ের ভাইপো বুঝলেন যে তাঁর থেকেও বড় আর্টের সমঝদার আছে। (সবাই হাসিয়া উঠিবে)। আচ্ছা চলুন ওদিকে গিয়ে বসা যাক। [মাটিতে পাতা সতরঞ্চিতে গিয়া বসিবে।]

হিমানী—আজ কটায় রিহার্সাল আরম্ভ হবে?

কানন—ঠিক আটটায়—(হাতের ঘড়ি দেখিয়া) মিনিট পনের বাদে আর কি। কিন্তু এখনও সমীরবাবুর দেখা নেই যে?

হিমানী—কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে আসবার সময় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আসছেন না?'—তাতে বললেন দেরী হবে।

নরেন—দেরী হবে অর্থ? কর্তা জানলে ত' ক্ষেপে উঠবেন—

হিমানী—আমি সে কথা বলেছিলাম—তিনি হেসে বললেন, ওসব নিয়ম তোমাদের জন্য—আধঘণ্টা একঘণ্টা দেরী হলেও সমীর রায়কে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না—ওসব ভাবনা ভাবতে হয় তাদের যারা চাকরীর ভয় করে—আমি যদি বলি এখানে কাজ ছেড়ে দেব, অন্যেরা আমাকে লুফে নেবে।

কানন—এরা সব ভাবে কি বলতে পার নরেন? দুদিন যদি প্ল্যাকার্ডে বড় করে নামটা ছাপা হ'ল তা' হলেই এরা মনে

করে খুব এক্টর হয়ে গেছে। আরে অমন এ্যাক্টর অমিতাভ বোস রোজ তৈয়েরী করে দিতে পারে। দুদিন দুটো বইতে হিরো সাজলে ত' এদের মাথা গেল ঘুরে।

নরেন—যাক, এসব কথাবার্তা কর্তার কানে না উঠাই ভাল—গালাগাল করে দূর করে দেবেন।

(দৃশ্য পরিবর্তন—ঠিক সেই সময় পাশের অভিনেত্রীদের ঘরে—)

রেবতী—এ পার্টটা ভাই বড় শক্ত হয়েছে—আমি ত' এ জায়গাটা কিছুই বুঝতে পারছি না। সুশীলাদি, বলে দিন না এ জায়গাটা কি ভাবে করলে ভাল হ'বে—

সুশীলা—এটা তোমাদের ভুল—যদি না বুঝে যা তা ভাবে পার্ট বলতে থাক তাহলেই উনি চটে যান—কিন্তু যদি ওঁকে বল যে এ জায়গাটা বুঝছি না বুঝিয়ে দিন, তবে দেখবে কত যত্ন করে শিখিয়ে দেবেন। মিছামিছি ত' উনি কখনও বকাবকি করেন না।

সরমা—আচ্ছা সুশীলা, বাসন্তী প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আসছে না ব্যাপার কি ?

সুশীলা—ও আর আসবেও না—উনি নাকি ফিল্মে নেমেছেন—ফিল্ম-ষ্টার হবেন।

সবিতা—কিন্তু বাসন্তী গেলে মিস্ গুপ্তের পার্ট কে করবে? এতদিন ধরে রিহার্সাল দিয়ে এখন এ-ভাবে চলে যাওয়া কিন্তু ওর ভারী অন্যায় হয়েছে, যাই বল।

সুশীলা—দেখলাম ত' কতই, সব ওই এক পদের। প্রথম যখন আসে সে কি মিনতি। গত-বছর ঠিক এমনি এক বিকেলে আমি কিছু টাকা নিতে থিয়েটারে আসি—কর্তা তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন, বললেন, খবর পেলাম তোমার টাকার খুব দরকার

তা আমাকে জানাওনি কেন? থিয়েটারের যা দুর্দিন তাতে সব সময়ে তোমাদের ঠিক মত টাকা দিতে পারি না কিন্তু তা বলে দরকার পড়লে আমাকে জানাতে কখনও দ্বিধা বোধ করবে না। টাকা নিয়ে উঠছি এমন সময় এল ওই তোমাদের বাসন্তী তার দূর সম্পর্কের দেওর না কার সঙ্গে—স্বামী মারা গেছে, সংসার চালাবার কেউ নেই, অন্য কিছু কাজ করবার মত বিদ্যাবুদ্ধিও নেই—কর্তা প্রথমে সরিয়ে দিতে চাইলেন—তারপর যখন কান্নাকাটি আরম্ভ করল তখন বললেন—আচ্ছা বেশ থাক। সেই থেকে কত যত্ন করে যে ওকে শিখিয়েছেন, আর আজ একটু লজ্জাও একবার হ'ল না ওর এ-ভাবে চলে যেতে।

(কানন বাবুর প্রবেশ—তিনি সুশীলার শেষ কথা কয়টি শুনিতে পাইয়াছিলেন।)

কানন—কি করবে বল সুশীলা—সবাই ত' আর তোমার আমার মত নয় যে বেশী টাকার লোভ দেখালেও এখানে পড়ে থাকবে। নইলে দেখ তুমি, আমি, নরেন বাদে পুরানো ষ্টাফের আর কেইবা আজ আছে।

সুশীলা—সে যা বলেছেন—এমন সব নেমকহারাম—

কানন—কর্তা এসে গেছেন—রিহার্সাল আরম্ভ হবে, তোমরা সবাই ষ্টেজে চল—

(দৃশ্য পরিবর্তন—ষ্টেজের মাঝে একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া অমিতাভ। তাঁহার একপাশে পাতা সতরঞ্চিতে পুরুষেরা বসিয়া আছেন—অন্যদিকে মেয়েদের সতরঞ্চি পাতা রহিয়াছে, সামনে একটি টুলে বসিয়া প্রম্পটার বই হাতে। অমিতাভ বাবু কি একটা ইংরাজী বই দেখিতেছেন, অভিনেতারা মৃদুস্বরে গল্প করিতেছে, এমন সময়ে কানন বাবুর সঙ্গে অভিনেত্রীরা আসিল এবং সতরঞ্চিতে গিয়া বসিল—অমিতাভ বাবু বই হইতে মুখ তুলিলেন—)

অমিতাভ—(প্রম্পটারের প্রতি) আরম্ভ করুন যতীন বাবু।

যতীনবাবু—তৃতীয় অঙ্ক থেকেই আরম্ভ করি ?

অমিতাভ—হাঁ, কাল ত' দ্বিতীয় অঙ্ক পর্যন্ত করা হয়েছিল।

যতীন—(বই খুলিয়া) আরতির পার্ট ত' তাহলে অমলা দেবীই করবেন ?

অমিতাভ—হাঁ, তাইত' ঠিক হয়েছে। আর দেরী করবেন না, আরম্ভ করুন।

যতীন—(পড়িতে লাগিল)—আরতি—নানা দোষ থাকলেও এক কারণে আপনি আমার ধন্যবাদের পাত্র অরিন্দম বাবু। (অমলা আবৃত্তি করিল) অরিন্দম সমীরবাবু! (চারিদিকে চাহিল)

অমিতাভ—Where is Samir ?

কানন—আজ্ঞে তিনি এখনও আসেন নি।

অমিতাভ—বেশ আমি প্রক্সি দিয়ে যাচ্ছি।

যতীন—(পাঠ) অরিন্দম—সে কারণটা কি আরতি দেবী!

(রিহার্সাল চলিতে থাকিবে—)

আরতি—যদিও এখানকার society র Don Juan হিসাবে আপনার যশ ছড়িয়ে গেছে তবু এ পর্যন্ত আমার সঙ্গে love-making-এর চেষ্টা আপনি করেন নি।

অরিন্দম—কি লজ্জার কথা, আপনি যে আগাগোড়াই তাহলে আমাকে ভুল বুঝে এসেছেন আরতি দেবী। বরং seriously যদি love-making-এর চেষ্টা কারোর সঙ্গে করে থাকি···

আরতি—তা যদি করে থাকেন তা হলে খুবই বোকামী করেছেন অরিন্দমবাবু। আপনি জানেন আমি বিবাহিতা, সুতরাং সাফল্যের আশা almost nil.

অরিন্দম—এ ক্ষেত্রেও আপনারই ভুল আরতি দেবী—বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গেই ত' প্রেম করে সার্থকতা আছে।

আরতি—অর্থাৎ ?

অরিন্দম—অর্থাৎ তারাই এটাকে ঠিক spirit-এ নিতে পারে। প্রেম বা রোম্যান্স জিনিষটা serious কিছু নয়, ভুয়ো, তার পরিণতি যে বিবাহ নয় এটা তারাই ঠিক ধরতে পারে। আর অনভিজ্ঞা কুমারী চায় প্রেমিককে বিবাহ বন্ধনে বেঁধে রাখতে—রাজী না হলে তাকে লম্পট বলে…

(সমীরের প্রবেশ)

অমিতাভ—সমীরবাবু কটা বাজে ?

সমীর—আজ্ঞে একটু দেরী হয়ে গেছে।

অমিতাভ—কিন্তু আজই প্রথম নয়। All cannot suffer for you—তাছাড়া আমার এখানে সকলকেই এক নিয়মে চল্‌তে হবে। আপনি বড় আর্টিষ্ট—প্ল্যাকার্ডে আপনার নাম বড় অক্ষরে ছাপা হয়—স্বতরাং আমার এখানকার এসব নিয়ম মেনে আপনার থাকা বোধ হয় স্ববিধা হবে না··

সমীর—কিন্তু…

অমিতাভ—What do you mean by কিন্তু? অনেকবার আপনাকে বলেছি আমার এখানে প্লে করতে হলে সময় মত রিহার্সালে আস্‌তে হবে। আপনি সে কথা গ্রাহ্যই করেন নি। You might think that your services are indispensable, but they are not—আপনি যেতে পারেন…

সমীর—বেশ (প্রস্থানোদ্যত)—

অমিতাভ—দাঁড়ান……একটা উপদেশ দিচ্ছি, ভবিষ্যতে স্মরণ রাখতে পারলে নিজের উন্নতি করতে পারবেন। আপনি জনপ্রিয়—জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে যথেষ্ট সাধনার দরকার। এক বছরের বা

দুই বছরের ভিতর জনপ্রিয় অভিনেতার আবির্ভাব এবং তিরোভাব ঘটতে আমার জীবনে বহুবার দেখেছি। অভিনয় একটা শিল্প—এতে পারদর্শী হতে হলে যে কোন অন্য শিল্পের বেলায় যেমন সাধনার দরকার তেমনি কঠোর সাধনার প্রয়োজন। ফাঁকী দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোন কাজই হয় না। আচ্ছা, এবার যেতে পারেন···

(সমীর মুখ নীচু করিয়া প্রস্থান করিল)

এদের দেখে সত্যিই দুঃখ হয় কাননবাবু। যে শিল্পের আরাধনায় নিজেদের নিয়োগ করেছে তাকে পর্যন্ত শ্রদ্ধা করতে শিখ্‌লে না—এদের হবে কি বলতে পারেন ?

কানন—অভিনয়কে ত' এরা শিল্প হিসাবে দেখে না—দেখে ব্যবসায় হিসাবে।

অমিতাভ—ব্যবসায় হিসাবেও যদি দেখে তাহলে তাকেও কি অবজ্ঞা করা চলে। ব্যবসায়ের ভেতরেও ত' একটা নিয়ম কানুন আছে যা মেনে চল্‌তে হয়। যাক্‌ গে—হ্যাঁ, অজিত, তুমি অরিন্দমের পার্ট করবে।

অজিত—আমি কি পারব ?

অমিতাভ—কেন পারবে না ? তোমরা young men—তোমাদের এতটুকু আত্মবিশ্বাস থাকবে না কেন ? আমি কি ভাবে পার্টটা করি ভালভাবে দেখ—কাল থেকে তুমি এ পার্ট করবে। এখানে অভিনয় সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলে নিই। পার্ট করবার আগে যে চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছ তাকে ভাল ভাবে বুঝ্‌তে চেষ্টা করবে—তার মনের ধারা, তার ভাল মন্দ দিকগুলি—তার চারিত্রিক বিশেষত্বগুলি আয়ত্ত করবে—তা না হ'লে চরিত্র ফোটাতে পারবে না। ওদেশের অভিনেতা অভিনেত্রীরা যে চরিত্র অভিনয় করতে

যাচ্ছেন সে সম্বন্ধে কত সমালোচনার বই পড়েন, পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করেন, বিশেষজ্ঞদের মতবাদ নেন, তবে অভিনয় করতে নামেন। After all genius is ninety-nine per cent. perspiration, একথা ভুললে চলবে না। একথা বলছি না যে অক্লান্ত পরিশ্রম করলেই প্রতিভাশালী অভিনেতা হওয়া যায়। তবে পরিশ্রম না করলে বড় অভিনেতা হওয়া অসম্ভব। আর একটা কথা মনে রাখবে। অনেকে বলেন, যে চরিত্রে অভিনয় করছ' তার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবে অর্থাৎ যখন শিরাজের পার্ট করছ, মনে করবে যেন তুমি নিজেই শিরাজ—মস্ত ভুল। Aloofness না থাকলে creative consciousness-এর অভাব হয় এবং সেক্ষেত্রে creation হতে পারে না, অর্থাৎ যদি পার্টের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে ফেল তবে চরিত্রসৃষ্টির জন্য যে চেতনার দরকার তার অভাব দেখা যায়। অমলা—তোমার কিছুই হচ্ছে না। আবার গোড়া থেকে বলুন যতীনবাবু—আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি অমলা।

(যতীনের পাঠ—'নানা দোষ থাকলেও ইত্যাদি।' অমিতাভ দেখাইয়া দিবেন, অমল আবৃত্তি করিবে, অমিতাভ জায়গায় জায়গায় শুধরাইয়া দিবেন—ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িবে।)

তৃতীয় দৃশ্য

(পরদিন সকাল। থিয়েটারের একটি ঘর। অমিতাভ বসু তাঁহার বন্ধু ফিল্ম ডিরেক্টর অনিমেষবাবু, ষ্টেজ ম্যানেজার ললিতবাবু, নরেনবাবু, কাননবাবু।)

অনিমেষ—আমি বলছি অমিতাভ, থিয়েটার is no more a paying business.

অমিতাভ—ওইখানেই আমাদের তফাৎ অনিমেষ। অভিনয়কে আমি ব্যবসায় হিসাবে কখনও ধরি নি এবং ভবিষ্যতেও ধরব না। It's an art—আর টাকার কথাও যদি ধরা যায়, তুই কি জানিস্ না এক amusement tax বাবদই আমাকে এককালে কত দিতে হয়েছে?

অনিমেষ—সে সব দিন ভায়া চলে গেছে—টকী আসার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ তার সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। পাঁচঘণ্টা ছয়ঘণ্টা ধরে অভিনয় দেখবার মত ধৈর্য আর লোকের নেই, তাছাড়া সিনেমায় পয়সাও লাগে অনেক কম। আমার কথা শোন, গোঁয়ার্তুমি রাখ, join the films.

অমিতাভ—আমি ত' বললাম অভিনয়কে আমি আর্ট হিসাবে দেখি না – in terms of rupees, annas and pies আমি তার মূল্য নির্ধারণ করি না।

অনিমেষ—This is sheer nonsense—

অমিতাভ—My dear boy, you mean to say that I would murder the artist in me? সিনেমা, সিনেমা, সিনেমা, সিনেমার ভিতর আছে কি? আর্টিষ্টের ওখানে scope কোথায়? কলের পুতুলের মত তাকে চলতে হবে ডিরেক্টরের আঙ্গুল নড়ার সঙ্গে সঙ্গে, ক্যামেরার গণ্ডী ছাড়িয়ে না চলে যায় তার জন্য থাকতে হবে সদা সন্ত্রস্তভাবে, তা' ছাড়া অভিনয়কে যা করে তোলে সব থেকে প্রাণবন্ত অর্থাৎ দর্শক মণ্ডলীর সঙ্গে একটা সাক্ষাৎ সম্পর্ক—সিনেমাতে তারই অভাব—absolute nonsense. Continuity of emotion—যাকে বলা যায় যে অভিনয়ের প্রাণ, তাকে তোরা নির্মম ভাবে হত্যা করেছিস এই সিনেমাতে।

অনিমেষ—কি রকম?

অমিতাভ—একটা sentimental scene তোলা হচ্ছে হয়ত'—অভিনেতা, অভিনেত্রী প্রাণ দিয়ে অভিনয় করে যাচ্ছে, মাঝপথে থট্ করে সেদিনের মত শুটিং বন্ধ হয়ে গেল। Continuity of emotion গেল নষ্ট হয়ে—পরে শুটিং-এর সময়ে সেই আগের ভাব রেখে অভিনয় করে যাওয়া অসম্ভব।

অনিমেষ—সে যাই বল্ তুই, রঙ্গমঞ্চের দিন চলে গেছে, নিজেই দেখ্‌না—আগে তোর ষ্টেজে কোন নূতন বই হলে প্রথম পনের দিন লোকের টিকিট পাওয়া মুস্কিল ছিল—আর আজকাল! তা' ছাড়া এত বড় কল্‌কাতা সহরে মাত্র তিনটে থিয়েটার চল্‌ছে—তাও বছরের মধ্যে পাঁচবার করে তার management বদলাচ্ছে।

অমিতাভ—তাতে এ বোঝাচ্ছে না যে মঞ্চের অন্তিমকাল এসে গেছে। সত্যি কথা হচ্ছে এই যে আজকালকার দর্শক হয়ে গেছে অনেক বেশী advanced—সেকেলে জিনিষ দিয়ে আর তাদের মনস্তুষ্টি চলবে না। তাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য নূতন রস পরিবেশনের দরকার। নাটকের ভিতর আনতে হবে অভিনবত্ব, টেক্‌নিক্ দিতে হবে বদলে, এমন কি সাজসজ্জা, দৃশ্যপট প্রভৃতিরও আমূল পরিবর্তন করতে হবে। By the way, ললিতবাবু, আমাদের নূতন বইতে সমস্ত দৃশ্যাবলী শুধু black and white দিয়ে পেণ্ট করা হবে—খুব light black, আর এবার থেকে সামাজিক বইয়ে paint করা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল।

নরেন—অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেককেই paint করে না নামলে ভারী বেখাপ্পা দেখাবে অমিতাভবাবু।

অমিতাভ—রংয়ে কি আসে যায় নরেনবাবু। আমাদের সমাজের মেয়েরা বেশীর ভাগই কাল। তাদেরই জীবনের কাহিনীগুলোকে

যখন মঞ্চে রূপ দিতে চাই তখন অনর্থক অভিনেত্রীদের বাস্তবে তারা যা নয় সেভাবে দেখিয়ে লাভ কি? দিন দিন আমি এই সং সাজাবার বিরুদ্ধবাদী হয়ে যাচ্ছি—এতে artificialityই বাড়ান হয়।

কানন—শনিবার নূতন বই নামান হ'বে ত'?

অমিতাভ—নিশ্চয়—নিশ্চয়। I will bring in a revolution on the Bengalee stage. I throw an open challenge to you অনিমেষ—তুই বলছিস থিয়েটারের দিন চলে গেছে—আমি তোকে দেখিয়ে দেব তোদের ভুল—আমি প্রমাণ করে দেব যে রঙ্গমঞ্চ চিরকালের—জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

অনিমেষ—I pity you, old boy. Idealism যাকে অন্ধ করে দেয় তার চোখ খুলতে যাওয়া বিড়ম্বনা। সে চেষ্টাও আর আমি কর্‌ব না—কিন্তু সহজ সরল সত্যকে আজ তুই গায়ের জোরে অস্বীকার করলেও তাকে বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবি না—সেদিন কিন্তু ভয়ানক শক্ পাবি।

অমিতাভ—হাঃ হাঃ হাঃ—আমি ত' তোকে চ্যালেঞ্জ দিলাম—আর বেশীদিনও তোকে অপেক্ষা করতে হ'বে না—আমি তোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব যে ভুল তোদেরই, আমাদের নয়—কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাক্।

অনিমেষ—All right············I am ready to wait till doomsday···········কিন্তু তার ঢের আগেই যে ·····যাক্ এবার ওঠা যাক্।

অমিতাভ—শনিবার নূতন বই দেখতে আসতে ভুলিস্ না।

অনিমেষ—আচ্ছা·········

(অনিমেষের প্রস্থান)

অমিতাভ—কাননবাবু, নরেনবাবু, শুনলেন ত' সব! অনিমেষ মনে করে দু' তিনটে film-এর direction দিয়ে ও একটা মস্ত বড় আর্টের সমঝদার হয়ে গেছে। ওকে ওর ভুল বুঝিয়ে দেওয়া চাই-ই চাই। আমি চাই আপনারা সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন—সমস্ত অভিনেতা, অভিনেত্রীকে উৎসাহ দিয়ে উজ্জীবিত করে তুলুন—আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে অমিতাভ বোস মরেনি। অনিমেষটা একেবারে পাগল—বলে কিনা থিয়েটারের দিন শেষ হয়ে গেছে—আমি ওকে দেখিয়ে দিতে চাই যে যতদিন অমিতাভ বোস বেঁচে থাকবে ততদিন ও সব টকী ফকীর বাহাদুরী করে কোন লাভ নেই। দেখবেন আমাকে যেন হেরে যেতে না হয় শেষকালে।

কানন ও নরেন—আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব অমিতাভবাবু।

অমিতাভ—হ্যাঁ, কি বলবেন বলছিলেন তখন?

ললিত—(ইতস্ততঃ করিয়া) আজ্ঞে দু'মাস ধরে এদের বেতন বাকী আছে—অনেকে বড় তাগাদা করছে।

অমিতাভ—বুঝি সবই ললিতবাবু—এদেরই বা দোষ কি? কতকাল আর এভাবে অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু আমারও যে একেবারে হাত খালি—এই চেকটি দিচ্ছি, যাদের না হলেই চলবে না—তাদের এ থেকে কিছু কিছু দিয়ে দিন—আর কিছু দিন এদের অপেক্ষা করতে বলুন—হাতে টাকা এলেই আমি সবার পাওনা to the last penny শোধ করে দেব। আপনাদেরও ত' অনেক দিনের টাকা পাওনা আছে নরেনবাবু।

নরেন—আমাদের জন্য ভাববেন না। একদিন যখন অজস্র রোজগার করেছেন আমাদেরও দু'হাতে বিলিয়েছেন। আজ আপনার

একটু টানানানি হয়েছে দেখে আমরাও কি আপনাকে অতিষ্ঠ করে তুলতে পারি।

অমিতাভ—আপনাদের ঋণ আমি কখনও ভুলতে পারব না। কি বলব কাননবাবু, ধারে একেবারে গলা পর্যন্ত ডুবে আছি। আপনারা ত' জানেন গত ক'বছর ধরে লাভের মুখ আর দেখা যায় নি। বন্ধুরাও আর ধার দিতে চায় না—তাদেরই বা আর দোষ দিই কি করে—টাকা ফেরৎ না পেলে আর কত ধার দিতে পারে।

কানন—এবার থেকে ফ্রি পাশের সংখ্যাটা একটু কম করে দিন অমিতাভবাবু।

অমিতাভ—উপায় নেই কাননবাবু—যাদের পাশ দিই তাদের বেশীর ভাগের কাছেই টাকা ধারি—তাদের ত' আর মানা করতে পারি না। এই নূতন বই করবার সময় টাকা যোগাড় করেছি কি করে জানেন? হুণ্ডি দিয়ে টাকা নিয়েছি—

নরেন—কিন্তু তাতে—

অমিতাভ—অনেক interest দিতে হবে—উপায় কি—বাজারে এমন credit কোথায় যে আমাকে লোকে বিশ্বাস করে টাকা দেবে। আর্টের সমঝদার আর ক'জন আছে—বেশীর ভাগই লোক ওই অনিমেষের মতন—টাকা, আনা, পাই ছাড়া অন্য কিছু আর তাদের মাথায় ঢোকে না। ক'টা বাজে?

ললিত—(ঘড়ি দেখিয়া) আজ্ঞে, সাড়ে বারটা।

অমিতাভ—তাহলে এবার ওঠা যাক্—(উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

(পর্দা নামিয়া আসিল)

চতুর্থ দৃশ্য

(দিন কয়েক পরে—অভিনেতা অভিনেত্রীরা সকলে সমবেত হইয়াছেন—নরেনবাবু এবং কাননবাবুও আছেন।)

রতন—আমার যে কিছু টাকা না হলেই চলবে না, নরেনবাবু—বাড়ীতে ছেলেটার অসুখ, ওষুধ কেনবার পর্যন্ত টাকা নেই।

সরমা—আমারও টাকার দরকার—পাওনাদাররা অস্থির করে তুলেছে কদিন থেকে।

সবিতা—আমাকেও এ মাসে টাকা দেবেন বলেছিলেন—

কানন—তোমরা অধৈর্য হয়ো না—দুটো দিন অপেক্ষা কর। চারিদিক থেকে পাওনাদারের দল ছেঁকে ধরেছে—কত আশা ছিল এই বইটাতে কিছু টাকা পাবেন—কিন্তু নিজেরাই দেখ্‌ছ ত' কি অবস্থা। এ সময়ে তাঁকে বিরক্ত করি কি করে। মানুষ ত'—শেষে কি লোকটাকে পাগল করে দিতে চাও সবাই মিলে ?

হিমানী—বুঝি ত' সবই কিন্তু আমাদেরও যে আর চল্‌তে চায় না কাননবাবু।

নরেন—তোমরা একটু ধৈর্য ধর—সবাই যাতে কিছু কিছু পাও সে বন্দোবস্ত আমি করব।

(ললিতের প্রবেশ)

ললিত—কাননবাবু, আপনাকে আর নরেনবাবুকে কর্তা তাঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন।

(দৃশ্য পরিবর্তন—অমিতাভবাবুর সামনে সেক্রেটারিয়েট টেবিল। পিছনে দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ, চিন্তান্বিত চিত্তে অমিতাভ বাবু এদিক ওদিক হাঁটিতেছেন। নরেনবাবু ও কাননবাবুর প্রবেশ—উঁহারা দুটী চেয়ারে বসিলেন—অমিতাভ বাবু আরও কিছুক্ষণ ঘুরিয়া—)

অমিতাভ—নরেনবাবু, এ পর্যন্ত টিকিট বিক্রী করে কত টাকা পাওয়া গেছে?

নরেন—আজ্ঞে প্রথম দিন তিনেক হাজার টাকা করে তিন হাজার, আর পরশু আজ মিলে শ' ছয়েক টাকা হবে বোধ হয়।

অমিতাভ—Next শো ত' আস্‌ছে শনিবার বোধ হয়।

নরেন—আজ্ঞে সেই ত' ঠিক আছে।

অমিতাভ—কি রকম হবে মনে করেন?

নরেন—সুবিধার মনে হচ্ছে না ত'—দিনকে দিনই লোক কমে যাচ্ছে......

অমিতাভ—কি করা যায়। আমার এতবড় একটা আশার এই পরিণতি। পাওনাদারদের তাগাদা—এই সামান্য টাকায় কি করে কি হবে।

কানন—তাছাড়া ষ্টাফের লোকদের কিছু কিছু সবাই আশা করে আছে।

অমিতাভ—হাজার টাকা আপনি ওদের মধ্যে ভাগ করে দিন। হুণ্ডির টাকা শোধ দেবার জন্য দেড় হাজার টাকা না দিলেই চলবে না।

নরেন—আর এদিকে বাড়ীওয়ালাও বার দু'য়েক এসে গেছে তাগাদা দিতে।

অমিতাভ—তার ও ত' প্রায় শ'ছয়েক টাকা বাকী আছে—কোথা দিয়ে কি করি।

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর—বাড়ীওয়ালাবাবু এসেছেন।

অমিতাভ—নিয়ে আয়।

(চাকরের প্রস্থান এবং একটু পরে বাড়ীওয়ালার প্রবেশ)

অমিতাভ—(চেয়ার দেখাইয়া)—বসুন।

বাড়ীওয়ালা—আমার টাকাটা নিতে এলাম অমিতাভবাবু।

অমিতাভ—আপনার টাকা আমি মারবো না মশায়—তবে একসঙ্গে সবটা এখন দিতে পারব না।

বাড়ীওয়ালা—দু'মাস ধরে ভাড়া বাকী; আমিও আর অপেক্ষা করতে পারব না—দু'মাসের ভাড়া বাবদ আমাকে ছ' শ' টাকা আপনাকে দিতেই হবে।

অমিতাভ—কিন্তু আপনাকে তো বলেইছি—আমার এখন একটু টাকার টানাটানি।

বাড়ীওয়ালা—আমারও এমন স্বচ্ছল অবস্থা নয় যে বিনা ভাড়ায় বাড়ী ফেলে রাখি।

অমিতাভ—What nonsense! বিনা ভাড়ায় বাড়ী ফেলে রাখেন মানে? দু'বছর ধরে এই যে মাসে মাসে তিন শ' টাকা করে ভাড়া গণেছি এ কখনও আর কারোর কাছে পেয়েছেন? নাট্যমহল—যারা আগে আপনার ভাড়াটে ছিল—তারা ত' আপনাকে দু' শ' টাকা করে দিত।

বাড়ীওয়ালা—তাতে কি হয়েছে? আর্ট কোম্পানী আমাকে সাড়ে তিন শ' টাকা দিয়ে বাড়ী চাইছে—আপনি ভাড়া দিতে পারেন দিন নয়ত' এমাসের শেষেই আপনাকে উঠে যেতে হবে।

নরেন—কার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় তাও জানেন না মশাই।

বাড়ীওয়ালা—আমার জেনে দরকার নেই, ওসব আপনারাই শিখুন মশাই—আমি বুঝি, নিজের টাকা যে ঠিকমত দেবে তাকেই খাতির করে বাড়ী ভাড়া দেব—তা'ছাড়া আমার আর কিছু জানবার দরকার নেই।

অমিতাভ—আচ্ছা আপনার টাকার বন্দোবস্ত করছি—আপনি এখন যেতে পারেন।

বাড়ীওয়ালা—এই ত' ভাল কথা—মিছামিছি গোলমাল করে কি লাভ বলুন।

অমিতাভ—You may go now.

(বাড়ীওয়ালার প্রস্থান)

(অমিতাভ খানিকক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকার পর—)

অমিতাভ—আমি insolvency নেব কাননবাবু।

কানন ও নরেন—(একসঙ্গে)—সে কি ?

অমিতাভ—এ ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। যা দেনা হয়ে গেছে তার দশ ভাগের এক ভাগও শোধ দেবার সামর্থ্য আর আমার নেই। প্লে করে টাকা শোধ দেব সে আশাও আর রাখিনা—ষ্টেজের দারুণ দুর্দিন এসেছে—সত্যিই আর্টের মৃত্যু হতে বসেছে।

(গম্ভীর ভাবে নিজের হাতের তালুতে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিলেন—এভাবে কিছুক্ষণ যাইবার পর অনিমেষবাবুর প্রবেশ—)

অনিমেষ—কি হে নাট্য-সম্রাট্,—How goes the world with you ? আমার কথা ত' তখন উড়িয়ে দিয়েছিলে।

অমিতাভ—অনিমেষ, তোমার বক্তব্য বিষয় আমার বেশ জানা আছে, সুতরাং ওসবের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

অনিমেষ—আমার কথা ত' শুনবে না। কেমন এখন দেখছ ত' ?

অমিতাভ—ওসব babbling আমার এখন ভাল লাগছেনা—let me be alone.

অনিমেষ—শোন—ওসব বাজে খেয়াল ছাড় এবার। আমাদের কোম্পানী তোর সঙ্গে এক বছরের contract করতে চায়। মাসে হাজার টাকা করে দেবে—বল্ রাজী কিনা ?

অমিতাভ—What impertinence ! Please clear out of this place and let me think.

অনিমেষ—How do you mean ?

অমিতাভ—আচ্ছা তবে আমিই যাচ্ছি (উঠিয়া বাহিরের বারান্দার দিকে গেলেন)।

নরেন—আপনি কিছু মনে করবেন না অনিমেষবাবু—তাগাদার জ্বালায় আজ সবাই মিলে ওঁকে অস্থির করে তুলেছে—

অনিমেষ—I quite understand নরেনবাবু। ছেলে বেলা থেকে একসঙ্গে পড়ে আসছি আর ওর এই সামান্য কথায় মনে করব। আপনাদের থেকে ওকে কি আমি কম জানি নরেনবাবু ?

কানন—তাত' ঠিকই।

অনিমেষ—চিরকালই বড় গোঁয়ার ধরণের। তা' ছাড়া যেমনি ভারপ্রবণ তেমনি আদর্শের পিছনে ছুটে মরে—এতে দুঃখও পায় কম নয়।

(সকলেই কিছুক্ষণ চুপচাপ রহিলেন। কিছু পরে অমিতাভ ঘরে ঢুকিলেন এবং অনিমেষের সামনে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া—)

অমিতাভ—ভাই অনিমেষ, মনটা খারাপ—কি বলতে কি বলে ফেলি—কিছু মনে করিস নি।

অনিমেষ—That's all right old boy.

অমিতাভ—তোর হাজার টাকার offer-এর জন্য ধন্যবাদ—আমার থেকে যোগ্যতর ব্যক্তি তোরা ঢের পাবি—আমি এ চাকরী নিতে পারলাম না ভাই। যা টাকা আছে তা দিয়ে যতটা সম্ভব দেনা মিটিয়ে দিন কাননবাবু। থিয়েটারও এখন বন্ধ থাকবে কিছু দিন।

অনিমেষ—ধন্য তোমার আদর্শবাদকে। তাহলে কি করবি এখন ?

অমিতাভ—এখন কিছুকাল বিশ্রাম নেব। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—তারপর চেষ্টা করব একটা টুরিং পার্টি গড়ে তুলতে।

যবনিকা